দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩৫৮ ॥ ২৫ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ১২ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৫ শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

আগামী দিনে হজ ব্যবস্থাপনা আরও স্মার্ট হবে: ধর্মমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ধর্মমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ অনুসারে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত যে পোর্টালটি রয়েছে সেখানে আমরা নতুন নতুন ফিচার যুক্ত করছি। আগামী দিনে বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা হবে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম স্মার্ট হজ ব্যবস্থাপনা। গতকাল বুধবার সকালে আশকোনায় ঢাকা হজ অফিসের সম্মেলন কক্ষে হজযাত্রী প্রশিক্ষণ ২০২৪-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ধর্মমন্ত্রী বলেন, আপনারা সকলেই যাতে সহি-শুদ্ধভাবে হজব্রত পালন করতে পারেন সেজন্যই মূলত আজকের এই প্রশিক্ষণ।

থাইল্যান্ডে শেখ হাসিনা লাল গালিচা সংবর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার : থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রেথা থাভিসিনের আমন্ত্রণে ছয় দিনের সরকারি সফরে ব্যাংকক পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার স্থানীয় সময় দুপুর আনুমানিক ১টা ৮ মিনিটে ব্যাংকক ডং মিউয়েং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান থাইল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চার্নবাইরাকুল এবং দেশটির ইন্টেরিয়র মন্ত্রী পুয়াংপেত চুনলাইয়াড, ঢাকায় নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকাওয়াদি সুমিতমোর, থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. আব্দুল হাই এবং থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রাচার প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল চুমফোন ক্লোইপায়ান। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লাল গালিচা

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল UNESCAP-এর ৮০তম সেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে Don Mueang আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে লাল গালিচা সংবর্ধনা ও গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় -পিআইডি

উপজেলা নির্বাচন

প্রার্থিতা নিয়ে মন্ত্রী-এমপিদের স্বজনরা দলীয় নির্দেশনা না মানলে ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে মন্ত্রী ও এমপিদের নিকটাত্মীয় এবং স্বজনদের প্রার্থী না হতে দলীয় নির্দেশনা না মানলে সময়মতো সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই সতর্ক বার্তা দেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'উপজেলা নির্বাচনে প্রথম পর্যায়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় পেরিয়ে গেছে। এদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে, আমরা বিষয়টি আরও আগে অবহিত হলে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হতো। তারপরও কেউ কেউ প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন, কেউ কেউ করেননি। নির্বাচন কমিশনে সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেও কেউ ইচ্ছা করলে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারেন। এই বিষয়টা চূড়ান্ত হতে নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এখানে কেউ অমান্য করলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে দলে, সময়মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'আওয়ামী লীগে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনের বিষয়টি আছে উল্লেখ করে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'দল যার যার কর্মকাণ্ড বিবেচনায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশলে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিয়ে থাকে। চূড়ান্ত পর্যায়ে যারা প্রত্যাহার করবে না এ ব্যাপারে দলের সিদ্ধান্ত সময়মতো নেওয়া হবে।'চূড়ান্ত পর্যায়েও কেউ প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করলে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে কিনা এমন প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'সাধারণ ক্ষমা একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে দলীয় রণকৌশলড় সেটা হতেই পারে। সেটা দলের সভাপতি নিতে পারেন। নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সুযোগ আছে।' বিএনপির সমাবেশের দিনে আওয়ামী লীগও সমাবেশের ঘোষণা দেয়ড় এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএনপির সন্ত্রাস থেকে জনগণকে রক্ষায় কর্মসূচি দেয় আওয়ামী লীগ। বিএনপি একতরফা সমাবেশ করতে গেলে সন্ত্রাস, আগুন সন্ত্রাসের আশঙ্কা থেকেই যায়। জনগণের জানমাল রক্ষায় সরকারি দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আছে। আমরা মাঠে থাকলে তারা এসব অপকর্ম করতে মানসিকভাবে চাপে থাকবেড় সেজন্যই আমরা কর্মসূচি দেই। বিএনপির চোরাগোপ্তা হামলা প্রতিহত করতে জনগণের স্বার্থে আমাদের কর্মসূচি থাকা উচিত।'সংবাদ সম্মেলনে

২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সুযোগ আছে

র‌্যাবের ১২তম মুখপাত্র হলেন কমান্ডার আরাফাত ইসলাম

স্টাফ রিপোর্টার : র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‌্যাব) আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছেন কমান্ডার আরাফাত ইসলাম। তিনি কমান্ডার খন্দকার আল মঈনের স্থলাভিষিক্ত হলেন। গতকাল বুধবার তাকে দায়িত্ব দিয়ে অফিস আদেশ জারি হয়েছে। র‌্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার সহকারী পরিচালক এএসপি ইমরান খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত র‌্যাব ১১ জন মুখপাত্র পেয়েছে। আরাফাত ১২তম মুখপাত্র হলেন। দীর্ঘ তিন বছর মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করা মঈন গত বৃহস্পতিবার নিজ বাহিনীতে ফেরত যান। এর আগে তিনি ২০২১

২-এর পাতায় দেখুন

শ্রমজীবীরা হাঁপিয়ে উঠছেন অসহ্য গরমে

বাইরে বের হওয়ার আগে ভাবতে হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : সকাল হতে না হতেই কড়া রোদ। ঘরের বাইরে বের হওয়ার আগে ভাবতে হচ্ছে মানুষকে। ঘরে ২৪ ঘণ্টা ফ্যান চললেও তা মানুষকে স্বস্তি দিতে পারছে না। গ্রামে কৃষক, শহরে হকার-রিকশাওয়ালাদের মতো শ্রমজীবীরা হাঁপিয়ে উঠছেন অসহ্য গরমে। হিটস্ট্রোকে মানুষের মৃত্যুর খবরও পাওয়া যাচ্ছে। গত কয়েকদিনের বাংলাদেশের আবহাওয়ার চিত্র এটি। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় গরমের তাপমাত্রা এর মধ্যেই রেকর্ড অতিক্রম করেছে। দু'দফায় জারি করা হয়েছে হিট অ্যালার্ট। সব মিলিয়ে ঈদের ছুটির পর শুরু হওয়া তাপপ্রবাহে কাহিল মানুষ। আবহাওয়ার বিরূপ এ আচরণ যে শুধু বাংলাদেশেই হচ্ছে তা নয়। বেসরকারি আবহাওয়া সংস্থা বিডব্লিউওটির প্রধান আবহাওয়াবিদ খালিদ হোসেন বলছেন, বর্তমানে ভারত, বাংলাদেশ, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলোতে অসহ্য গরম পড়ছে। এসব স্থানে প্রায় ৪০ ডিগ্রি পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হচ্ছে। এর মধ্যে আফ্রিকার মালি, নাইজার ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে তাপমাত্রা প্রায় ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত রেকর্ড হচ্ছে। এ ছাড়া, মধ্য ও পূর্ব ভারতেও কোথাও কোথাও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে রেকর্ড হচ্ছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অফিস বলছে, দেশে চলমান এই তাপপ্রবাহ আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে। চলতি মাসে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা নেই। গত কয়েকদিনের তুলনায় তাপমাত্রা গতকাল (মঙ্গলবার) কিছুটা কমলেও আবারও বাড়তে পারে বলেই মত আবহাওয়া অফিসের। দেশে এবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ডও হতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক জানান, আগামী কয়েকদিনে তাপপ্রবাহের এলাকা কিছুটা কমে যেতে পারে, তবে তাপপ্রবাহ কমবে না। তিনি বলেন, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় তাপপ্রবাহ কমতে পারে। অন্যদিকে, খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা, বরিশাল বিভাগের তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। আগামী এক সপ্তাহে

২-এর পাতায় দেখুন

ভিসা জটিলতায় এবারের হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আশঙ্কা এজেন্সিগুলোর

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিবছর হজ যাত্রীদের জন্য মুনাজ্জিম ভিসার প্রথা থাকলেও ধর্ম মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস থেকে হাজিদের বিজনেস ভিসা নেওয়ার কথা বলা হয়। তবে এ ভিসা নিয়েও হাজিদের জন্য বাড়ি ভাড়া করাসহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে কোনো ধরনের অর্থ জমা দিতে পারছে না এজেন্সিগুলো। ফলে এ বছর হজ ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন মালিকরা। সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দ্রুত সব প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা। গতকাল বুধবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ সব কথা জানান হজ এজেন্সির মালিকরা। সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বলে অপারেটিং এজেন্সি মালিকদের পক্ষ থেকে আল-কুতুব হজ ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী হাবিবুল্লাহ মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন বলেন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কিছু ঊর্ধ্বতন

২-এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টে তিন বিচারপতি নিয়োগ, শপথ আজ

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে তিন বিচারপতি নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। আজ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে নিয়োগ পাওয়া নতুন তিন বিচারপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন প্রধান বিচারপতি। গতকাল বুধবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে সকাল সাড়ে দশটায় শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত তিন বিচারককে শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে আপিল বিভাগের বিচারক নিয়োগ করেছেন। তিন বিচারপতি হলেন- হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ, বিচারপতি মো. শাহিনুর ইসলাম ও বিচারপতি কাশেফা হোসেন। বর্তমানে প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগে পাঁচজন বিচারপতি রয়েছেন। তিনজনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে আপিল বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়াবে আটজনে। বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ও এলএলএম ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৮২ সালে

২-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ত্রান তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা ও চেক বিতরণ

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ,সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত অফিস, অনুদানের চেক বিতরণ, আশ্রয়ন প্রকল্প ঘুরে দেখলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবির। গত মঙ্গলবার দুপুরের পর তিনি গোমস্তাপুর উপজেলায় এসে এসব পরিদর্শন করেন। প্রথমে তিনি রহনপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের চিনিয়াতলার দুটি সড়কের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন পর উপজেলা নির্বাহী অফিস পরিদর্শন ও উপজেলা সভাকক্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত,আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে অনুদানের চেক বিতরণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এ কে এম গালিভ খাঁন, উপপরিচালক (উপ-সচিব) স্থানীয় সরকার চাঁপাইনবাবগঞ্জের দেবেন্দ্র নাথ ওরাও, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আসিফ আহমেদ, রহনপুর পৌরসভার মেয়র মতিউর রহমান খাঁন, গোমস্তাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিশাত আনজুম অনন্যা, বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব আশিক জামান,সহকারী কমিশনার (ভূমি) আঞ্জুমান সুলতানাসহ অনেক। বিকেলে ও সন্ধ্যায় তিনি রহনপুর পৌরসভা, উপজেলা ভূমি অফিস, বোয়ালিয়া ইউনিয়নের লালাপুরে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিদর্শন, আলমপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের বসবাসরত ও উপকারভোগীদের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য অবহিতককরণ সভা, বোয়ালিয়া ইউনিয়ন পরিদর্শন, বোয়ালিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাল্যবিবাহ ও শিশুদের সহিংসতা বন্ধ,শিশু কিশোর-কিশোরীদের জীবন মান উন্নয়নে উঠান বৈঠকসহ ওই বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যোগ দেন।

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে ভূমিকা রাখছে সেন্সরেক — সিনিয়র শিল্প সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেছেন, বাংলাদেশে টেকসই ও দায়িত্বশীল শিপ রিসাইক্লিং (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ) অনুশীলনে সেন্সরেক প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ের সুরমা হলে দুই দিনব্যাপী (২৪-২৫ এপ্রিল) সচেতনতামূলক কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সেন্সরেক ফেজ-৩ প্রকল্পের আওতায় ওয়ার্কশপ এবং নলেজ ম্যানেজমেন্ট অন হংকং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিল্প মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (আইএমও)। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. শামীমুল হকের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এসপেন রিকটার-ভেন্ডসেন ও আইএমওর ডিপার্টমেন্ট অব পার্টনারশিপ অ্যান্ড প্রজেক্টের

২-এর পাতায় দেখুন

কক্সবাজারে কত রোহিঙ্গা ভোটার হয়েছে, তালিকা দাখিলের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার জেলায় কত রোহিঙ্গাকে ভোটার করা হয়েছে, তার তালিকা চেয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী ৬ জুনের মধ্যে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক, নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদের এ তালিকা আদালতে দাখিল করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে কক্সবাজারের ঈদগাহ ইউনিয়নের ৩৮ রোহিঙ্গাকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এর আগে, ২৩ এপ্রিল স্থানীয় ভোটার মো. হামিদুর রহমানের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া একটি রিট দায়ের করেন। রিটকারী আইনজীবী জানান, কক্সবাজার সদর উপজেলার ঈদগাঁও ইউনিয়নের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নিয়েছেন ৪০ রোহিঙ্গা। তাদের তালিকা যুক্ত করে রিট আবেদন করা হয়েছে। রিটে মিয়ানমারের রাখাইন থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা কতজন রোহিঙ্গা কক্সবাজারে নাগরিকত্ব পেয়ে ভোটার হয়েছেন তা খুঁজে বের করতে উচ্চপর্যায়ের অনুসন্ধান কমিটি করতে করার নির্দেশনা চাওয়া হয়। এ ছাড়া ভোটার তালিকা থেকে রোহিঙ্গাদের বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। পাশাপাশি কক্সবাজারে সদর উপজেলার ঈদগাঁও ইউনিয়নের ভোটার তালিকা হালনাগাদ না করা পর্যন্ত ঘোষিত তপশিলে নির্বাচন ও ভোটগ্রহণ বন্ধ বা স্থগিত রাখার আর্জি জানানো হয়। আজ ওই রিটের শুনানি শেষে আদালত কক্সবাজার জেলায় কত রোহিঙ্গাকে ভোটার করা হয়েছে তার তালিকা দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

গোপালগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণ বাবা-ছেলে আহত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : গোপালগঞ্জ দুর্বৃত্তদের ছোড়া বোমা হামলায় মাসুদ শেখ (৪০) ও তার ছেলে আব্দুল রাশেদ শেখ (৪) আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার লতিফপুর ইউনিয়নের ঘোষেরচর উত্তরপাড়া মাসুদ শেখের বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত মাসুদ শেখ ওই গ্রামের মন্টু শেখের ছেলে। তিনি গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা প্রহরীর চাকরি করেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে মাসুদ শেখ ছেলে আব্দুল রাশেদ শেখকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে বাড়িতে ফিরছিলেন। পরে বাড়ির সামনে মোটরসাইকেল রেখে ঘরের দরজা খোলার সময় পাঁচ থেকে ছয়জন লোক তাদের লক্ষ্য করে বোমা ছুড়লে মাসুদ শেখ ও তার ছেলে গুরুতর আহত হন। বোমার বিস্ফোরণ শব্দে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট

২-এর পাতায় দেখুন

তাপপ্রবাহের মধ্যে উচ্চ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে শিশুরা : ইউনিসেফ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশজুড়ে তাপপ্রবাহের মধ্যে উচ্চ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে শিশুরা বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের ইউনিসেফের প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট। গতকাল বুধবার ইউনিসেফ বাংলাদেশ অফিস থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশজুড়ে দুঃসহ তাপপ্রবাহ বিরাজ করছে। সারা দেশে এ অসহনীয় তাপমাত্রায় শিশুদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে ইউনিসেফ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ইউনিসেফের ২০২১ সালের শিশুদের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি সূচক (সিসিআরআই) অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিশুরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে 'অতি উচ্চ ঝুঁকিতে' রয়েছে। অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বাড়ায় শিশুদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে, বিশেষ করে নবজাতক, সদ্যোজাত ও অল্পবয়সী শিশুদের জন্য। হিটস্ট্রোক ও পানিশূন্যতাজনিত ডায়রিয়ার মতো, উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে সৃষ্ট অসুস্থতায় এ বয়সী শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। শিশুদের ওপর তাপমাত্রা বাড়ায় নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সারা দেশে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। এ পরিস্থিতিতে ইউনিসেফ বাবা-মায়েদের প্রতি তাদের সন্তানদের পানিশূন্যতা থেকে রক্ষা ও নিরাপদ রাখার জন্য বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানাচ্ছে। চলমান এ তাপপ্রবাহসহ জলবায়ু পরিবর্তনের আরও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময়। অস্বাভাবিকভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকায়, আমাদের আগে শিশু ও সবচেয়ে অসহায় জনগোষ্ঠীকে নিরাপদে রাখার প্রতি নজর দিতে হবে। চলমান এ তাপপ্রবাহ থেকে শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা নারীদের সুরক্ষার জন্য ইউনিসেফ সম্মুখসারির কর্মী, বাবা-মা, পরিবার, পরিচর্যাকারী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা: শিশুরা যেখানেই থাকুক না কেন তাদের বসা ও খেলার জন্য ঠান্ডা জায়গার ব্যবস্থা করুন। তপ্ত দুপুর ও বিকেলের কয়েক ঘণ্টা তাদের বাড়ির বাইরে বেরোনো থেকে বিরত রাখুন। শিশুরা যেন হালকা ও বাতাস চলাচলের উপযোগী পোশাক পরে,

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ২৫ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ১২ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা

গরমে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ গ্রামাঞ্চলের মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশজুড়ে চলমান দাবদাহে বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্যুতের চাহিদা। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা পূরণের চেষ্টায় রেকর্ড হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। এর পরও ঢাকার বাইরের জেলা-উপজেলা শহরসহ গ্রামাঞ্চলে ছয় থেকে আট ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছে। ভাপসা গরমে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ গ্রামাঞ্চলের মানুষ। এই ছাড়া গ্রামাঞ্চলে ব্যাহত হচ্ছে শেষ মুহূর্তের সেচ কার্যক্রম। বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) সূত্র বলছে, দেশে এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ২৬ হাজার মেগাওয়াট। গড়ে উৎপাদন করা হচ্ছে ১৩ হাজার থেকে ১৫ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত। চাহিদা আছে সাড়ে ১৩ হাজার থেকে ১৬ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত। মঙ্গলবারও দিনের বেলায় প্রায় দেড় হাজার মেগাওয়াট লোডশেডিং করতে হয়েছে। লালমনিরহাটের কালীগঞ্জের শিয়ালখোয়ার বাসিন্দা শাহ আলী বলেন, 'গত ১৫ দিনে আমরা প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ বার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছি। লালমনিরহাটের সংবাদদাতা জানান, অতিরিক্ত গরমে শাহ আলীর মালিকানাধীন পোল্ট্রি ফার্মে

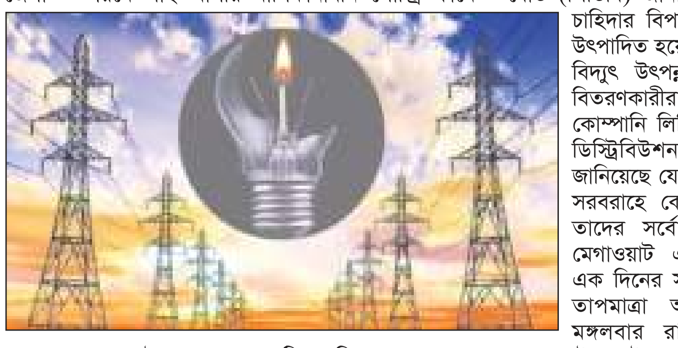

গত দুই সপ্তাহে ১৫০টি পাখি মারা গেছে। লালমনিরহাট সদরে আফজাল হোসেন জানান, সোমবার রাত ৯টা থেকে মঙ্গলবার বিকেল ৪টার মধ্যে সাতবার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। প্রতিটি লোডশেডিং সাধারণত এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। মঙ্গলবার রাত ৯টায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) জানায়, ১৬,৭০০ মেগাওয়াটের চাহিদার বিপরীতে ১৬,২৩৩ মেগাওয়াট উৎপাদিত হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে। ঢাকার বিদ্যুৎ বিতরণকারীরা - ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড এবং ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড - জানিয়েছে যে মঙ্গলবার তাদের বিদ্যুৎতর সরবরাহে কোন ঘাটতি ছিল না যখন তাদের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ১,৩২৮ মেগাওয়াট এবং ১,৭৪৫ মেগাওয়াট। এক দিনের সামান্য হ্রাসের পর, বুধবার তাপমাত্রা আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে। মঙ্গলবার রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী এবং যশোরে তীব্র তাপপ্রবাহের সাথে ঈশ্বরদীতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দিনের ৭-এর পাতায় দেখুন

ঈদযাত্রার ১৫ দিনে সড়কে ঝরেছে ৩৬৭ প্রাণ

স্টাফ রিপোর্টার : এবারের ঈদযাত্রায় সড়ক দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানি বেড়েছে। গত বছর ঈদুল ফিতরে ২৪০টি দুর্ঘটনায় ২৮৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এবার ৩৫৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৬৭ জন নিহত হয়েছেন। নিহতের মধ্যে নারী ৬৩ ও শিশু ৭৪ জন। এ হিসাবে গত বছরের তুলনায় এবার দুর্ঘটনা বেড়েছে ৩৯ দশমিক ২০ শতাংশ এবং প্রাণহানি বেড়েছে ২০ দশমিক ১৯ শতাংশ। গত বছর ঈদযাত্রায় প্রতিদিন গড়ে ১৭ দশমিক ১৪টি দুর্ঘটনায় ২০ দশমিক ৩৫ জন নিহত হয়। এ বছর ঈদযাত্রায় প্রতিদিন গড়ে ২৩ দশমিক ৮৬টি দুর্ঘটনায় ২৪ দশমিক ৪৬ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ঈদ উদযাপনকালে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচটি পরিবার পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এছাড়া স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন ৭৪ জন? এবারের ঈদুল ফিতরের আগে ও পরে ১৫ দিনে (৪ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল) সারা দেশে এসব সড়ক দুর্ঘটনায় ৭-এর পাতায় দেখুন

নির্মাণাধীন ভবনে এডিসের লার্ভা মিললে নির্মাণকাজ বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : নির্মাণাধীন ভবনে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেলে প্রয়োজনে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। গতকাল বুধবার রাজধানীর গুলিস্তান শহীদ মতিউর পার্কে (মহানগর নাট্যমঞ্চ) ড. কাজী বশির মিলনায়তনের সংস্কারকাজ পরিদর্শন শেষে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন। মেয়র তাপস বলেন, ঢাকা শহরে যেসব ভবন নির্মাণ করা হয় সেসব স্থাপনায় দীর্ঘদিন ধরে পানির আধার রয়ে যায়। গবেষণালব্ধ বিভিন্ন ফলাফল ও জরিপে আমরা দেখেছি যে নির্মাণাধীন ভবনগুলো এডিস মশার প্রজননস্থল হিসেবে ৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারের সদিচ্ছার অভাবে রানা প্লাজার বিচারে ধীরগতি

স্টাফ রিপোর্টার : 'হাজারো প্রাণ ও স্বপ্ন হত্যার বিচার চাই এবং মৃতদের স্মরণ করো জীবিতদের জন্য লড়াই করো' আহ্বানে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১১ বছরে প্রতিবাদী র‍্যালি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি। গতকাল বুধবার সাভারে রানা প্লাজার সামনে সকাল ৯টায় নিহত স্মরণে শ্রদ্ধা অর্পণ শেষে সকাল ১১টায় উদ্ধারকর্মী হিমালয় হিমুর আত্মাহুতির ৬ বছরে বিরুলিয়ার গোলাপগ্রামে হিমুর মৃত্যুর স্থানে শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। প্রতিবাদী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার, বিআইজিডির গবেষক মাহীন সুলতান। আরও বক্তব্য রাখেন গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির ৭-এর পাতায় দেখুন

চেনা রূপের ঢাকায় যানজটে নাকাল নগরবাসী

স্টাফ রিপোর্টার : শবে কদর, ঈদুল ফিতর আর বাংলা বর্ষবরণ মিলিয়ে এবার ছিল টানা ছুটি। সে ছুটিও শেষ হয়েছে আট দিন আগে। তবে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় গত কয়েকদিনও রাজধানীর সড়কে অনেকটাই ছিল স্বস্তি। তবে সে স্বস্তির সময় শেষ। রাজধানী ফের ফিরেছে চিরচেনা রূপে, চিরচেনা রূপে ফিরেছে যানজট। গতকাল বুধবার সকাল থেকেই রাজধানীর প্রায় সব সড়কে গাড়ির ব্যাপক চাপ দেখা গেছে। এক কিলোমিটার রাস্তা পার হতে ৩০ থেকে

৪০ মিনিটও লেগে যাচ্ছে কোনো কোনো সড়কে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো ছুটি থাকায় মূল সড়কে বেশিক্ষণ যানজটে আটকে থাকতে হয়নি বলে জানিয়েছেন রাস্তায় চলাচলকারীরা। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সকাল থেকে রাজধানীর প্রতিটি প্রবেশ পথেই ছিল যানজট। এর মধ্যে যানবাহনের সবচেয়ে বেশি চাপ দেখা গেছে যাত্রাবাড়ী এলাকায়। এ ছাড়া সকাল থেকে রাজধানীর বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিল, গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী সড়ক, কাকরাইল, মালিবাগ- মৌচাক, রামপুরা-বাড্ডা হয়ে বিশ্বরোড পর্যন্ত পুরো পথেই ৭-এর পাতায় দেখুন

উপজেলা নির্বাচনে অনিয়ম হলে কঠোর সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নির্বাচনের মতো এবারের ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে কোনো অনিয়ম হলে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে কুণ্ঠাবোধ করা হবে না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আনিছুর রহমান। গতকাল বুধবার সকালে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন। পিটিআই ভবনে আয়োজিত সভায় নির্বাচন কমিশনার বলেন, যেভাবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেছি, সেভাবে এ নির্বাচন হবে। কোনোভাবে জাতীয় নির্বাচনের চেয়ে নিচে নামার সুযোগ নেই। নতুন সরকারের আওতায় কিভাবে নির্বাচন হচ্ছে সেটি সবাই দেখবে। ৭-এর পাতায় দেখুন

মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভার থানাধীন হেমায়েতপুর এলাকা থেকে মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো. মাঈন উদ্দিনকে (৩৭) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-২। গতকাল বুধবার সকালে র‍্যাব-২-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) শিহাব করিম বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি জানান, গত মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার মাঈন উদ্দিন রাজধানীর শেরেবাংলানগর থানা এলাকার মৃত বাচ্চু মিয়ার ছেলে। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার মো. মাঈন উদ্দিন ২০০৯ সালের ০৮ আগস্ট ৩৫ বোতল ফেনসিডিল ও ১ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ আইনশৃঙ্খলা ৭-এর পাতায় দেখুন

ডিএনসিসির সঙ্গে চীনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) এবং চীনের আনহুই প্রদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর গুলশান ডিএনসিসি নগরভবনের সম্মেলন কক্ষে ডিএনসিসি মেয়র মো. আতিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। সমঝোতা স্মারকে সাক্ষর করেন ডিএনসিসির সচিব মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক এবং আনহুই প্রদেশের ফরেন অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ইয়াং জায়োলিন। এ সময় ডিএনসিসি মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আজকের এই চুক্তির ফলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলে বিশ্বাস করি। এর ফলে ঢাকা এবং আনহুই এই দুই সিটির মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হবে। এর ফলে দুই শহর একে অপরকে অর্থনৈতিক, কারিগরি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পর্যটন বিষয়ে জ্ঞান বিনিময় ও সহযোগিতা করবে। দুই সিটির ভালো কাজগুলো শেয়ার করা হবে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে যে কোন ধরনের সহযোগিতা করতে পারবে আনহুই প্রদেশ। অন্যদিকে ডিএনসিসিও তার ভালো কার্যক্রমগুলো শেয়ার করতে পারবে। মেয়র বলেন, চীন দূতাবাসের সাথে ডিএনসিসি দীর্ঘদিন ধরে যৌথভাবে কাজ করছে। গত বছর চীন দূতাবাসের সহযোগিতায় বনানী কড়াইল বস্তিতে বসবাসকারী নারীদের মাঝে স্বয়ংক্রিয় সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। গত রমজান মাসেও চীন ৭-এর পাতায় দেখুন

বয়কট করা তরমুজের কেজি ফের ৬০ থেকে ১২০ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : রমজানের আগেই শুরু হয়েছিল তরমুজের মৌসুম। আর শুরু থেকেই তা বিক্রি হচ্ছিল উচ্চমূল্যে। রোজার মাসে তরমুজের চাহিদা থাকায় দাম উঠে যায় আরও ওপরে। এসময় সাধারণ ক্রেতারা তরমুজ 'বয়কট' করার আহ্বান জানান। বৃষ্টি হয়ে তাপমাত্রা কমে আসায় এর চাহিদাও কমে। ফলে কমতে শুরু করে তরমুজের দাম। বাংলাদেশ এগ্রি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাফা) উদ্যোগে 'কৃষকের পণ্য, কৃষকের দামে' স্লোগান নিয়ে রাজধানীর পাঁচ স্থানে ন্যায্য মূল্যে তরমুজ বিক্রি শুরু করলে তরমুজ সস্তা হয়ে ওঠে বাজারে। কিন্তু তরমুজ 'বয়কট' করার এক মাস না পেরোতেই দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র তাপপ্রবাহ। চলমান এই তাপপ্রবাহের সুযোগেই তরমুজের দাম বিভিন্ন অজুহাতে বাড়িয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তারা আবার আগের মতো অতিরিক্ত দামে তরমুজ বিক্রি করছেন। তারা রোজার আগের সময়ের মতো রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় প্রতি কেজি তরমুজ বিক্রি করছেন ৬০ থেকে ১২০ টাকায়। রাজধানীর পুরানা পল্টন, ফার্মগেট ও মিরপুর ৬ ৭-এর পাতায় দেখুন

তাপপ্রবাহের আওতা আরও বাড়তে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের অধিকাংশ জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহের বিস্তার হতে পারে। তবে সিলেট বিভাগে বৃষ্টির আভাস রয়েছে। গতকাল বুধবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবির জানিয়েছেন, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত সিলেট বিভাগের দুই/এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হবে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এদিকে রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর ও পটুয়াখালী জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। মৌলভীবাজার, রাঙামাটি, চাঁদপুর, বান্দরবান জেলাসহ ঢাকা, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অবশিষ্টাংশের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের

তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা বিস্তার লাভ করতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পাবে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পাবে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বিরাজ করতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। বিরাজমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বাড়বে। শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত সিলেট বিভাগের দুই/এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা ৭-এর পাতায় দেখুন

তিন মামলায় মামুনুল হকের জামিন

স্টাফ রিপোর্টার : নাশকতার তিন মামলায় জামিন পেয়েছেন হেফাজতে ইসলামের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হক। গতকাল বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুবুল হক তার জামিন মঞ্জুর করে আদেশ দেন। এদিন তার পক্ষে জামিন শুনানি করেন আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ। শুনানি শেষে বিচারক এসব মামলায় তার জামিন মঞ্জুর করে আদেশ দেন। মামুনুলের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ জানান, তিনটি মামলার মধ্যে দুটি পল্টন ও একটি মতিঝিল থানার। এর মধ্যে শাপলা চত্বরে হেফাজতের সমাবেশকে ঘিরে সহিংসতার ঘটনায় ২০১৩ সালে একটি মামলা হয়। অপরদিকে ২০২১ সালের নাশকতার অভিযোগে আরও দুটি মামলা হয়।

নবম পে-স্কেলসহ ছয় দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

মো দুলাল আলী গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ বৈষম্যমুক্ত নবম পে-স্কেলের দাবি জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে ১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরিজীবী ফোরামের জেলা নেত্রীবৃন্দ। আজ ২৪ এপ্রিল (বুধবার),চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তারা এ স্মারকলিপি প্রদান করেন। নবম পে-স্কেল ঘোষণা সহ অন্যান্য দাবীতে আন্দোলনরত ১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরিজীবী ফোরাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত সমন্বয়ক মোঃ হেলাল উদ্দিন(এসকে হেলাল) ও মোঃ নাহিদুল হক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। দাবিগুলো হচ্ছে- বৈষম্য মুক্ত ৯ম পে-স্কেল প্রদানের লক্ষ্যে পে- কমিশন গঠন, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি চলমান রাখা, টাইম স্কেল সিলেকশন গ্রেড পুনর্বহাল,এক ও অভিন্ন নিয়োগ বিধি বাস্তবায়ন, শতভাগ পেনশন প্রদানসহ কাজের ধরন অনুযায়ী পদ নাম ও গ্রেড পরিবর্তন। জানা যায়, জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদানের পর তারা বিভিন্ন মন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও সরাসরি স্মারকলিপি প্রদান করবেন, এতেও যদি দাবী আদায় না হয় তাহলে আগামী ৬ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবে একই দাবিতে মানববন্ধন করবে সংগঠনটি, উল্লেখ্য সংগঠনটি গতবছর মহাসমাবেশের ডাক দিয়েও সরকারের বিশেষ অনুরোধে নির্বাচন পূর্ব বিশৃঙ্খলা এড়াতে কর্মসূচি প্রত্?্যাহার করে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে পে-স্কেলের বিষয়টি উল্লেখ থাকায় উক্ত ইশতেহারের বাস্তবায়ন চায় ১১-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারীরা। তাদের বক্তব্য গত ৯ বছরে পে-স্কেল প্রদান করা হয়নি অথচ দ্রব?্যমূল?্যের চরম উর্দ্ধগতির কারনে তাদের সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে! তাই বৈষম্য মুক্ত পে-স্কেল পেতে তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তাদের আশা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের দাবি বাস্তবায়ন হবে।

চট্টগ্রাম বন্দরে রপ্তানি বেড়েছে ৫ শতাংশ

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) ৪ হাজার ৩৫৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ বেশি। বর্তমানে কার্গো হ্যান্ডলিং বেড়েছে এবং রপ্তানি আয়ে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে চট্টগ্রাম বন্দরের ১৩৭তম বর্ষপূর্তির মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে কনটেইনার জাহাজ বহিঃনোঙ্গরে আসার এক থেকে দুই দিনের মধ্যে জেটিতে ভিড়ছে, ক্ষেত্রবিশেষে অন-এ্যারাইভেল জেটিতে ভিড়ছে। চট্টগ্রাম বন্দরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে কন্টেনার হ্যান্ডলিং ২০২২-২০২৩ এর একই সময়ের তুলনায় ৮.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩.২ মিলিয়ন টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে জেনারেল কার্গো হ্যান্ডলিং হয়েছে ৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬শত ৫৯ মেট্রিক টন যা গত অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ বেশি। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে জাহাজ হ্যান্ডলিং হয়েছে ৩ হাজার একটি। তিনি বলেন, বিগত এক বছরে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৩ হাজার বর্গমিটার কনটেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। এ কনটেইনার ইয়ার্ড নির্মাণের ফলে অতিরিক্ত সাত হাজার টিইইউএস কনটেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি আরও তিনটি নতুন কনটেইনার ইয়ার্ড নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে আগত রাসায়নিক পদার্থসমূহকে নিরাপদে সংরক্ষণ ও ছাড়করণের লক্ষ্যে দ্বিতল বিশিষ্ট ৪ হাজার ২৭৫ বর্গমিটার আয়তনের একটি কেমিক্যাল শেড নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া কর্ণফুলী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে নদীর উভয় পাড়ে ২৮৫০ মিটার ব্যাংক প্রটেকশন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর প্রসঙ্গে রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল বলেন, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দরের নবনির্মিত চ্যানেলটি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃক গ্রহণ করার পর গত ১১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। ১৬ মিটার গভীরতা সম্পন্ন চ্যানেলে বয়া এবং নেভিগেশনাল ট্রানজিট স্থাপন করে অদ্যাবধি ১৩৫টি জাহাজ নিরাপদে বার্থিং-আনবার্থিং করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বর্ণদ্বার হিসেবে পরিচিত ৭-এর পাতায় দেখুন

বর্তমানে কার্গো হ্যান্ডলিং বেড়েছে এবং রপ্তানি আয়ে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে

রাবির গ্রীষ্মকালীন ও ঈদ সমন্বিত ছুটি ৯ থেকে ২৭ জুন

রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) গ্রীষ্মাবকাশ ৫ থেকে ৯ মে এবং ১৬ থেকে ২৪ জুন ঈদ-উল-আজহার ছুটি পুর্বনির্ধারিত ছিল। কিন্তু চলমান তাপদাহের কারণে পানি সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা এবং শিক্ষার্থীদের এই সংক্রান্ত নানাবিধ অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ছুটিগুলো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। পুনর্বিন্যাস্ত ছুটি অনুযায়ী, রাবির ক্লাস ও পরীক্ষাগুলো ৯ থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত এবং অফিসগুলো ৯ থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ৩০ জুন থেকে ক্লাস ও পরীক্ষাগুলো যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল বুধবার দুপুরে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রশাসন ভবনের কনফারেন্স কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রার, অনুষদ অধিকর্তা, ইনস্টিটিউট পরিচালকরা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত ২ মে তারিখে ৭-এর পাতায় দেখুন

বেইলি রোডে রেস্টুরেন্টে আগুন : প্রতিবেদনের তারিখ পিছিয়ে ৪ জুন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বেইলি রোডে গ্রিন কোজি কটেজে আগুনে ৪৬ জনের প্রাণহানির ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৪ জুন দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সুলতান সোহাগ উদ্দিন প্রতিবেদন দাখিলের এদিন ধার্য করেন। গতকাল বুধবার এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তবে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রমনা থানার পরিদর্শক আবু আনসারি প্রতিবেদন দাখিল করেননি। তাই বিচারক প্রতিবেদন দাখিলের এদিন ধার্য করেন। গত ১ মার্চ রাতে হত্যাচেষ্টা ও অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগে রমনা থানার এসআই শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে এ মামলা করেন। ওইদিনই ভবনটির নিচতলার চুমুক রেস্টুরেন্টের (ছোট রেস্টুরেন্ট) দুজন মালিক আনোয়ারুল হক, শাকিল আহমেদ রিমন, কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার জয়নুদ্দিন জিসানকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর (ডিএমপি) পুলিশ। পরদিন ভবনের ৭-এর পাতায় দেখুন

ইসরায়েল-ইউক্রেনকে সহায়তা বিল মার্কিন সিনেটে অনুমোদন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন সিনেট ইউক্রেন, ইসরায়েল ও তাইওয়ানের জন্য ৯৫ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন দিয়েছে। গতকাল বুধবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ সংক্রান্ত বিলগুলোতে সই করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। শনিবার মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে পাস হওয়া বিলগুলোতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিনেট অনুমোদন দেয়। এতে ইউক্রেনের জন্য থাকছে ৬১ বিলিয়ন ডলার। পেন্টাগন বলছে, কিছুদিনের মধ্যেই সহায়তা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে সহায়তা পৌঁছানো শুরু হতে পারে। সিনেটে বিদেশি সহায়তা প্যাকেজের চারটি বিল ৭৯-১৮ ভোটে পাস হয়। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মঙ্গলবার রাতে এক বিবৃতিতে বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিবৃতিতে বাইডেন বলেন, এই সহায়তা আমাদের রাষ্ট্রসহ বিশ্বকে আরও নিরাপদ করবে। আমরা আমাদের বন্ধুদের সমর্থন করি, যারা হামাসের মতো সন্ত্রাসী ও পুতিনের (রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন) মতো স্বৈরাচারীর কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করছে। সিনেটে ভোটের প্রতিক্রিয়ায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, এটি গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা এবং মুক্ত বিশ্বের নেতা হিসেবে আমেরিকার ভূমিকাকে শক্তিশালী করে। বাইডেনের সইয়ে বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর ইসরায়েল ও ইউক্রেনকে সামরিক এবং মানবিক সহায়তা দিতে বাইডেন প্রশাসনের সামনে আর কোনো বাধা থাকবে না। ইসরায়েলের জন্য ২৬ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা এবং গাজার জন্য ৯ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারের মানবিক সহায়তা প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত। তাইওয়ানসহ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সহযোগীদের জন্য ৮ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারের সহায়তাও রয়েছে।

ফরিদপুরে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা: পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৪ প্লাটুন বিজিবি

ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুরে মধুখালীতে দুই সহোদর ভাইকে পিটিয়ে হত্যা ও অনেককে আহত করার ঘটনায় উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে। অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছে স্থানীয়রা। এ পরিস্থিতিতে গতকাল বুধবার সকাল ৯টা থেকে চার প্লাটুন বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয় সেখানে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে ফরিদপুর সদরসহ মধুখালী উপজেলার বালিয়াকান্দি পঞ্চপল্লীর কাছে ও বাঘাটে বাজার এলাকায় যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ে টহল পরিচালনা করছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটসহ যৌথ বাহিনীর সঙ্গে বিজিবির টহলের পাশাপাশি গ্রাম পুলিশ অবস্থান করছে। এর আগে সকালে ফরিদপুর-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। এর ফলে ওই এলাকায় তীব্র যানজট তৈরি হয়। পরে দুপুর দেড়টার ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

প্রার্থিতা নিয়ে মন্ত্রী-এমপিদের

উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, এস এম কামাল হোসেন, মির্জা আজম, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন ও সুজিত রায় নন্দীসহ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতারা।

থাইল্যান্ডে শেখ হাসিনা

অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এছাড়া শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানিয়ে ১৯ বার তোপধ্বনি দিয়ে গান স্যালুট দেওয়া হয়। এর আগে সকাল ১০টা ১৩ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি-১৪০৩ ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ব্যাংককের উদ্দেশে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীরা। এ সফরে তিনি থাইল্যান্ডের রাজা-রানি এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএনএসকাপ) অধিবেশনে যোগ দেবেন। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাইল্যান্ডের রাজপ্রাসাদে দেশটির রাজা ভাজিরালংকর্ন ও রানি সুথিদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সেখানে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রেথা থাভিসিনের সঙ্গে একান্ত ও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দুই প্রধানমন্ত্রীর শীর্ষ বৈঠকের পর দুই দেশের মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতা, পর্যটন খাতে সহযোগিতা, শুল্কসংক্রান্ত পারস্পরিক সহযোগিতা-বিষয়ক সমঝোতা স্মারক, সরকারি পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি ও মুক্তবাণিজ্যসংক্রান্ত সম্মতিপত্র সইয়ের কথা আছে। ব্যাংককে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএনএসকাপ) ৮০তম অধিবেশনে যোগ দেবেন।

সুপ্রিম কোর্টে তিন বিচারপতি

জেলা আদালতে আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। পরবর্তী ১৯৮৫ সালের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। তিনি ২০০৩ সালের ২৭ এপ্রিল হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। দুই বছর পরে ২০০৫ সালের ২৭ এপ্রিল স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ পান। বিচারপতি শাহিনুর ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৮৩ সালে মুন্সেফ (সহকারী জজ) হিসেবে ১৯৮৩ সালের ২০ এপ্রিল নিয়োগ পান। পরবর্তীতে ২০০১ সালে জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে পদোন্নতি পান। ২০১০ সালে তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ পান। পরবর্তীতে ২০১২ সালের ২২ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য হন। ২০১৩ সালের ৫ আগস্ট হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান তিনি। দুই বছর পর তিনি স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। ২০১৭ সালের ১১ অক্টোবর বিচারপতি মো. শাহিনুর ইসলাম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তবে চলতি বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি তাকে হাইকোর্টে ফেরত আনা হয়। বিচারপতি কাশেফা হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ ও এমএ এবং এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া ফ্রেঞ্চ ভাষার ওপর ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। বিচারপতি কাশেফা হোসেন ১৯৯৫ সালে জেলা আদালত এবং ২০০৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের ৫ আগস্ট হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। পরবর্তীতে দুই বছর পর স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান।

ভিসা জটিলতায় এবারের হজ

কর্মকর্তা এবং মক্কা হজ মিশনের কিছু কর্মকর্তাদের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণে হজ ব্যবস্থাপনায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে এবারের হজ ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করছেন তারা। গত ১৮ এপ্রিল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ১ শাখা থেকে সৌদি সরকারের একটি চিঠির বরাতে জানানো হয়- আগামী ২৯ এপ্রিল হজ যাত্রীদের ভিসা ইস্যু বন্ধ হয়ে যাবে। ২৯ এপ্রিলের মধ্যে আবশ্যিকভাবে হজযাত্রীদের ভিসা সম্পন্ন করতে হবে। এজেন্সির অবহেলার কারণে হজযাত্রীদের হজে গমন অনিশ্চিত হলে সে এজেন্সীর বিরুদ্ধে হজ ও উমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন ২০২১ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর আগে, গত ১০ ফেব্রুয়ারি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে জানানো হয়, সৌদি সরকারের হজ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের আবাসন, ক্যাটারিং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সকল প্রকার অনলাইন চুক্তি (সার্ভিস কোম্পানি, পরিবহন, ইত্যাদি) সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অথচ এখনো অনেক এজেন্সির ৮০ শতাংশ কার্যক্রম বাকি। এমন অবস্থায় সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ও সব প্রতিবন্ধকতা নিরসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে হজ এজেন্সি মালিকেরা অনুরোধ করেন। এছাড়াও কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেন তারা। সেগুলো হলো- দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল হাজির মিনার জোন নির্ধারণ করে ই হজ সিস্টেম আপডেট করতে হবে। ফাইনাল ফ্লাইট শিডিউল ঘোষণা ও সকল এজেন্সির হজযাত্রী অনুপাতে টিকেট নিশ্চিত করতে হবে। মোয়াজ্জেমদের জন্য বারকোড ভিসার বিষয়টি নিশ্চিত করা। যাদের সৌদি অ্যাকাউন্টে এখনো রিয়াল জমা হয়নি তাদের অ্যাকাউন্টে দ্রুত রিয়াল জমার ব্যবস্থা করা। তারা বলেন, বর্তমানে সৌদি অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে দেড় মাস সময় লাগে। যদি কারো অ্যাকাউন্টে ১ পয়সাও কম থাকে তাহলে তার হজে যাওয়া সম্ভব হবে না। এবং বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন চার্জ একবারে হিসাব করে পাঠানো অনেকটা অসম্ভব। এছাড়া যাদের এখনো মেননজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা হয়নি তাদের জন্য দ্রুত টিকার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও ভিসা ইস্যু কার্যক্রম অন্যান্য বছরের মতো সর্বশেষ ফ্লাইটের এক সপ্তাহ আগ পর্যন্ত চালু রাখার দাবি জানান তারা। আরও বলেন, অতীতে দেখা গেছে অনেকে হজ করতে যাওয়ার ইচ্ছে করলেও সকল প্রস্তুতির পর মারা গেছেন। আবার কেউ মারাত্মক রোগাক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়াও দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে যেতে পারেন না। তাই সেই হজযাত্রীর পরিবর্তে তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যদের যাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতো তাহলে জমাকৃত টাকা গচ্চা যেতো না। বর্তমানে যে অবস্থা আছে তাতে ভিসা ইস্যু এতো আগে বন্ধ হয়ে গেলে অহেতুক প্রচুর টাকা সৌদি আরবে চলে যাবে। এতে দেশের ক্ষতি হবে। যদি বিষয়টি সৌদি সরকারকে বুঝাতে আমরা সক্ষম হই তাহলে আমাদের বিশ্বাস সৌদি সরকার বাস্তবতা বুঝে অবশ্যই বিবেচনা করবেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এইচ এম বরকতুল্লাহ, আল কাবা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের মাওলানা সেলিম হোসাইন আজাদীসহ অনেকেই।

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে ভূমিকা

(ডিপিপি) প্রকল্প সমন্বয়ক জন আলোনসো। স্বাগত বক্তব্য দেন সেফ ইনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড শিপ রিসাইক্লিং ইন বাংলাদেশ (সেন্সরেক ফেজ -৩) প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) সঞ্জয় কুমার ঘোষ। সিনিয়র সচিব বলেন, জাহাজের নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব রিসাইক্লিংয়ের জন্য হংকং আন্তর্জাতিক কনভেনশন বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে আমরা সেন্সরেক প্রজেক্ট ফেজ-৩ থেকে এ সংক্রান্ত আইনি বিষয় এবং আইনগত সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ইয়ার্ডগুলোতে ট্রিটমেন্ট স্টোরেজ এবং ডিসপোজাল ফ্যাসিলিটি (টিএসডিএফ) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহযোগিতার আশা করি। প্রধান অতিথি বলেন, হংকং কনভেনশন জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের সময় যেন মানবস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি সৃষ্টি না করে সেটি নিশ্চিত করে। জাকিয়া সুলতানা বলেন, বাংলাদেশ গত বছরের ১৪ জুন হংকং কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূর্ণ হওয়ার ২৪ মাস পর অর্থাৎ আগামী বছরের ২৬ জুন থেকে এটি কার্যকর হবে। তিনি বলেন, কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ হংকং কনভেনশন অনুসমর্থন ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি করেছে তা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য গর্বের। সিনিয়র শিল্প সচিব বলেন, সচেতনতামূলক এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতা বিনিময়ের মাধ্যমে দায়িত্বশীল শিপ রিসাইক্লিং অনুশীলনে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আরও গভীর ও সমৃদ্ধ করবে। তিনি বলেন, সবার সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা হংকং কনভেনশন প্রতিপালনের পাশাপাশি টেকসই, দায়িত্বশীল ও পরিবেশবান্ধব শিল্প ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করতে পারি। নরওয়ের রাষ্ট্রদূত বলেন, টেকসই ও দায়িত্বশীল শিপ রিসাইক্লিং অনুশীলনে হংকং কনভেনশন ২০০৯ একটি সুদূরপ্রসারী মাইলফলক। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশবান্ধব শিপ রিসাইক্লিং অনুশীলন এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, সব অংশীজনের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রয়াস এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমেই কেবল আমরা এটি নিশ্চিত করতে পারি। কর্মশালায় বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএসবিআরএ), আইএমও, আইএলও, জাইকা, শিল্প মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বুয়েট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টরা অংশ নেন।

বাইরে বের হওয়ার আগে

চলতি সপ্তাহের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড করার সম্ভবনা কম, তবে তাপপ্রবাহ থাকবে। সহসাই তাপপ্রবাহ শেষ হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।' এরই মধ্যে এ মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ৪২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বেড়েই চলেছে তাপমাত্রা আবহাওয়া অফিসের তথ্য বলছে, বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে। গত বছরের ১৭ এপ্রিল ঈশ্বরদীতে রেকর্ড করা হয় ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। ২০২১ সালের এপ্রিলে যশোরে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয় ৪১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০২১ সালের আগে, ২০১৪ সালে চুয়াডাঙ্গায় ৪৩.২ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। এবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২০ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় ৪২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০ এপ্রিল এক সাথে দেশের অনেক জায়গায় ৪০ ডিগ্রি বা তার বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। আবহাওয়াবিদ নাজমুল হক আরও বলেন, অতীতে মে মাসেও বাংলাদেশে তাপপ্রবাহের রেকর্ড আছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে মে মাসেও তাপপ্রবাহের আশঙ্কা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এপ্রিল মাসেও কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টিপাত হয়নি। এপ্রিল মাসের স্বাভাবিক যে বৃষ্টিপাত, আজ পর্যন্ত তার চেয়ে ৮৮ শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। অর্থাৎ মাসের ২৪ দিনে স্বাভাবিকের মাত্র ৩২ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবার মে মাসেও যদি স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম থাকে, তাহলে তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে।

যে কারণে আবহাওয়ার বিরূপ আচরণ এই আবহাওয়াবিদ বলেন, জলবায়ু সহনশীল রাখতে ২৫ শতাংশ বনায়নের বিকল্প নেই। কিন্তু অপরিহার্য হলেও সে অনুযায়ী বনায়ন নেই। আবার পরিবেশের কথা উপেক্ষা করেই বর্তমানে আমাদের রাস্তা-ঘাট তৈরি হচ্ছে। যেমন পিচের রাস্তা করলে সেখানে পর্যাপ্ত গাছপালা থাকা দরকার। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এ ছাড়াও আমরা নগরায়ন ঠিকই করছি, কিন্তু সবুজায়ন করছি না। তিনি আরও বলেন, এরপর দেশের যানবাহনগুলোর কালো ধোঁয়াও দেশের আবহাওয়া পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পেছনে দায়ী। গাড়ির কালো ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলে মিশে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর সাথে শিল্পোন্নত দেশগুলো অধিক পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ করে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণের ফলে আমাদের দেশের জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব পড়ছে। এইসব কারণে আবহাওয়া পরিস্থিতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের নানামুখী প্রভাব পড়ছে। এসব কারণেই আবহাওয়ার বিরূপ আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলেও মনে করেন তিনি। বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে উন্নত দেশগুলো বৈশ্বিক জলবায়ুর এই পরিবর্তনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে বরাবরই উন্নত দেশগুলোকেই এর জন্য দায়ী করা হলেও কোনোকিছুতেই কর্ণপাত করে না শিল্পোন্নত দেশগুলো। প্রতিনিয়তই ইউরোপ-আমেরিকা বা চীনের মতো শিল্পোন্নত দেশগুলো প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করে ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে পৃথিবীকে। মানবসৃষ্ট প্রাকৃতিক এই দুর্যোগের সমস্যা সমাধানের উপায় থাকলেও সমন্বিত উদ্যোগ নেয় না কেউই। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় থাকা দেশের মধ্যে একটি বাংলাদেশ। কিন্তু তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার দিক থেকে বাংলাদেশের খুব বেশি কিছু করার নেই। কারণ সমস্যাটা বৈশ্বিক। সেটার সমাধানের জন্য উন্নত দেশগুলোর দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে বাংলাদেশকে। যুক্তরাষ্ট্র, চীনের মতো দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ না কমালে, পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের মূল আঘাত যাচ্ছে এশিয়ার ওপর দিয়ে জাতিসংঘের বৈশ্বিক আবহাওয়া ও জলবায়ু নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থা ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউএমও) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এশিয়া মহাদেশভুক্ত দেশগুলো। ডব্লিউএমও'র মতে, অন্যান্য মহাদেশের চেয়ে এশিয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব পড়ছে বেশি। এ কারণে এই মহাদেশের তাপমাত্রাও বাড়ছে। ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে এশিয়ার গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ১ দশমিক ৮৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এমনকি ২০২০ সালের তুলনায় গত বছর এশিয়ার গড় তাপমাত্রা ছিল দশমিক ৯১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং সামুদ্রিক বরফগুলোতে টানা ও দীর্ঘ তাপপ্রবাহে এক দিকে এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের হিমবাহগুলো গলে যাচ্ছে, অন্য দিকে জলাশয়গুলো শুকিয়ে যাচ্ছে যা অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের পানির নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ব্যাপক সংকট সৃষ্টি করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ডব্লিউএমও'র প্রতিবেদনে। ডব্লিউএমও'র শীর্ষ নির্বাহী সেলেস্টে সাউলো এক বিবৃতিতে বলেন, 'এশিয়ার অধিকাংশ দেশের ইতিহাসে ২০২৩ সাল ছিল উষ্ণতম বছর। বিশ্বে খরা, তাপপ্রবাহ, বন্যা ও ঝড়ের মতো যত বিপর্যয় ঘটেছে, সেসবের অধিকাংশই ঘটেছে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। জলবায়ু পরিবর্তনের গভীর প্রভাব ইতোমধ্যে জনজীবন ও পরিবেশের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতিতেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি, হিমবাহ গলে যাওয়া এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রভাব আরও ব্যাপক হবে।'

ডব্লিউএমও'র তথ্য অনুযায়ী, তাপমাত্রা বাড়ছে সাইবেরিয়া থেকে মধ্য এশিয়া, পূর্ব চীন থেকে জাপান পর্যন্ত। জাপানের ইতিহাসে উষ্ণতম বছর ছিল ২০২৩ সাল। একই সঙ্গে এ সময় প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ এশীয় অংশের তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ।

র‌্যাবের ১২তম মুখপাত্র হলেন

সালের ২৫ মার্চ র‌্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক হন। জানা গেছে, কমান্ডার আরাফাত ইসলাম বর্তমানে র‌্যাব-১৩-এর অধিনায়ক (সিও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গত বছরের জানুয়ারিতে তিনি ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব পান। ২০২২ সালে তিনি প্রেষণে র‌্যাবে আসেন। নৌবাহিনীর এই কর্মকর্তা ১৯৯৫ সালে বাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে কমিশন লাভ করেন। পেশাগত জীবনে আরাফাত ইসলাম নেভিগেশন অ্যান্ড ডিরেকশনের ওপর স্পেশালাইজেশন সম্পন্ন করেন। এছাড়া তিনি আবহাওয়াবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি নৌবাহিনীর পাশাপাশি র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব), কোস্টগার্ডসহ বিভিন্ন বাহিনীতে চাকরির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে লেবানন এবং সাউথ সুদানে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি নৌবাহিনীর প্রধানের প্রশংসা, ফোর্স কমান্ডার'স কমেন্ডেশনসহ নৌ উৎকর্ষতা পদক (এনইউপি) এবং প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড মেডেল (পিসিজিএম) এ ভূষিত হন। তাছাড়া পৃথিবীর ৫টি মহাদেশের প্রায় ৩৪টি দেশ ভ্রমণ করেছেন।

এস কে সিনহা ও তার ভাইয়ের

মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তবে মামলার তদন্ত সংস্থা দুদক প্রতিবেদন দাখিল না করায় প্রতিবেদন দাখিলের নতুন এদিন ঠিক করেন আদালত। ২০২১ সালের ১০ অক্টোবর দুদকের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে (ঢাকা-১) মামলাটি করেন। মামলায় ৭ কোটি ১৪ লাখ ৫ হাজার ৮৬৫ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়। মামলা সূত্রে জানা গেছে, ভাইয়ের নামে অবৈধভাবে বরাদ্দ নেওয়া পূর্বাচলের প্লটটি ক্ষমতার এস কে সিনহা প্রভাব খাটিয়ে পূর্বাচলে উত্তরের সেক্টর-৪ এ স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে রাজউক থেকে অনুমোদনও করান। আর প্লটের যাবতীয় অর্থ মোট ৭৫ লাখ টাকা নিজেই পরিশোধ করেন।

পরে ওই প্লটে নতুন ভবন নির্মাণ করেন। দুদকের অনুসন্ধানকালে প্রকৌশলীর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, উত্তরা আবাসিক এলাকায় ভবনের নির্মাণে ব্যয় হয় ৬ কোটি ৩১ লাখ ৫ হাজার ৮৬৫ টাকা। এছাড়া প্লটের মূল্য হিসেবে রাজউককে পরিশোধ করা হয় ৭৫ লাখ টাকা। মামলার এজাহারে বলা হয়, এস কে সিনহা ক্ষমতার অপব্যবহার ভাই ও নিজের আত্মীয়ের নামে-বেনামে সম্পদ অর্জন করেছেন, যার কোনো বৈধ উৎস নেই বা তার জ্ঞাত-আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ৯ নভেম্বর চার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের মামলায় পৃথক দুই ধারায় এস কে সিনহাকে ১১ বছর কারাদণ্ড দেন ঢাকার একটি আদালত।

এসএসসিতে থাকছে ৫০ শতাংশ

কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছে, মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যোগ্যতা ও কার্যক্রমভিত্তিক মূল্যায়নের পাশাপাশি লিখিত (পরীক্ষা) মূল্যায়ন রাখা যেতে পারে। আন্তঃসম্পর্ক বজায় রেখে লিখিত মূল্যায়নের ওয়েটেজ ৫০ শতাংশ ও কার্যক্রমভিত্তিক মূল্যায়নের ওয়েটেজ ৫০ শতাংশ রাখার কথা বলা হয়েছে। স্কুলভিত্তিক ষান্মাসিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন এবং পাবলিক মূল্যায়নে একই পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। পরীক্ষার সময় ঠিক কত ঘণ্টা হবে, সে বিষয়ে সুপারিশ অংশে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কমিটির একাধিক সদস্য জানিয়েছেন, লিখিত ও কার্যক্রমভিত্তিক মূল্যায়ন মিলিয়ে মোট সময় হবে পাঁচ ঘণ্টা। এরমধ্যে লিখিত অংশের সময় কত ও কার্যক্রমভিত্তিক অংশের জন্য সময় কত হবে, তা বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহীম গণমাধ্যমকে বলেন, নতুন কারিকুলামে পাবলিক পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতির বিষয়ে কিছু সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতিবেদনটি শিগগির চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হবে।

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমান শিক্ষাক্রম অনুযায়ী মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষা তিন ঘণ্টার হলেও আগামী বছর থেকে পরিবর্তন আসছে এ ধারায়। ২০২৫ সালে এ পরীক্ষা হবে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী। এতে মোট ১০টি বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে। প্রতিটি বিষয়ের মূল্যায়ন হবে পাঁচ ঘণ্টায়। দীর্ঘ এ সময়টা পরীক্ষার হলেই অবস্থান করতে হবে পরীক্ষার্থীদের। অবশ্য মাঝে বিরতি পাবেন তারা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) তৈরি করা '২০২৫ এর দশম শ্রেণি শেষে পাবলিক মূল্যায়ন পরীক্ষা' সংক্রান্ত প্রতিবেদনে থেকে এসব তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনটি এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটির কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। ওই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক মো. মশিউজ্জামান। জানা গেছে, আগামী বছর দশম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা মোট ১০টি বিষয় পড়বে। বিষয়গুলো হলো বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি, জীবন ও জীবিকা, ধর্মশিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি। এ পাঠ্যসূচির ওপরই অনুষ্ঠিত হবে এসএসসি পরীক্ষা। বিষয়ের চাহিদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রকল্পভিত্তিক কাজ, সমস্যা সমাধান, অ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে পরীক্ষার্থীদের। মূল্যায়নে অনুসন্ধান, প্রদর্শন, মডেল তৈরি, উপস্থাপন, পরীক্ষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ও থাকবে। এনসিটিবি সূত্র জানিয়েছে, লিখিত মূল্যায়নে ৫০ শতাংশ ওয়েটেজ থাকবে। আর বাকি ৫০ শতাংশ ওয়েটেজ থাকবে কার্যক্রমভিত্তিক মূল্যায়নে। পরীক্ষার মান ও মূল্যায়নের নিরপেক্ষতা যাতে বজায় রাখা যায়, সে জন্য লিখিত মূল্যায়নে বর্তমান পাবলিক পরীক্ষার মতো খাতা ব্যবহার করা হবে। আর পরীক্ষা শেষে একযোগে ফল প্রকাশ করবে শিক্ষা বোর্ডগুলো। এদিকে নতুন শিক্ষাক্রমে এসএসসি পরীক্ষার নাম পরিবর্তন হচ্ছে না বলে নিশ্চিত করেছেন শিক্ষা বোর্ডগুলোর সমন্বয় কমিটির প্রধান ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তপন কুমার সরকার। এছাড়া নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণের সার্বিক আয়োজনের জন্য বিষয়ভিত্তিক ৬০০ শিক্ষকের সমন্বয়ে রিসোর্সপুল গঠন করার পরিকল্পনা রয়েছে এনসিটিবির। সূত্র বলছে, রিসোর্সপুলকে প্রথমে বোর্ডের আয়োজনে এনসিটিবির বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে সাতদিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আর ১১টি শিক্ষা বোর্ডের প্রতিটির জন্য প্রতি বিষয়ে চারজন করে মোট ৪৪ জন শিক্ষককে চূড়ান্ত করা হবে। উল্লেখ্য, নতুন শিক্ষাক্রম গত বছর প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে বাস্তবায়ন করা হয়। আর চলতি বছর বাস্তবায়ন করা হয় দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে। এরপর ২০২৫ সালে পঞ্চম ও দশম শ্রেণিতে, ২০২৬ সালে একাদশ এবং ২০২৭ সালে দ্বাদশ শ্রেণিতে এই শিক্ষাক্রম চালু হবে।

গরমে পানির সংকট রাজধানীতে

ব্লক ও নন্দীপাড়া; অঞ্চল-৭ এর রসুলপুর, পাগলা, শাহী মহল্লা, নুরবাগ, আদর্শনগর, নামা শ্যামপুর, নিশ্চিন্তপুর, দেলপাড়া, শান্তিধারা ও দৌলতপুর এবং অঞ্চল-১০ এর ইব্রাহিমপুর, পূর্ব শেওড়াপাড়া, মিরপুর ১১ এর মদিনা নগর, বাইগারটেক, মাটিকাটা এবং উত্তরা ১৫, ১৬, ১৭ নম্বর সেক্টরে পানির সমস্যা রয়েছে। এদিকে ঢাকা ওয়াসার দাবি, সার্বিকভাবে পানি সরবরাহে ঘাটতি নেই। তবে এলাকাভিত্তিক কিছু জায়গায় সাময়িক সমস্যা রয়েছে। মূলত ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, অতিরিক্ত গরমে চাহিদা বেড়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনের তুলনায় গভীর নলকূপ কম থাকায় সমস্যা হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা ওয়াসার একজন প্রকৌশলী জানিয়েছেন, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় কিছু জায়গায় গভীর নলকূপ থেকে পানি উত্তোলন কমেছে। গরমে পানির চাহিদা বেড়ে যাওয়া এবং কয়েকটি এলাকায় চাহিদার তুলনায় গভীর নলকূপ কম থাকায় সমস্যা হচ্ছে। প্রতিবছরই এপ্রিল-মে মাসে রাজধানীতে পানির সংকট বেশি হয়। পানির সংকটের বিষয়ে গুলশানের বাসিন্দা অ্যাডভোকেট শাহজাহান বলেন, গুলশানের মতো এলাকায় কয়েক দিন ধরে পানির সংকট চলছে। বিশেষ করে উত্তর গুলশান এলাকার মানুষ বেশি কষ্টে আছেন। এখানকার কমিটির লোকজনের সঙ্গে একাধিকবার ওয়াসার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। উত্তর গুলশান অংশে একটি পানির পাম্প বসানো জরুরি। ওয়াসাকে পাম্প বসানোর জায়গা কীভাবে দেওয়া যায় এখন সেই আলোচনা চলছে। নন্দীপাড়ার ত্রিমোহনী এলাকায় তিনটি পানির পাম্প থাকলেও দুটি থেকে আসে ময়লা পানি। ভরসা কেবল একটিই। তাই এর সামনে পানি সংগ্রহে প্রতিনিয়ত চলে যুদ্ধ। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, এখানকার অনেকে ভুলতে বসেছেন পানির আসল রঙ কিংবা স্বাদ। তীব্র পানি সংকট আর সুপেয় পানির অভাবে একদিকে যেমন বাড়ছে রোগবালাই, সেই সঙ্গে বাড়ছে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে পানি সংগ্রহের ভোগান্তি। এই এলাকায় নল থেকে পড়া পানি দেখে বোঝা দায় পানি না অন্য কিছু। এই ময়লা পানি যেমন খাওয়ার অনুপোযোগী, তেমনি রান্নার কাজেও ব্যবহার করা যায় না। এমনকি খেলেই হয় নানা রোগ। বারবার অভিযোগেও মেলেনি কোনও সমাধান। ভুক্তভোগীরা বলছেন, গত এক সপ্তাহ ধরে পানির তীব্র সংকট। বারবার অভিযোগ করেও লাভ হচ্ছে না। অফিস থেকে বলছে কাজ চলছে, কাজ শেষ হলে পানির আর সমস্যা থাকবে না। কিন্তু কবে নাগাদ কাজ শেষ হবে সে বিষয়ে কিছু বলছে না। রাজধানীর নন্দীপাড়ার পানির সমস্যা সমাধানের বিষয়ে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ জানায়, দুই বা তিন সপ্তাহের মধ্যে পানির ভোগান্তি কমবে এই এলাকার মানুষের। ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইমরানুল ইসলাম বলেন, এখানে আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট বসানোর কাজ চলছে। কবে নাগাদ এই কাজ শেষ হবে তা আমি সঠিক বলতে পারছি না। সেটা প্ল্যান্ট বসানোর লোকজন বলতে পারবেন। আপনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ঢাকা ওয়াসা দাবি করেছে, ঢাকায় পানির যে চাহিদা, উৎপাদন তার চেয়ে বেশি। তবে আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে কিছু জায়গায় পানির সমস্যা হচ্ছে। ওয়াসার তথ্যানুযায়ী, সব এলাকায় 'রেশনিং' করার ব্যবস্থা না থাকায় কিছু জায়গায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এক এলাকায় পানির সংকট দেখা দিলে বা গভীর নলকূপ নষ্ট হলে আশপাশের এলাকা থেকে পানি এনে চাহিদা মেটানো হয়। একে 'রেশনিং' বলা হয়। ওয়াসার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও এলাকায় পানির সমস্যা হলে ঢাকা ওয়াসার হটলাইন নম্বরে (১৬১৬২) যোগাযোগ করতে হবে।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার পানির সমস্যা ও এর প্রতিকারের উপায় নিয়ে কথা বলার জন্য ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী. তাকসিম এ খানকে মুঠোফোন কল দিলে তিনি কল কেটে দেন এবং ক্ষুদে বার্তা পাঠিয়ে বলেন 'দুঃখিত, আমি এখন কথা বলতে পারবো না'। এছাড়াও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম সহিদ উদ্দিন সহ বেশকয়েক প্রকৌশলীকে মুঠোফোন কল দিয়েও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ঢাকা ওয়াসা সূত্রে জানা যায়, তারা বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। উল্লেখ্য, রমজান শুরুর আগে থেকেই রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকায় পানির সংকট দেখা দেয়। এর মধ্যে মালিবাগ, গুলবাগ, শেওড়াপাড়া, লালবাগ, রায়েরবাগ উল্লেখযোগ্য। রমজানে এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ বলে, রাজধানীতে কোথাও পানির সংকট নেই। এলাকাভিত্তিক সাময়িক সমস্যা হতে পারে। সেটাও এক-দুই দিনের মধ্যে সমাধান হয়ে যায়। এসব অভিযোগ আজগুবি।

তাপপ্রবাহের মধ্যে উচ্চ স্বাস্থ্য

তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে সারা দিন তারা যেন প্রচুর পানি পান করে, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসা: যদি কোনো শিশু বা অন্তঃসত্ত্বা নারীর মধ্যে 'হিট স্ট্রেস' বা তাপমাত্রাজনিত সমস্যার উপসর্গ দেখা দেয় (যেমন, মাথা ঘোরা, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, বমি বমি ভাব, হালকা জ্বর, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, মাংসপেশিতে টান, ডায়াপার পরার জায়গাগুলোতে ফুসকুড়ি) তাহলে তাকে একটি ঠান্ডা জায়গায় নিয়ে যান যেখানে ছায়া এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের সুযোগ আছে। এরপর ভেজা তোয়ালে দিয়ে তার শরীর মুছিয়ে দিন বা গায়ে ঠান্ডা পানি দিন। তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি বা খাবার স্যালাইন (ওআরএস) পান করতে দিন। তবে হিট স্ট্রেসের (তাপমাত্রাজনিত অসুস্থতার) উপসর্গ তীব্র হলে (যেমন কোনোকিছুতে সাড়া না দিলে, অচেতন হয়ে পড়লে, তীব্র জ্বর, হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলে, খিঁচুনি দেখা দিলে এবং অচেতন হয়ে পড়লে) সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিতে হবে। আপনার প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখুন: তাপপ্রবাহ চলাকালে অসহায় পরিবার, প্রতিবন্ধী শিশু, অন্তঃসত্ত্বা নারী ও প্রবীণ ব্যক্তিরাই সবার আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন, এমনকি মৃত্যুর উচ্চ ঝুঁকিতেও তারাই বেশি থাকেন। আপনার প্রতিবেশী, বিশেষ করে যারা একা থাকেন, তাদের খোঁজ নিন ও খেয়াল রাখুন।

গোপালগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণ

জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। পরে সেখানে তাদের শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। আহত মাসুদ শেখের ভাবি ফরিদা বেগম বলেন, আমরা ঘরে রা?তের খাবার খাচ্ছিলাম। এ সময় লোডশেডিং চলছিল। তখন বিকট শব্দ শুনে ঘর থেকে দৌড়ে বের হই। এসে দেখি মাসুদ ও তার ছেলে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ওপর পড়ে আছে। পাশে তার মোটরসাইকেল পড়ে আছে। মোটরসাইকেল থেকেও আগুনের ধোঁয়া বের হচ্ছিল। ঘরের দরজায় বড় ছিদ্র হয়েছে। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই। গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. গাজী মো. আশিকুজ্জামান বলেন, রাত সাড়ে ৯টার দিকে জরুরি বিভাগে মাসুদ শেখ ও তার ছেলে আব্দুল রাশেদকে নিয়ে আসে। মাসুদ শেখের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়েছে। বাম পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে এবং হাড় ভেঙে গেছে। পেটে বড় ইনজুরি রয়েছে। আমাদের ধারণা তার পেটের মধ্যে কিছু রয়েছে, অল্প সময়ের মধ্যে তাকে অপারেশন করিয়ে পেট থেকে সেটা বের করতে হবে। তিনি আরও বলেন, মাসুদের শরীরের ৩০ শতাংশ ও ছেলের শরীর ২৭ শতাংশ পুড়ে গেছে। মাসুদের অবস্থা আশংকাজনক। তবে ছেলে আব্দুল রাশেদ শংকামুক্ত। তাদের দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি মোহাম্মদ আনিচুর রহমান বলেন, মাসুদ শেখ তার ছেলেকে নিয়ে রাতে বাড়িতে ফিরছিলেন। এ সময় কে বা কারা বিস্ফোরক দ্রব্য নিক্ষেপ করে। এতে বাবা-ছেলে আহত হন। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লুৎফুল কবির চন্দনসহ আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এছাড়া গোপালগঞ্জ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন টিম কাজ করছে। তদন্ত শেষে প্রকৃত কারণ জানা যাবে ব?লে জানান পু?লিশের এ কর্মকর্তা।

রাজবাড়ীতে হিট স্ট্রোকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে হিট স্ট্রোকে মো. নুর ইসলাম (৭৫) নামে এক প্রবীণ শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মো. নুর ইসলামের বাড়ি গোয়ালন্দ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে। মৃতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৭৫ বছরের বৃদ্ধ নুর ইসলাম স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে প্রচণ্ড গরমে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নিজ বাড়ির আঙিনায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরিবারের লোকজন দ্রুত তার মাথায় পানি ঢালেন। পরে মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় তাকে গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যে সকাল ১১টার দিকে নূর ইসলাম মাস্টার মারা যান। ওই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মো. রোকনুজ্জামান জানান, হিট স্ট্রোকের কারণে অবসরপ্রাপ্ত ওই শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে।

চুয়েটের ২ শিক্ষার্থীকে চাপা দেওয়া সেই বাসচালক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) দুই শিক্ষার্থীকে চাপা দেওয়া শাহ আমানত বাসের চালক মো. তাজুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে নগরের কোতোয়ালী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মো. তাজুল ইসলাম (৪৯), রাউজান থানার চিকদাইর এলাকার করম আলী হাজীর বাড়ির আবদুল খলিলের ছেলে। চট্টগ্রাম জেলা অতিরিক্ত পুলিশের সুপার (ডিএসবি) আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আরিফ হোসেন বলেন, নগরের কোতোয়ালী এলাকা থেকে চুয়েটের দুই শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় জড়িত বাসচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে নগরের দুই নম্বর গেইট চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয় থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর আগে গত ২২ এপ্রিল বিকেলে সাড়ে ৩টার দিকে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের জিয়ানগর এলাকায় শাহ আমানত পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় চুয়েটের দুই শিক্ষার্থী নিহত হন। এ দুর্ঘটনায় আরও এক শিক্ষার্থী আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

লালমনিরহাটে ট্রেনের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার খানপাড়া হরিসভা বাজার এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় মমতা বেগম (৪০) নামে এক প্রতিবন্ধী নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরের দিকে লালমনিরহাট-বুড়িমারী রেলরুটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মমতা ওই এলাকার ধবলসুতি গ্রামের মৃত বদির উদ্দিনের মেয়ে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শ্রবন ও মানসিক প্রতিবন্ধী মমতা বেগম রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ সময় পার্বতীপুর থেকে ছেড়ে আসা বুড়িমারীগামী একটি লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পাটগ্রাম থানা ওসি আবু সাঈদ চৌধুরী জানান, ট্রেনে কাটা পড়ে মমতা বেগম নামে একজনের মৃত্যু খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। রেলওয়ে থানাকে খবর দেওয়া হয়েছে।

খুলনার কয়রায় বালু উত্তোলন

স্টাফ রিপোর্টার : স্যালো বা ড্রেজার মেশিন দিয়ে খুলনার কয়রা উপজেলার কপোতাক্ষ নদ ও সুন্দরবন অভ্যন্তরের নদী থেকে লাগাতার বালু তুলে চলেছেন স্থানীয় বালু ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি বিভিন্ন নদী, খাল থেকে বালু উত্তোলন করে বহাল তবিয়তে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে আসছে। সেই বালু আরেক স্থানে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে সরবরাহ করছেন তারা। এতে নদী তীরবর্তী বাঁধ ও সুন্দরবনে ভাঙনের ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়া সড়ক নির্মাণ কাজে বালু সরবরাহ করতে এলাকার ফসলি জমি ও খাল থেকেও তোলা হচ্ছে বালু। ফসলি জমিতে পানি নেই সেজন্য বাইরে খাল থেকে পানি এনে গর্ত করে সেখানে ড্রেজার লাগিয়ে সেখান থেকেও তোলা হচ্ছে এই বালি। প্রশাসনের চোখের সামনে দীর্ঘদিন যাবৎ দেদারচ্ছে অবৈধ এমন কর্মযজ্ঞ চললেও বন্ধের কোনো উদ্যোগ নেই। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কোথাও বার্জ থেকে বালু নামানো চলছে, আবার কোথাও ড্রেজার দিয়ে বালু তুলছেন। হরিহরপুর এলাকায় দেখা যায় ড্রেজার দিয়ে সুন্দরবন সংলগ্ন শাকবাড়িয়া নদীর মাঝ থেকে বালু তুলছেন শ্রমিকরা। এর একটু দূরে সুন্দরবনের শাকবাড়িয়া বন টহল ফাড়ি। সেখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে বীণাপানি এলাকায় বার্জ থেকে পাইপের মাধ্যমে বাঁধের ঢালে বালু ফেলছিলেন শ্রমিকরা। তারা জানিয়েছেন, রাতের বেলা পাশ্ববর্তী সুন্দরবনের খাসিটানা এলাকার নদী থেকে ড্রেজারের মাধ্যমে বালু তোলা হয়েছে। এছাড়া চরামুখা এলাকায় কপোতাক্ষ নদ থেকে ড্রেজারের মাধ্যমে বালু তুলে পাশ্ববর্তী বাঁধের কাজে সরবরাহ করা হচ্ছে। বাঁধের কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরতরা জানিয়েছেন, ঝুঁকিপূর্ণ স্থান থেকে ডেজার মালিকদের বালু না তোলার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। সেখানকার দায়িত্বরত পাউবোর উপসহকারী প্রকৌশলী বালু তোলার বিষয়টি বন্ধের জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও বনবিভাগকে অবহিত করেছেন বলে জানিয়েছেন। বনবিভাগের খাসিটানা টহল ফাঁড়ির ওসি মুনিরুল ইসলাম বলেন, রোজার সময় কয়েকজন ড্রেজার মালিক বালু তুলছিলেন। তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এদিকে উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের জয়পুর থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজের জন্য ফসলি জমি থেকে ড্রেজার দিয়ে দিন-রাত বালু তোলা হচ্ছে। বালু তোলার কাজে নিয়োজিত ড্রেজার মালিকরা জানিয়েছেন তারা স্থানীয় তরিকুল ও ফিরোজ নামের দুই ব্যাক্তির হয়ে কাজ করছেন। এ কাজের জন্য প্রশাসনকে ম্যানেজ করতে প্রতি ফুট বালুর জন্য ৫০ পয়সা হারে কেটে রাখা হচ্ছে। জানা গেছে, তরিকুল ইসলাম দীর্ঘ দিন ধরে ড্রেজার দিয়ে এ বালি তোলার ব্যবসা করছেন। এমনকি সব সময় তার ২ থেকে ৩ টা ড্রেজার বিভিন্ন জায়গায় বালি তোলার কাজ করে। ইয়াসিন মোল্লা নামে একজন ড্রেজার মালিক জানিয়েছেন, তরিকুল ও ফিরোজ নামে দুই ব্যাক্তি তিনিসহ আরও চারটি ড্রেজার ভাড়া করেছেন। তাদেরকে প্রতি ফুট বালু তোলার জন্য ৪ টাকা করে দেওয়া হয়। এর থেকে প্রতি ফুটে ৫০ পয়সা করে কেটে রাখা হচ্ছে প্রশাসনকে ম্যানেজ করার কথা বলে। স্থানীয় বাসিন্দারা গ্রাম্য ডাক্তার লিয়াকাত হোসেন জানান, প্রথমে সড়কের পাশের খাল থেকে বালু তোলা হয়। এতে খালের দুই পাশে ধসে যাওয়ায় গ্রামমবাসীর আপত্তির মুখে বন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রশাসনের ভয় দেখিয়ে স্থানীয় মানুষের ফসলি জমি থেকে বালু তোলা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, গত মঙ্গলবার বার আমার বাড়ির নিচে আমার জমিতে মেশিন বসাচ্ছিল আমি বাঁধা দিলে পরে একটু সরিয়ে মেশিন বসালেও সেখানে আমার জমির মধ্যে পড়ে। সেখানেও বাঁধা দিলে তারা যার জমিতে বসিয়েছে তাকে ডেকে এনে আমাকে অনেক গালিগালাজ করে এমনকি বলে আমার জায়গা থেকে ওরা বালি তুলবে তাতে তোমাদের ক্ষতি হলে আমার কিছু করার নেই। আমাদের অনুমিত আছে। কিন্তু এভাবে বালি তুললে আমার ঘেরের ক্ষতি হবে এমনকি আমার ভিটা ঘরবাড়ি হুমকির মুখে পড়বে। সরকারি সড়কের কাজ সে জন্য প্রশাসনের ভয়ে কেউ বাধা দিচ্ছেন না। এদিকে আরেক জন বাসিন্দা ওসমান গণি বলেন, এভাবে ফসলি জমি থেকে গর্ত করে বালি তুললে ফসলি জমিতে ফসল কম হবে এবং বাড়িঘর ও বসতভিটার ক্ষতি হচ্ছে। এতে পরিবেশের ভারসাম্যও মারাত্মক হুমকির সম্মুখিন হয়ে পড়ছে। এজন্য সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি রোধ করতে এভাবে বালি তোলা বন্ধ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেকজন ড্রেজার মালিক জানিয়েছেন, ঠিকাদারের সাথে প্রতি ফুট বালু ৮ টাকা চুক্তি করে তাদের সাড়ে ৪ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। বাকি টাকা প্রশাসনসহ অন্যান্যদের ম্যানেজ করার কথা বলে কেটে রাখা হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমি দুই দিনে ১০ হাজার ৩শ ফুট বালু তুলেছি। আমার কাছ থেকে নগদ ৫ হাজার ১৫০ টাকা নেওয়া হয়েছে। বালু তোলার দায়িত্বে থাকা ফিরোজ বলেন, আমার দায়িত্বে একটা দুইটা ড্রেজার সেখানে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রশাসনের নামে কারো কাছ থেকে টাকা কেটে রাখা হচ্ছে না। অন্য কেউ করছে কি না জানা নেই। ড্রেজার মালিক ও জমির মালিককে দেওয়ার পর আমাদের যে এক দুই টাকা থাকবে তা থেকে প্রশাসনকে দেওয়া হবে। তিনি বলেন আমি কাজ শুরু করার আগে অন্যরা কাজ করেছে তখন একবার এসিল্যান্ড স্যার এসে বন্ধ করে দিয়েছিল পরে আবার যে কোনো ভাবে কাজ শুরু হয়। তখন আমি শুরু করি। বালু তোলার দায়িত্বে থাকা তরিকুল ইসলামের সঙ্গে কথা হলে বলেন, আমরা সকলের সাথে কথা বলে বালি তুলছি। কাজ শেষ হওয়ার আগে সকলের সাথে দেখা করব। কয়রা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) বি এম তারিক উজ জামান বলেন, আমার কাছে অভিযোগ আসছিল বালি তোলার খবর পেয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। যদি আবার চলে তাহলে তখনই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চট্টগ্রামে ২২ বছর পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও থানার ১০ বছরের শিশু ধর্ষণ মামলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিমো. আফছারকে দীর্ঘ ২২ বছর পর নগরের সিএনবি মোড় থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব-৭। র‌্যাব-৭ জানায়, নগরের চান্দগাঁও থানার কাশেম কলোনিতে ২০০২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ভিকটিম তার অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে বাসার সামনে খেলাধুলা করছিল। এমন সময় ভিকটিমের বাসার পূর্ব দিকের খালে আফছার নামের এক ব্যক্তি নৌকা নিয়ে আসে। ভিকটিমের সহপাঠীরা নৌকায় উঠলে নৌকার মাঝি আফছার ভিকটিমসহ তাদের নৌকায় করে বেড়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে নদীতে নিয়ে যায়। কিছু দূর যাওয়ার পর আফছার নৌকা থেকে ভিকটিমের সঙ্গে থাকা সহপাঠীদের কৌশলে নদীর পাড়ে রেখে ভিকটিমকে নদীর পার্শ্ববর্তী নির্জন স্থানে নিয়ে ধর্ষণ করে। ভিকটিমের পরিবার কান্নাকাটির কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভিকটিম ধর্ষণের বিস্তারিত ঘটনা পরিবারকে জানায়। এই ঘটনায় ভিকটিমের মা বাদী হয়ে নগরের চাদগাঁও থানায় মো. আফছারকে আসামি করে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। আদালত বিচার কার্যক্রম শেষে আসামি মো. আফছারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ১ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। র‌্যাব-৭ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো. নুরুল আবছার জানান, ধর্ষণ মামলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মো. আফছার গ্রেপ্তার এড়াতে নগরের চান্দগাঁও থানার সিএনবি মোড় এলাকায় আত্মগোপন করে আছে। গোপন সূত্রে এমন খবরে গত মঙ্গলবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে মো. আফছারকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে আসছিল বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নগরের চান্দগাঁও থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন হাজতির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) বন্দি আসাদুজ্জামান সোহেল (৩৮) নামের এক হাজতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন। গতকাল বুধবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দিকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। তিনি জানান, ওই হাজতি কারাগারের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে কারা চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে ঢাকা ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে তিনি মারা যান। আসাদুজ্জামান সোহেলের বাড়ি খিলক্ষেতের ব্যাপারী-পাড়ায়। তিনি খিলক্ষেত থানার প্রতারণা মামলার আসামি ছিলেন।

নির্মাণাধীন ভবনে এডিসের লার্ভা

বড় ধরনের একটি আখড়ায় পরিণত হয়ে থাকে। তিনি বলেন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে রিহ্যাবের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। যারা এ কাজে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে এবার আমরা কঠোর থেকে কঠোরতর ব্যবস্থা নেব। এডিস মশার লার্ভা পেলে এবার শুধু জরিমানা নয়, প্রয়োজনে নির্মাণকাজই বন্ধ করে দেওয়া হবে। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান, সচিব আকরামুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আশিকুর রহমান, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মধ্যে অঞ্চল-১-এর মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, অঞ্চল-২-এর সুয়ে মেন জো, অঞ্চল-৫-এর মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন সরকার, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা কায়জার মোহাম্মদ ফারাবী, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাসিম আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. খায়রুল বাকের ও রাজীব খাদেম, নির্বাহী প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম জয় প্রমুখ।

ঈদযাত্রার ১৫ দিনে সড়কে ঝরেছে

এক হাজার ৫শ’ জনের বেশি আহত হয়েছেন। এবার ঈদযাত্রায় ১৮৩টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ১৫৬ জন, যা মোট নিহতের ৪২ দশমিক ৫০ শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার ৫১ দশমিক ১১ শতাংশ। দুর্ঘটনায় ৬৮ জন পথচারী নিহত হয়েছেন, যা মোট নিহতের ১৮ দশমিক ৫২ শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন ৪১ জন, অর্থাৎ ১১ দশমিক ১৭ শতাংশ। গতকাল বুধবার বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডিতে সংগঠনটির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানান রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড.এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯টি জাতীয় দৈনিক, ৭টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ঈদযাত্রার এসময়ে তিনটি নৌ-দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ৮ জন আহত হয়েছেন। ১৪টি রেলপথ দুর্ঘটনায় ১৯ জন নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন? যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্রদুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে বলা হয়, মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী ১৫৬ জন (৪২ দশমিক ৫০ শতাংশ), বাসের যাত্রী ১৮ জন (৪ দশমিক ৯০ শতাংশ), ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ড ভ্যান-ট্রাক্টর আরোহী ২৬ জন (৭ দশমিক ০৮ শতাংশ), প্রাইভেট কার-মাইক্রোবাস-পাজেরো জিপ আরোহী ২৮ জন (৭ দশমিক ৬২ শতাংশ), থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান) ৫৮ জন (১৫ দশমিক ৮০ শতাংশ), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-মাহিন্দ্র) ৯ জন (২ দশমিক ৪৫ শতাংশ) এবং বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা আরোহী ৪ জন (১ দশমিক ০৮ শতাংশ) নিহত হয়েছেন। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে ১২৯টি (৩৬ দশমিক ০৩ শতাংশ) জাতীয় মহাসড়কে, ১৪৩টি (৩৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ) আঞ্চলিক সড়কে, ৪৮টি (১৩ দশমিক ৪০ শতাংশ) গ্রামীণ সড়কে এবং ৩৮টি (১০ দশমিক ৬১ শতাংশ) শহরের সড়কে সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনাগুলোর ৯৩টি (২৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ) মুখোমুখি সংঘর্ষ, ১৩৮টি (৩৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, ৭২টি (২০ দশমিক ১১ শতাংশ),পথচারীকে চাপা বা ধাক্কা দেওয়া ৪১টি (১১ দশমিক ৪৫ শতাংশ) যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং ১৪টি (৩ দশমিক ৯১ শতাংশ) অন্য বিভিন্ন কারণে ঘটেছে। দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের মধ্যে ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, পিকআপ, ট্রাক্টর, ট্রলি, লরি, রেডিমিক্স গাড়ি ১৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স-পাজেরো জিপ ৬ দশমিক ২৪ শতাংশ, যাত্রীবাহী বাস ১২ দশমিক ৪৮ শতাংশ, মোটরসাইকেল ৩২ দশমিক ৫৭ শতাংশ, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-মিশুক-লেগুনা) ২০ দশমিক ৩৯ শতাংশ, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন (নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহিন্দ্র-পাওয়ারটিলার) ৫ দশমিক ৩২ শতাংশ, বাইসাইকেল-রিকশা ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং অজ্ঞাত যানবাহন ১ দশমিক ৮২ শতাংশ। দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা ৬৫৭টি। এরমধ্যে বাস ৮২, ট্রাক ৫৯, কাভার্ডভ্যান ১১, পিকআপ ২৮, ট্রলি ১০, লরি ৭, ট্রাক্টর ৬, রেডিমিক্স গাড়ি ১, মাইক্রোবাস ১৩, প্রাইভেটকার ২৪, অ্যাম্বুলেন্স ৩, পাজেরো জিপ ১, মোটরসাইকেল ২১৪, থ্রি-হুইলার ১৩৪ (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-মিশুক-লেগুনা), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন ৩৫ (নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহিন্দ্র-পাওয়ারটিলার), বাইসাইকেল-রিকশা ১৭ এবং অজ্ঞাত যানবাহন ১২টি। সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে ভোরে ৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ, সকালে ২২ দশমিক ৯০ শতাংশ, দুপুরে ১৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ, বিকেলে ১৯ শতাংশ, সন্ধ্যায় ১০ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং রাতে ২৫ দশমিক ৬৯ শতাংশ। মোট দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে ২৯ দশমিক ০৫ শতাংশ দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটেছে ৩০ দশমিক ৭৯ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগে ১৩ দশমিক ৪০ শতাংশ দুর্ঘটনায় ১১ দশমিক ৭১ শতাংশ, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪ দশমিক ৫২ শতাংশ দুর্ঘটনায় ১২ দশমিক ৮০ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ১০ দশমিক ৩৩ শতাংশ দুর্ঘটনায় ৯ শতাংশ, বরিশাল বিভাগে ১০ দশমিক ০৫ শতাংশ দুর্ঘটনায় ১২ দশমিক ২৬ শতাংশ, সিলেট বিভাগে ৬ দশমিক ৪২ শতাংশ দুর্ঘটনায় ৬ শতাংশ, রংপুর বিভাগে ৬ দশমিক ৭০ দুর্ঘটনায় ৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৯ দশমিক ৪৯ শতাংশ দুঘটনায় প্রাণহানি ঘটেছে ১০ দশমিক ০৮ শতাংশ? প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজধানী ঢাকায় ২৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত ও ৫২ জন আহত হয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। ১০৪টি দুর্ঘটনায় ১১৩ জন নিহত। সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম ২৩টি দুর্ঘটনায় ২২ জন নিহত। এছাড়া একক জেলা হিসেবে ঢাকা জেলায় সবচেয়ে বেশি ৩২টি দুর্ঘটনায় ২৮ জন নিহত হয়েছেন। সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা ঘটেছে চাঁদপুর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও লালমনিরহাট জেলায়। এই ৪টি জেলায় স্বল্প মাত্রার কিছু দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায়নি। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদনে ঈদযাত্রা ও দুর্ঘটনা পর্যালোচনায় বলা হয়, এবারের ঈদুল ফিতরে রাজধানী থেকে কমবেশি ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ ঘরমুখী যাত্রা করেছেন এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৪ কোটি মানুষ যাতায়াত করেছেন। ঈদের আগে ও পরে যথেষ্ট ছুটি থাকা, দেশের বিভিন্ন সড়কের অবস্থা ভালো থাকা, বৃষ্টি না হওয়া এবং সরকারের কিছুটা তৎপরতার কারণে ঈদযাত্রায় তেমন যানজট হয়নি, যাত্রা ছিল তুলনামূলক স্বস্তিদায়ক। এছাড়া ঈদযাত্রায় ট্রেনের টিকিট শতভাগ অনলাইন করায় টিকিট কালোবাজারি হয়েছে, ফলে মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।

সড়ক ও নৌ-পথে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হয়েছে। ঈদযাত্রায় সদরঘাটে ভেড়ানো লঞ্চের রশি ছিঁড়ে ৫ যাত্রী নিহত এবং কয়েকজনের আহতের ঘটনা সদরঘাটের নৈরাজ্য প্রমাণ করে। প্রতিবেদনে সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহ উল্লেখ করে বলা হয়, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, বেপরোয়া গতি, চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা, বেতন-কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট না থাকা, মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল, তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো, জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা, দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বিআরটিএর সক্ষমতার ঘাটতি এবং গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজির মতো ঘটনা।

রাবির গ্রীষ্মকালীন ও ঈদ সমন্বিত

ক্লাস বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। সভায় বিভাগগুলো প্রয়োজনবোধে ৬ জুন পর্যন্ত অনলাইনে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরে রপ্তানি বেড়েছে ৫

চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম থেকে সমুদ্রপাড়ির কথা জানা যায়। পরবর্তীতে আরব ও ইয়েমেনী বণিকরা এবং তারপর ক্রমান্বয়ে চাইনিজ, পর্তুগিজ, ডাচ ও ব্রিটিশরাও এই বন্দর ব্যবহার করেছে। তৎকালীন ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সরকার ১৮৮৭ সালে পোর্ট কমিশনার্স অ্যাক্ট প্রণয়ন করে যা ২৫ এপ্রিল ১৮৮৮ সালে কার্যকর হয়। বস্তুত তখন থেকেই চট্টগ্রাম বন্দরের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। তাই প্রতি বছর ২৫ এপ্রিল বন্দর দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

ফরিদপুরে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা

দিকে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে দুই নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জেলার মধুখালী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ফরিদপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোহাম্মদ ইমদাদ হুসাইন (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর (সার্কেল) মো. সালাউদ্দিন, ডিবির ওসি আব্দুল মতিন সহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন- রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দী উপজেলার আকশুকনা গ্রামের বিশ্বেশ্বর গ্রামের উজ্জ্বল কুমার মিত্র (৩৩), একই উপজেলার পুষআমলা গ্রামের বীরেন্দ্রনাথ মল্লিকের ছেলে বিশ্বজিৎ মল্লিক (৫২), পাশের সাধুখালী এলাকার নানক বিশ্বাসের ছেলে কনক বিশ্বাস (২৭), ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার জিনিস নগর এলাকার ফুলচরণ কুমার মণ্ডলের ছেলে তপন কুমার মণ্ডল (৪০), একই উপজেলার তারাপুর এলাকার ভানু রায়ের ছেলে অনুপ রায় (৩১), একই গ্রামের গিরিশ চন্দ্র মণ্ডলের ছেলে টুটুল চন্দ্র মণ্ডল (৩০), মাগুরা শ্রীপুর উপজেলার মদনপুর এলাকার দিলিপ সরকারের ছেলে প্রসেনজিৎ সরকার (২০) ও একই উপজেলার বড়ালীদহ এলাকার কুমারেশ বিশ্বাসের ছেলে সুজয় বিশ্বাস (১৬)। সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার জানান, ইতঃপূর্বে ১৯শে এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে বিনয় সাহা (৬০), উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস (৪১), গোবিন্দ সরকার (২৮) ও অনয় ভাদুড়ী (১৯) নামে চারজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার ডুমাইনের পঞ্চপল্লিতে কালি মন্দিরে আগুন দেওয়ার সন্দেহে গুজব ছড়িয়ে বাঁশ, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ও ইট দিয়ে থেতলিয়ে আপন দুই সহোদরকে হত্যা এবং আরও পাঁচজনকে গুরুতর আহতের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে মধুখালীর ইউএনও মামনুন আহমেদ অনীক এবং ওসি মিরাজ হোসেনের নেতৃত্বে হতাহতদের উদ্ধারে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে তাদেরও জিম্মি করে হামলাকারীরা। পরে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক কামরুল আহসান তালুকদার ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে ফরিদপুর ও রাজবাড়ী থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ও র‍্যাব প্রায় পাঁচ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে তাদের উদ্ধার করে। এ সময় হামলাকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৫৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে পুলিশ। এ ঘটনার পরে মন্দিরে আগুন, নির্মাণ শ্রমিক হত্যা ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনায় পৃথক তিনটি মামলা হয়েছে স্থানীয় থানায়। ঘটনায় দুইদিন পর শনিবার ধর্মমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান এমপি নিহতদের বাড়িতে গিয়ে স্বজনদের সান্ত্বনা দেন এবং পঞ্চপল্লীতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ঘটনায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলী সিদ্দিকীর নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির তদন্ত চলমান রয়েছে। এছাড়া রোববার ঘটনাস্থল পরিদর্শন যান পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি সৈয়দ নুরুল ইসলাম।

বেইলি রোডে রেস্টুরেন্টে আগুন

ম্যানেজার হামিমুল হক বিপুলকে গ্রেপ্তার করেছে রমনা থানা পুলিশ। এর আগে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাত পৌনে ১০টার দিকে বেইলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ নামের ভবনটিতে লাগা আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়। এছাড়া জীবিত উদ্ধার করা হয় ৭৫ জনকে।

তাপপ্রবাহের আওতা আরও বাড়তে

আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। বিরাজমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বাড়বে। বর্ধিত পাঁচদিনে আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

বয়কট করা তরমুজের কেজি ফের

নম্বর এলাকা ঘুরে দেখা যায় অতিরিক্ত দামে তরমুজ বিক্রির এই চিত্র। পুরানা পল্টন মোড়ের কিছুটা সামনের এক রাস্তায় (আজাদ প্রোডাক্টসের গলি) রয়েছে বেশ কয়েকটি ফলের দোকান। দোকানগুলোতে পিস হিসেবে তরমুজ বিক্রি করছেন বিক্রেতারা। মাঝারি আকারের তরমুজের দাম জিজ্ঞেস করলে তারা দাম চান ৪০০ টাকা। ওজন দিয়ে দেখতে চাইলে দেখা যায় ওই তরমুজের ওজন ৫ কেজি থেকে সামান্য বেশি। এক্ষেত্রে কেজি হয় ৮০ টাকা। তবে বিক্রেতারা জানান, তারা কেজি হিসেবে নয়, বিক্রি করেন পিস হিসেবে। অন্যান্য ফলের দোকানে গিয়েও দেখা যায় একই চিত্র। তারাও প্রায় একই আকারের তরমুজ বিক্রি করছেন ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকায়। তরমুজের দাম কেন হঠাৎ বেড়ে গেল জানতে চাইলে এক বিক্রেতা বলেন, তরমুজের সিজন শেষের দিকে। তাই দাম এখন বেশি। আর এই তরমুজ মিষ্টি হবে, গ্যারান্টি। আরেক বিক্রেতা বলেন, এগুলো খুলনার তরমুজ। খুলনার তরমুজের দাম এমনিতেই বেশি হয়। এই এলাকার সব দোকানে তরমুজ পিস হিসেবে বিক্রি হলেও এক দোকানে গিয়ে দেখা যায় তারা কেজি দরে বিক্রি করছে। কত করে কেজি জানতে চাইলে তারা জানান প্রতি কেজি ১২০ টাকা। তার দোকানে থাকা তরমুজের ওজন সব ৫ কেজির ওপরে। এক্ষেত্রে ৫ কেজি ওজনের একটি তরমুজের দাম পড়ে ৬০০ টাকা। আশেপাশের দোকানে একই ওজনের তরমুজ বিক্রি হচ্ছে ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকায়। তার দোকানে দাম এতো বেশি থাকার কারণ জানতে চাইলে বিক্রেতা বলেন, আমাদের এখানে সব ফলই ফ্রেশ। কোনও খারাপ মাল আমরা রাখি না। ভালো জিনিস থেকে হলে তো দাম বেশি দিতে হয়। এদিকে ফার্মগেট এলাকার তেজগাঁও কলেজের সামনের ফলের দোকানে গিয়ে দেখা যায় তারা কেজি দরে বিক্রি করছেন তরমুজ। প্রতি কেজি ৬০ টাকা করে দাম হাঁকছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা। এক মাসও হয়নি তরমুজ বিক্রেতারা ৩০ টাকা কেজি দরে তরমুজ বিক্রি করছেন। এখন হঠাৎ করে কেন এর দাম দ্বিগুণ হয়ে গেলওএই প্রশ্ন করলে তরমুজের বিক্রেতা মতিন বলেন, সিজন শেষের দিকে তাই দাম বেশি। আর সবসময় কি দাম কম থাকবে নাকি? কাস্টমাররা যেমন বন্ধ করছিল কেনা, এখন সেটা পোষায়ে নিতে হবে না? আরেক বিক্রেতা সিদ্দিক বলেন, দাম কেন বাড়ছে তার কোনও কৈফিয়ত আমার কাছে নাই। দাম এখন যা বিক্রি করতেছি সেটাই। আবুল কালাম নামের এক বিক্রেতার কাছে জানতে চাওয়া হয় তরমুজের মৌসুম কখন থাকে। তিনি বলেন, তরমুজ মার্চের শেষ থেকে শুরু করে মে মাস পর্যন্ত থাকে। এটাই তরমুজের সিজন। তবে এখন সারা বছরই তরমুজ পাওয়া যায়। যদি সারা বছরই তরমুজ পাওয়া যায় তাহলে সিজন শেষের কথা বলে কেন বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছেও এমনটা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এগুলো তো বড় তরমুজ। অন্য সময় যেসব তরমুজ পাওয়া যায় সেগুলো তো ছোট তরমুজ। মিরপুর ৬ নম্বর বাজারের ফলের দোকানে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে তরমুজ বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে। বিক্রেতারা জানান, এক একটি তরমুজের ওজন হবে ৬ থেকে ১৪ কেজি পর্যন্ত। এখানে বরিশাল অঞ্চলের তরমুজ বিক্রি হয় বলে জানান তারা। শাহজাহান নামের এক বিক্রেতার কাছে তরমুজের দাম জানতে চাইলে তিনি বলেন বরিশালের তরমুজ ৬০ টাকা কেজি, আর খুলনার তরমুজ ৭০ টাকা কেজি। কিছুদিন আগে দাম কম ছিল। এখন কেন হঠাৎ করে বেড়ে গেল এমনটা জানতে চাইলে তিনি বলেন, দাম কেন বেড়েছে তা আমার জানা নেই। আমার কেনা বেশি পড়েছে বলেই আমি বেশি দামে বিক্রি করি। মো. লতিফ নামের আরেক বিক্রেতা দাম বেশি থাকার কারণ নিয়ে নিজের কাছে থাকা তরমুজ দেখিয়ে বলেন, এগুলো একদম তাজা। কাটলে রঙ লাল হবে, আবার মিষ্টি হবে কড়া। এই গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করতেছি, দাম তো বেশি হবেই। আরেক বিক্রেতা রায়হান বলেন, কৃষকরা এবার বেশি লস করছে...এখন সিজন শেষের দিকে এসে যদি একটু লাভ না করে তাহলে তারা বাঁচবে কীভাবে? রাজধানীর এসব বাজারে অনেক ক্রেতাকেই দেখা যায় দাম জিজ্ঞেস করে চলে যাচ্ছেন। সেই তুলনায় কিনছেন কম। ফার্মগেট এলাকা তরমুজ কিনছিলেন তানিয়া। তিনি জানান ৩৬০ টাকা দিয়ে ৬ কেজির একটি তরমুজ কিনেছেন। তিনি বলেন, ফিক্সড প্রাইজে কিনলাম; কমালো না দাম। বলল ভালো হবে। এখন দেখা যাক তার কথা কতটা সত্য। মোস্তফা নামের আরেক ক্রেতা বলেন, ৬০০ টাকা দিয়ে ১০ কেজির সামান্য বেশি ওজনের একটা তরমুজ কিনেছি। অনেক বক্তৃতা দিয়ে বলেছে এটা ভালো হবে, খুলনার তরমুজ। মাঝখানে মানুষ কেনা বন্ধ করেছিল, তখন দাম এমনিতেই কমে গিয়েছিল। যেই এখন একটু গ্যাপ পড়েছে, মানুষ আবার কেনা শুরু করেছে। তখন আবার তাদের দাম বেড়ে গিয়েছে। এই হচ্ছে ব্যবসায়ীদের অবস্থা। এদিকে পল্টন এলাকায় ভ্যানে করে তরমুজ কেটে টুকরো করে প্রতি প্লেট ২০ টাকা করে বিক্রি করতে দেখা যায়। এখান থেকে তরমুজ কিনে খান পথচারী আহসান হাবিব। তিনি বলেন, ২০ টাকা করে প্লেট তরমুজ কিনেছিলাম। তার অর্ধেকই ছিল পচা। তারপর আরেক প্লেট কিনেছি সেটাও পচা ছিল। কিন্তু বিক্রেতা বলেছে ভালো হবে। আসলে দুই প্লেটে পচা ছিল। পরে তাকে দাম দিয়ে চলে এসেছি। গরমের মধ্যে আর কথা বাড়াতে চাইনি। শুধু বলে এসেছি যে তার তরমুজ ভালো না। উল্লেখ্য, রোজার মাসে 'কৃষকের পণ্য, কৃষকের দামে' স্লোগান নিয়ে রাজধানীর পাঁচ স্থানে ন্যায্য মূল্যে ২৭ রোজা পর্যন্ত তরমুজ বিক্রি করে বাংলাদেশ এগ্রি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাফা)। সেসময় ৫ কেজির বেশি ওজনের তরমুজ ১০০ টাকা, ৭ কেজির বেশি ওজনের তরমুজ ১৫০ টাকা, ৯ কেজির বেশি ওজনের তরমুজ ২০০ টাকা, ১১ কেজির বেশি ওজনের তরমুজ ২৫০ টাকা পিস হিসেবে বিক্রি করা হয়।

উপজেলা নির্বাচনে অনিয়ম হলে

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মত এ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী থাকছে না এবং দলীয় প্রতীক দেওয়া হচ্ছে না। এরপরও নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। আশা করছি ভোটারের সংখ্যাও বাড়বে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী) আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর মোস্তাফিজুর রহমানের শেষ মুহূর্তের প্রার্থীতা বাতিলের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ৫৩ বছরের ইতিহাসে কখনোই প্রার্থীতা বাতিল হয়নি। চট্টগ্রামে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে প্রার্থীতা বাতিল হয়েছে। কারণ বাতিল করার মতো উপাদানও ছিল। তাকে (মুস্তাফিজুর রহমান) সতর্ককরণেও আগে থেকে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। যখন তিনি থানায় ঢুকে পুলিশের ওপর হামলা করে মারধর করেছেন, সার্কেল এসপি তাকে নিবৃত্ত করতে পারছেন না, এরপর আর বসে থাকা যায়নি। তখন আমরা প্রার্থীতা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা এক্ষেত্রেও ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন চলাকালীন সময়ে কোনো রকমের সিদ্ধান্ত নিতে কুণ্ঠাবোধ করবো না। ইসি আনিছুর রহমান নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের একটাই চাওয়া- নির্বাচনকে সুন্দর করতে হবে। যেখানেই কোনও অনিয়ম হবে, কারচুপি বা অন্যায় কার্যক্রম হবে সেখানে প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবস্থা নিতে পারবেন। কারণ প্রিজাইডিং অফিসার কেন্দ্রের সব দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি ইচ্ছে করলে নির্বাচন বন্ধ করতে পারবেন। আপনারা ভোটের দিন যে যেখানে থাকবেন, সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তবে তা আইনের স্বপক্ষে। এতে যদি কোনো রকমের বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আমরা আপনাদের পাশে আছি। সরকার প্রধান থেকে শুরু করে কেউ চায় না নির্বাচন খারাপ হোক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বক্তব্যে বিষয়টি উল্লেখও করেছেন। ভোট সুন্দর ও সুষ্ঠু করার জন্য যা যা দরকার তা সব করবেন। বিভাগীয় কমিশনার মো. তোফায়েল আহমেদ এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সিএমপি কমিশন কৃষ্ণ পদ রায়, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি নূরে আলম মিনা, বিজিবির রিজিওনাল কমান্ডার মো. আজিজুর রহমান, ডিজিএফআই চট্টগ্রাম শাখার অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তোফায়েল মোস্তফা সরওয়ার ও জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান।

চেনা রূপের ঢাকায় যানজটে নাকাল

ছিল গাড়ির চাপ। এদিকে শাহবাগ, কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট, ধানমন্ডি, মিরপুর, শেওড়াপাড়া, বনানী, গুলশান-উত্তরা সড়কেও প্রচণ্ড গাড়ির চাপ দেখা গেছে। গণপরিবহণ ছাড়াও ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যাও রাস্তায় অনেক বেশি। গুলিস্তান মোড় এলাকায় মিনি বাসের চালক ফারুক হোসেন বলেন, সকাল থেকে তিনটা ট্রিপ দিতে পেরেছেন। বন্ধন বাসের চালক মিরাজ বলেন, সকাল থেকে নারায়ণগঞ্জ থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত চারটা ট্রিপ দিতেই যানজট শুরু হয়ে গেছে। যানজট তীব্র আকার ধারণ করলে সময়মতো ট্রিপ দিতে পারেন না এবং এতে ব্যবসায় ক্ষতি হয় বলে জানালেন এসব বাসচালকরা।

তবে যানজটে পরিবহণসংশ্লিষ্টরা কেবল তো নয়, রাজধানীজুড়ে চলাচলকারী সবাইকেই পোহাতে হয় ভোগান্তি। অফিস বা স্কুল-কলেজে যাওয়ার পথে রাজধানীবাসীকে সড়কে ব্যয় করতে হয় দীর্ঘ সময়। তেমন একজন সচিবালয়ের নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত রিফাত হোসেন। তিনি বলেন, ‘স্কুল-কলেজ খোলেনি বলে ভেবেছি যানজটে হয়তো পড়তে হবে না। সেভাবেই বাসা থেকে রওনা দিয়েছি। কিন্তু বেরিয়েই বুঝতে পারলাম, ভুল করেছি। এক ঘণ্টা লেট হয়েছে অফিসে পৌঁছাতে।’যানজট পরিস্থিতি জানতে চাইলে জিপিও মোড়ে কর্তব্যরত ট্রাফিক কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান বলেন, রাস্তায় চাপ আছে। অফিস-আদালত তো খোলা। তার ওপর ঈদের ছুটি কাটিয়ে এখনো ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে ঢাকায় ফিরছেন। সব মিলিয়ে কয়েকদিন ধরেই রাস্তায় চাপ বাড়ছে। আজ (বুধবার) যানজট একটু বেশিই সহ্য করতে হচ্ছে। এই ট্রাফিক কর্মকর্তা সামনের সপ্তাহের জন্য সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, স্কুল-কলেজ খুললে গাড়ির চাপ তো শুরু হবে ২৮ এপ্রিল থেকে। এখন তো সড়কে বাস বা গণপরিবহণ বেশি। তখন ব্যক্তিগত গাড়িও অনেক বেড়ে যাবে। যানজটও বাড়বে। এদিকে গত কয়েকদিন ধরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মৃদু থেকে শুরু করে অতি তীব্র পর্যন্ত মাত্রায় তাপপ্রবাহ বয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকাতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর সঙ্গে জলীয়বাষ্প বেশি থাকায় অস্বস্তি হচ্ছে বেশি। যানজটের সঙ্গে এই বিরূপ আবহাওয়া জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। গুলিস্তানে কথা হয় হাবিবুর রহমান নামে একজনের সঙ্গে। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যাবেন, উৎসব বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। হাবিবুর বলেন, ‘বাসের জন্য আধা ঘণ্টা ধরে এই তীব্র রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু বাস এখনো পৌঁছায়নি। কাউন্টার থেকে বলল, বাস যানজটে আটকে রয়েছে। এখন শুধু ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।’ ফুটপাথের দোকানি সেলিম বলেন, রোদের এত তাপ যে দোকানে বসে থাকা মুশকিল হয়ে গেছে। রোদ বেশি হলে দোকানে কাস্টমারও কম আছে। আমাদের খালি লস আর লস। এদিকে ঈদের ছুটি ১০ দিন আগে শেষ হলেও বুধবারও অনেককে ঢাকা ফিরতে দেখা গেছে। রেল স্টেশন, লঞ্চ টার্মিনাল, বাস টার্মিনালড় সবখানেই ঢাকামুখী যাত্রীদের ভিড় দেখা গেছে। ঈদের পরের দিকে যারা বাড়িতে গিয়েছিলেন, তারাই মূলত এখন ফিরছেন বলে জানাচ্ছেন যাত্রী ও পরিবহণসংশ্লিষ্টরা।

সরকারের সদিচ্ছার অভাবে

সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন, সহ-সভাপ্রধান অঞ্জন দাস, নিহত শ্রমিক আঁখি আক্তারের মা নাসিমা আক্তার, আহত জেসমিন, নিহত শাওনের বাবা আজিজ মিয়া, নিহত ফজলে রাব্বীর মা রাহেলা আক্তার, নিহত শাহীদার মা তাহেরা এবং আরও অনেকে। বক্তারা বলেন, সারা দুনিয়ার কারখানার ইতিহাসে অন্যতম ঘটনা রানা প্লাজা ভবন ধসে হাজারো প্রাণ ও স্বপ্ন নাই হবার ঘটনা। ১১ বছরেও যথেষ্ট সাক্ষী না পাওয়ার খোঁড়া যুক্তিকে সামনে এনে বিচার প্রক্রিয়া ধীর করে রাখা হয়েছে। অথচ দোষীদের শনাক্ত করার মতো প্রমাণ ২৪ এপ্রিলের মধ্যেই নিহিত আছে। বক্তারা আরেও বলেন, শুধু ভবন মালিক সোহেল রানা নয়, বিভিন্ন কারখানার মালিক, ত্রুটিপূর্ণ ভবন অনুমোদনের জন্য সরকারি কর্মকর্তারাসহ আরেও অনেকে এ ঘটনার জন্য দায়ী। অথচ সোহেল রানা ছাড়া বাকি সবাই জামিনে মুক্ত এবং আইনের ফাঁকফোকর গলে জেলের বাইরে। আইনের আশ্রয় নিয়ে মামলার গতি ধীর করার জন্য সর্বোচ্চ তৎপর তারা। আইনের শাসন সবার জন্য নিশ্চিত হবার যে ব্যবস্থা থাকা দরকার তা প্রশ্নের সম্মুখীন আজ। সরকারের সদিচ্ছার অভাব এবং মালিকদের প্রভাবের কারণে এই দীর্ঘসূত্রিতা চলছে বলে বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন। তারা বলেন, বিচারিক আদালতের রায় অনুযায়ী ১৫ জানুয়ারি থেকে ৬ মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির আদেশ আছে আপিল বিভাগের। এই সময়ের মধ্যে যাতে মামলা শেষ হয় এবং রানা প্লাজার ঘটনায় ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পায় তার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু এই দোষীদের নানা কায়দায় রক্ষা করাই যেন এখন দীর্ঘসূত্রিতার প্রধান কারণ বলে রানা প্লাজায় নিহত স্বজনসহ জনগনের উদ্বেগ। বক্তারা আরও বলেন, রানা প্লাজার ঘটনাকে হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। ইতিহাসে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তরুণদের লড়াইয়ে প্রেরণা হিসাবে এই শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। আর সে কারণে রানা প্লাজার সামনের স্থানটিতে স্থায়ী বেদী নির্মাণ এবং স্থানটি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। তারা বলেন, গত ১১ বছর ধরে রানা প্লাজার এই ঐতিহাসিক জায়গাটি নানাভাবে আবর্জনার স্তূপে, কখনো দখল করে দোকানপাট বসানো হয়েছে, যা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। রানা প্লাজা স্থানটি আবর্জনার স্তূপে পরিণত না করে এটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। বক্তারা বলেন, একদিকে একজীবনের সমপরিমাণ সম্মানজনক-মর্যাদাপূর্ণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করে দফায় দফায় কিস্তিতে শ্রমিকদের অর্থ সহযোগিতার ও নানা প্রশিক্ষণের নামে শ্রমিকরা যাতে বিচারের দাবিতে সংগঠিত না হয়ে ভিক্ষুকের মতো দুয়ারে দুয়ারে কেবল সহায়তা খোঁজে, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ কোনো ভিক্ষা নয়, এটি শ্রমিক ও নাগরিকের আইনি অধিকার।

ডিএনসিসির সঙ্গে চীনের সমঝোতা

দূতাবাসের সহযোগিতায় মিরপুর ভাসানটেক বস্তিতে এক হাজার পরিবারের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ডিএনসিসির বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্পটিও বাস্তবায়ন করছে চীনের একটি প্রতিষ্ঠান। আজকের এই নতুন চুক্তিতে ডিএনসিসির সাথে বিদ্যমান সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগে. জেনা. মো. মঈন উদ্দিন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগে. জেনা. ইমরুল কায়েস চৌধুরী, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ফিদা হাসান প্রমুখ।

মাদক মামলায় যাবজ্জীবন

রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। পরে আসামির বিরুদ্ধে রাজধানীর শেরেবাংলানগর থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা (নং-০৪(০৮)০৯) দায়ের হয়। ওই মামলায় তিনি চার মাস ১৩ দিন জেল হাজতে থাকার পর আদালত থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু আদালতে নিয়মিত হাজিরা না দিয়ে পলাতক জীবন-যাপন করছিলেন মাঈন। অন্যদিকে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত শেষে আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। পরে আসামি পলাতক থাকা অবস্থায় বিশেষ দায়রা আদালত ও দ্রুতবিচার ট্রাইব্যুনাল মামলাটির বিচারিক কার্যক্রম শেষে মাঈন উদ্দিনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেন এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করেন। তিনি জানান, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু হওয়ার পর থেকে তাকে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত শেরেবাংলানগর থানার অফিসার ইনচার্জের অধিযাচন পত্রের প্রেক্ষিতে র‍্যাব-২ আসামিকে গ্রেপ্তার লক্ষ্যে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৩ এপ্রিল রাতে ঢাকা জেলার সাভার থানাধীন হেমায়েতপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামিকে শেরেবাংলানগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

গরমে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছিল। ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে তাপমাত্রা সহ একটি মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ রাজধানী ঢাকা সহ বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছিল। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড যেটি খুলনা, বরিশাল এবং বৃহত্তর ফরিদপুরে, বেশিরভাগ শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, মঙ্গলবারও যতটা প্রয়োজন ততটুকু বিদ্যুৎ পেয়েছে - ৬৮৫ মেগাওয়াট। নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড, যেটি বেশিরভাগই রাজশাহী এবং রংপুর শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ করে, ৭৭১ মেগাওয়াটের চাহিদার সাথে মাত্র ১০ মেগাওয়াট লোডশেডিং রেকর্ড করেছে। বিপিডিবি যা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট এবং ময়মনসিংহ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ করে, মঙ্গলবার সেখানে প্রায় ১০০ মেগাওয়াট লোডশেডিং হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণকারীরা প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী করেছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ বিদ্যুৎায়ন বোর্ড, অন্যান্য গ্রাহকদের সাথে গ্রামগুলিতে ৩.৫ কোটিরও বেশি গার্হস্থ্য গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দায়ী, মঙ্গলবার রাত ৯:০০ টায় তাদের চাহিদা ৯,৯৮১ মেগাওয়াটের বিপরীতে ৯,২৫০ মেগাওয়াট পেয়েছে। বাংলাদেশ পল্লি বিদ্যুৎায়ন বোর্ড (আরইবি)-র সদস্য দেবাশীষ চক্রবর্তী বলেন, ‘শহরগুলোতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থাকার কারণে গ্রামগুলোতে বেশি লোডশেডিংয়ের শিকার হওয়া স্বাভাবিক। ময়মনসিংহের গ্রামগুলোতে সবচেয়ে বেশি ঘণ্টার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে জানান তিনি। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)তে বিতরণের দায়িত্বে থাকা রেজাউল করিম বলেন, গ্রামগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণটি বরং অন্তর্নিমিত কারণ শহরের তুলনায় গ্রামে বিতরণ ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক দুর্বল। তিনি বলেন, ‘বিদ্যুৎতর ঘাটতি না থাকলেও গ্রামে বিদ্যুৎ চলে যাওয়া অনিবার্য। বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্যমতে, দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ২৬ হাজার মেগাওয়াট। সক্ষমতা থাকলেও চাহিদা অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদিত না হওয়ার জন্য জ্বালানি সংকট এবং কেন্দ্র মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য বন্ধ থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন কর্মকর্তারা। এ ছাড়া বিতরণ ও সঞ্চালন লাইনের ত্রুটির কারণে প্রায় বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, চাহিদা অনুসারে বিদ্যুতের সরবরাহ ঠিক রাখতে মূলত বিদ্যুৎকেন্দ্রের বকেয়া বিল পরিশোধ ও জ্বালানি কিনতে ডলার ও টাকার ঘাটতিতে রয়েছে সেটা কতটা পূরণ হবে তার ওপর নির্ভর করছে। জরুরি ভিত্তিতে ডলার ও ভর্তুকির টাকা ছাড় করতে অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। বিদ্যুৎ বিভাগ জানিয়েছে, গরমের কারণে অনেকে নতুন করে এসি বসাচ্ছেন। এতে অনুমোদনের চেয়ে বেশি লোড ব্যবহার করছেন বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। ফলে গ্রাহকের লাইন চাপ নিতে না পারায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও তাই ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ না পেয়ে লোডশেডিংয়ের অভিযোগ করছেন গ্রাহকরা। রংপুরের সংবাদদাতা জানান, নগরীতে চার ঘণ্টা এবং গ্রামীণ এলাকায় ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছে। রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার ময়েনপুর গ্রামের কৃষক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘বিদ্যুতের জন্য এত টাকা দেওয়ার পরও আমরা একটু স্বস্তি পাবার আশা করতে পারি না। এছাড়া জনগণ তাদের বিদ্যুতের বিলের জন্য অতিরিক্ত বোঝার মধ্যে রয়েছে, যা গত ১৪ বছরে ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। হেলথ সার্ভিসেস অধিদপ্তর সাধারণ মানুষকে হিট স্ট্রোক এড়াতে পরামর্শ দিয়ে একটি আট দফা স্বাস্থ্য নির্দেশিকা জারি করেছে। ১১ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া তাপপ্রবাহের কারণে প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্লাস স্থগিত করেছে এবং অনলাইন ক্লাসে নিচ্ছে। ঢাকা ৬৪ বছরের মধ্যে ২০ এপ্রিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গায় হিট স্ট্রোকে প্রথম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, যদিও সংবাদপত্রে ১৯ এপ্রিল থেকে হিট স্ট্রোকে ২০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার চারজনের মৃত্যু হয়েছে- ঢাকা, পটুয়াখালী, নাটোর ও কুমিল্লায় একজন করে। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় দিন ঢাকায় হিট স্ট্রোকের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করে বেসরকারি সংস্থা ডিজাস্টার ফোরাম ১৯ থেকে ২২ এপ্রিলের মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে বিকেলের দিকে ঢাকার রাস্তাগুলো জনশূন্য দেখায়। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে তাপপ্রবাহ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা মঙ্গলবার বলেছে যে, এশিয়া ১৯৬১-১৯৯০ সালের পর থেকে উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রবণতা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। গ্লোবাল মিডিয়া জানিয়েছে যে, একটি বিশাল তাপপ্রবাহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ঘিরে রেখেছে।

টাঙ্গাইলে বাস রেললাইনে, ট্রেন থামিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে একটি বাস রেললাইনের ওপরে উঠেছে। পরে ট্রেন থামিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে বাসটি রেললাইন থেকে সরিয়ে নিয়েছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতুপূর্ব মহাসড়কে উপজেলার হাতিয়া এলাকায় রেললাইনে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ ছিল। পরে দুর্ঘটনা কবলিত বাস সরিয়ে নিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় পুলিশ জানায়, রাতে ঢাকাগামী আরপি এক্সপ্রেস নামে একটি বাসের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সেতুগামী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পাঁচজন আহত হন। দুর্ঘটনার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেললাইনের ওপরে উঠে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ পঞ্চগড়গামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি থামিয়ে বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে বাসটি রেললাইন থেকে সরিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধু সেতুপূর্ব থানার এসআই টিটু চৌধুরী জানান, বাসটি রেললাইনের ওপর উঠে গেলে দ্রুত পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ও রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাঙ্গাইল স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি দাঁড় করায়। এতে বাসটি ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষের হাত থেকে রক্ষা পায়।

পিরোজপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় কলেজছাত্রের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : পিরোজপুরের প্রতিপক্ষের হামলায় সৈয়দ রাসেল (২৪) নামে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে খুলনায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত রাসেল পিরোজপুর পৌরসভার মুক্তারকাঠী গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে এবং পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এর আগে ওইদিন দুপুরে উপজেলার কদমতলা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে বসে তার ওপর প্রতিপক্ষ হামলা চালালে তিনি গুরুতর আহত হন। ওই হত্যার বিচারের দাবিতে গতকাল বুধবার দুপুরে তার সহপাঠীরা পিরোজপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছেন। থানা পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি জেলার সদর উপজেলার কদমতলা গ্রামের রিয়াজুল ইসলামের সঙ্গে মারামারির একটি ঘটনা নিয়ে সৈয়দ রাসেলের বিরোধ চলছিল। ওই রিয়াজুলের ওপর হামলায় রাসেল ও তার বন্ধুরা সম্পৃক্ত ছিল। এনিয়ে বিরোধের জেরে গত মঙ্গলবার দুপুরে রাসেল কদমতলা থেকে পিরোজপুরে যাওয়ার কালে রিয়াজুল তার লোকজন নিয়ে পরিকল্পিতভাবে রাসেলের ওপর হামলা করে। এতে রাসেল গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে পিরোজপুর সদর হাসপাতাল ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা সিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহতের স্বজনদের দাবি, রাসেল গত ২৩ এপ্রিল দুপুরে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী এসএম বায়েজিদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে যান। সেখানে থেকে ফেরার পথে পূর্ব থেকে ওৎ পেতে থাকা কিছু যুবক তার ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে। তিনি খুলনা চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি কখনও কোনো অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত ছিল না। তাকে অন্যায়ভাবে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। পিরোজপুর সদর থানার ওসি মো. আশিকুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন।

খুলনায় ওয়ান শুটার গানসহ আটক ১

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলা থেকে দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান, মোবাইল ও নগদ অর্থসহ মৃন্ময় রায় (৪৮) নামে একজনকে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৬। আটক মৃন্ময় রায় বটিয়াঘাটা থানার গোপালখালি গ্রামের মৃত নির্মল কৃষ্ণ রায়ের ছেলে। গতকাল বুধবার দুপুরে র‍্যাব-৬ এর মুখপাত্র এএসপি তারেক আমান বান্না এ তথ্য জানান। তিনি জানান, খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানাধীন গোপালখালি বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী মৃন্ময় রায়কে আটক করে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান, একটি মোবাইল এবং ১০ হাজার টাকা উদ্ধারের পর জব্দ করা হয়। জব্দকৃত আলামত ও আটককে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানায় হস্তান্তর করে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

পঙ্কজ ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে রাশেদ খান মেননের শ্রদ্ধা

স্টাফ রিপোর্টার : বিশিষ্ট বামপন্থি নেতা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি কমরেড বীর মুক্তিযোদ্ধা পঙ্কজ ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি এবং সংসদ সদস্য (এমপি) রাশেদ খান মেনন। গতকাল বুধবার রাজধানীর রমনা টেনিস কমপ্লেক্সের অস্থায়ী বেদিতে পঙ্কজ ভট্টাচার্যের ১ম প্রয়াণ দিবসে তার প্রতিকৃতিতে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোস্তফা আলমগীর রতন, কিশোর রায়, সাদাকাত হোসেন খান বাবুল, ঢাকা মহানগর পার্টির নেতা জাহাঙ্গীর আলম ফজলু, কমরেড তাপস কুমার রায়, অফিস কমিটির সদস্য জহুরুল হক, ফুলবাবু প্রমুখ।

মিয়ানমারে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরলেন ১৭৩ বাংলাদেশি

স্টাফ রিপোর্টার : মিয়ানমারে বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ শেষে ১৭৩ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। এসব বাংলাদেশিকে নিয়ে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর একটি জাহাজ গতকাল বুধবার দুপুর ১টা ২০ মিনিটের দিকে কক্সবাজার শহরের নুনিয়ারছড়া ঘাটে এসে পৌঁছে। এর আগে গভীর সাগরে মিয়ানমার প্রতিরক্ষা বাহিনীর ‘নেভাল শিপ চিন ডুইন’ জাহাজে অবস্থান করছিলেন তারা। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদের হুইপ ও কক্সবাজার-৩ আসনের সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল বলেন, দুপুর ১টার দিকে ১৭৩ জন বাংলাদেশি ঘাটে এসে পৌঁছেছেন। যারা মিয়ানমারের কারাগারে ভিন্ন মেয়াদে সাজা ভোগ করে সরকারের প্রচেষ্টায় ফিরেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছেন, মিয়ানমার থেকে ফেরা ১৭৩ জনের মধ্যে ১২৯ জন কক্সবাজার জেলার, ৩০ জন বান্দরবান জেলার, সাতজন রাঙামাটি জেলার এবং খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজবাড়ী, নরসিংদী ও নীলফামারী জেলার একজন করে। কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মো. মাহাফুজুল ইসলাম জানিয়েছেন, ফেরত আসা বাংলাদেশিদের বিজিবি গ্রহণ করে পুলিশকে হস্তান্তর করবে। তারপর যাচাই-বাছাই শেষে নিজ নিজ থানার পুলিশের মাধ্যমে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এর আগে গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধিদল কক্সবাজার এসে পৌঁছায়। বাংলাদেশে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের সেনা বাহিনী ও বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি) ২৮৫ সদস্যকে গ্রহণ করতে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় যাচ্ছেন তারা। বিজেপি সদস্যদের নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার মিয়ানমার ফেরত যাবে প্রতিনিধিদলটি। উল্লেখ্য, মিয়ানমারে ফেরত যাওয়াদের মধ্যে গত ১৯ এপ্রিল একদিনে নতুন ২৪ জন, ১৬ এপ্রিল ৬৪ জন, ১৪ এপ্রিল ১৪ জন, গত ৩০ মার্চ ৩ জন ও ১ মার্চ ১৭৭ জন বিজিপি ও সেনা সদস্য পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এরও আগে ফেব্রুয়ারির শুরুতে কয়েক দফায় বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন আরও ৩৩০ জন।

পঞ্চগড়ে ট্রলিতে ট্রাকের চাপা, নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় ট্রাকের চাপায় ট্রলির চালকসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার চন্দনবাড়ি ইউনিয়নের কলাপাড়া নামক স্থানে বোদা-দেবীগঞ্জ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন জেলার বোদা পৌরসভার সর্দার পাড়ার সাফিরের স্ত্রী নুরজাহান (৬০) ও একই উপজেলার মাজগ্রাম এলাকার মানিক ইসলামের ছেলে জাহিদ ইসলাম (২৫)। পুলিশ জানায়, সকালে কলাপাড়া নামক স্থানে দেবীগঞ্জ থেকে পঞ্চগড়গামী একটি ট্রাক বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রলিকে চাপা দেয়।

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসে ব্যবহৃত হচ্ছে কিশোররা পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

দেশে কিশোর গ্যাং হয়ে উঠেছে একটি শ্রেণির অস্ত্র। পাড়া-মহল্লায় স্থানীয় নেতাকর্মীদের মদদে গড়ে উঠছে অসংখ্য কিশোর গ্যাং। স্থানীয় নেতাকর্মীরা দুই দশক আগেও নিজেদের শক্তি ও অবস্থান জানান দিতে এলাকায় অস্ত্রের মহড়া দিত; তখন গুলি করে হত্যার প্রবণতা ছিল সর্বোচ্চ। তবে এসব ঘটনায় আইনি জটিলতায় পড়তে হয় বিধায় তারা এখন ভিন্ন কৌশল নিয়েছে। বিভিন্ন আর্থিক স্বার্থ হাসিলে তারা কিশোর গ্যাং তৈরি করে এদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। কারণ, কিশোর অপরাধে আইনের দিক থেকে অনেকটাই ছাড় পাওয়া যায়। ফলে নেতাকর্মীরা এখন কিশোরদের মাধ্যমে চাঁদাবাজি, জমি দখল, ডিশ ও নেট ব্যবসা, ছিনতাই, অপহরণ, মারামারি, অস্ত্রবাজিসহ খুনের মতো ঘটনা ঘটাচ্ছে। এসব গ্যাংয়ে স্কুল পড়ুয়া ও সদ্য কলেজে পা দেওয়া ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি। এ ছাড়া ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি তরুণরাও এসব গ্যাংয়ে রয়েছে। ইতঃপূর্বে নানা মহল এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও কিশোর গ্যাং দমনে চালিয়েছে বিশেষ অভিযান। তা সত্ত্বেও বন্ধ হয়নি কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য। এর কারণ হলো, কিশোর গ্যাংয়ের পৃষ্ঠপোষকরা ক্ষমতাশালী এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের, বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এসব পৃষ্ঠপোষকের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, স্থানীয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতা, এমনকি সাবেক সংসদ-সদস্যও। কাজেই কিশোর গ্যাং দমন করতে হলে কেবল গ্যাংয়ের সদস্যদের গ্রেপ্তার করলেই চলবে না, তাদের গডফাদারদের বিরুদ্ধেও নিতে হবে ব্যবস্থা। বস্তুত কিশোর গ্যাংগুলো ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধে জড়িত। তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে অহরহ খুন-খারাবি করছে এই কিশোররা। এ অবস্থায় কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সবার আগে প্রয়োজন এদের পৃষ্ঠপোষকদের দমন করা। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় যা-ই হোক না কেন, তাদের আইনের আওতায় আনা। এ ক্ষেত্রে কোনো শৈথিল্যের সুযোগ নেই। পুলিশ বলছে, কিশোর গ্যাংয়ের পাশাপাশি তাদের পৃষ্ঠপোষকদের দমনে তারা কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এ কঠোর অবস্থানের যেন পরিবর্তন না হয় কোনোভাবেই। অন্যদিকে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছারও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি আমরা। কিশোর গ্যাংয়ের কারণে দেশে অপরাধই যে শুধু বাড়ছে তাই নয়, এতে সরকারের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। নতুন প্রজন্ম জীবনপাঠের গোড়াতেই পরিচিত ও সম্পৃক্ত হচ্ছে অপরাধের সঙ্গে। আমরা আশা করব, সরকারের নীতিনির্ধারকরা বিষয়টির ভয়াবহতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। কিশোর গ্যাংয়ের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেন কোনো অদৃশ্য বাধার সম্মুখীন না হয়; বরং তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতাই কাম্য।

অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

ইটভাটার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, বিএসটিআইসহ কয়েকটি দপ্তরের ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। বাস্তবে দেখা যায় ছাড়পত্র বা নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে লোকালয়, বাজার, স্কুল, মসজিদের পাশে ইটভাটা স্থাপন করা হয়। নারায়ণগঞ্জে অবৈধ ভাটায় চলেছে ইট পোড়ানো। অভিযোগ রয়েছে, ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ আইন বা পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না নিয়েই এসব ইটভাটা গড়ে উঠেছে। এ নিয়ে সংবাদ-এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইটভাটার কারণে বায়ুদূষণের পাশাপাশি মাটি ও পানির ক্ষতি হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইটভাটার কারণে বায়ুদূষণের পাশাপাশি মাটি ও পানির ক্ষতি হয়। ইটভাটার আশপাশের এলাকার মানুষ চর্ম, ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রের নানা রোগে আক্রান্ত হন। এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে

ইটভাটার আশপাশের এলাকার মানুষ চর্ম, ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রের নানা রোগে আক্রান্ত হন। এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৪০ লাখ ইট তৈরিতে একেকটি চুল্লি থেকে প্রায় ৩৯৪ টন কার্বন, ১ হাজার ৪৪৪ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড, ৬ দশমিক ৩ টন মিথেন ও ১০২ টন নাইট্রিক অক্সাইড নিঃসৃত হয়। শুধু নারায়ণগঞ্জেই নয়, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এভাবে সারা দেশেই অনেক ইটভাটা গড়ে উঠেছে। লোকালয় ও ফসলি জমিতে গড়ে ওঠা এসব ভাটায় কয়লার পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে কাঠ। পরিবেশ দূষণ ও জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়া হচ্ছে। আর এর সবকিছুই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর নাকের ডগায়। ইটভাটার মালিকরা সাধারণত স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী। তাই অবৈধ ভাটার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস পায় না। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকেও অনেক সময় অসহায় হয়ে পড়তে দেখা যায়। অভিযোগ আছে, দেশে পরিবেশ আইন, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ দেখা যায় না। যখন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তখন হয়তো লোকদেখানো অভিযান পরিচলনা করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে জরিমানা করার পর বন্ধও হয় ইটভাটা। কিন্তু তারপর আবার আগের মতো চলতে থাকে ইট পোড়ানো। অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। এরপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কিছু ব্যবস্থা নিতে দেখা গেছে। তবে সেটা টেকসই হয়নি। নানা কারণেই দেশে ইটের প্রয়োজন রয়েছে। তবে দেশের প্রাণ-প্রকৃতিও রক্ষা করতে হবে। আর ইটভাটা হতে হবে পরিবেশবান্ধব। দেশের অবৈধ ইটভাটাগুলো উচ্ছেদ করতে দ্রুত অভিযান চালানো প্রয়োজন।

অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম ব্যবহারে চাই সচেতনতা

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের কার্ডিয়াক আইসিইউ বিভাগে অগ্নিকা-ের ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ও নৌবাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকা- কার্ডিয়াক আইসিইউ বিভাগের শয্যাসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পুড়ে গেছে। কী কারণে অগ্নিকা- ঘটেছে, তা জানার জন্য পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শিশু হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সামান্য কিছু ফায়ার এক্সটিংগুইশার ছাড়া পর্যাপ্ত অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়নি বলে অভিযোগ করেছে ফায়ার সার্ভিস।

চকিৎসাসেবা দেয়ার মতো একটি জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা কেন রাখা হয়নি, সেটা একটা প্রশ্ন। অগ্নিকা- থেকে রক্ষা পেতে শুধু কয়েকটি ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা হয়েছে। শুধু ঢাকার আগারগাঁওয়ের শিশু হাসপাতালের অগ্নিকা-ের ক্ষেত্রেই নয়।

শিশু হাসপাতালের অগ্নিকা-ের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস সময় মতো পৌঁছেছিল, এতে হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও কার্ডিয়াক বিভাগের সব যন্ত্রপাতি পুড়ে গেছে। চিকিৎসাসেবা দেয়ার মতো একটি জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা কেন রাখা হয়নি, সেটা একটা প্রশ্ন। অগ্নিকা- থেকে রক্ষা পেতে শুধু কয়েকটি ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা হয়েছে। শুধু ঢাকার আগারগাঁওয়ের শিশু হাসপাতালের অগ্নিকা-ের ক্ষেত্রেই নয়, দেশে যখনই কোথাও আগুন লাগে, তখনই সেখানে দেখা যায় যে সেখানে কোনো অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ছিল না। শুধু কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে এমনটি দেখা যায় তা না, সরকারি জনগুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতেও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অভাবের কথা শোনা যায়। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে যায়। একদিকে মানুষ আগুনে পুড়ে প্রাণ হারায়, অন্যদিকে অর্থ-সম্পদও নষ্ট হয়। শিল্পকারখানা বা যে কোনো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি রাখার নিয়ম রয়েছে। কেউ যদি সেটা অমান্য করে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, নিয়ম থাকা সত্ত্বেও তা মানা হচ্ছে না কেন? যেখানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখার কথা, সেখানে রাখা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয় সেটা জানা দরকার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অগ্নিদুর্ঘটনা এড়াতে মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সবক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম, ফায়ার প্রটেকশন সিস্টেম, ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেম, ফায়ার ডোরসহ আগুন নেভানোর জন্য নানান ধরনের যন্ত্র বাজারে পাওয়া যায়। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহারে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এর উপকারিতা সম্পর্কে তাদের বোঝাতে হবে, এর ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

শিব নারায়ণ দাশ : নিভৃতচারী, আপসহীন বীর মুক্তিযোদ্ধা

অরুণ চৌধুরী

শিব নারায়ণ দাশ, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার অন্যতম এবং মূল নকশাকার। মানুষটি সম্পর্কে আমার ভগ্নিপতি। তার স্ত্রী গীতশ্রী চৌধুরী, আমাদের ভাইবোনের মধ্যে ছিলেন মেজো। বড়বোন প্রায় ষাট বছর ধরে বিয়ে করে প্রবাস জীবনযাপন করছেন। তাই মেজো বোন গোটা সংসার সামলে রেখেছেন বাবা-মায়ের মৃত্যুর পরে। শিব নারায়ণ দাশের তাতে কখনো আপত্তি ছিল না। বরং তিনিও সহায়তা করেছেন। দীর্ঘদিন এই মানুষটি ছিলেন স্বল্পাহারী। একরকম নিরামিষাশী। গুরুপাক পছন্দ করতেন না। বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আনা যেত না। অনুরোধ করলেও আনা কঠিন কাজ হতো। কালেভদ্রে রক্ষা করতেন। এইরকম একজন মানুষ ছিলেন রাজনীতি সচেতন। পোস্টার, বক্তৃতা আর আন্দোলনে। সবার আগে। সেই মানুষটি ছিলেন ব্যক্তিজীবনে উল্টো। সামাজিক আচারে ছিলেন প্রায় নিভৃতচারী। লেখালেখি করতেন। নির্দিষ্ট কোনো কোনো কাগজের জন্য লিখতেন তা বলা যাবে না। লিখতেন ডায়রিতে। গণকণ্ঠ কাগজে লিখেছেন কদাচিৎ। কুমিল্লায় থাকার সময়ে ম্যাগাজিন বের করেছেন নিজ খরচে। কারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কারও কাছ থেকে সহযোগিতা নেওয়া এটা তার স্বভাবে ছিল না। তাই উপস্থিত-সরকারের মনোযোগ ছিল না তার প্রতি। জীবনযুদ্ধে আর্থিক সংকট ছিল। সেই সংকট কাটাতে শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেটে একটি খাবার দোকান দিয়ে নিজেই বসতেন। নাম দিয়েছিলেন 'অন্তর'। ক্যাশিয়ার টেবিলে বসতেন। যেহেতু ভোগবিলাসী ছিলেন না তাই তাও ধরে রাখতে পারেননি। আর্থিক সংকট বা কাজ নিয়েও কোনো দ্বিধা ছিল না তার। দ্বিধা ছিল অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে। একবার এক সাংবাদিক, পরে একটি এনজিও অধিকর্তা গিয়েছিলেন শিব নারায়ণকে সহায়তার জন্য। তিনি বলেন, 'ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বসতে পারবো না।' কুমিল্লায় থাকার সময়ে ম্যাগাজিন বের করেছেন নিজ খরচে। কারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কারও কাছ থেকে সহযোগিতা নেওয়া এটা তার স্বভাবে ছিল না। শিব নারায়ণ ছিলেন প্রথম স্বাধীনতা পতাকার নকশাকার কিন্তু তিনি বলতেন, আমি নিমিত্তকারী মাত্র। দেশের মানুষের প্রয়োজনে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এটা নিয়ে প্রচার চাইতেন না। কে স্বীকৃতি দিলো, না দিলো তা নিয়েও মাথা ঘামাতেন না। অসুস্থ থাকার সময়ও তা নিয়ে তিনি কিছু বলেননি। উত্তাল সময়ে তিনি ছিলেন ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য। কুমিল্লার সভাপতি। একাত্তরে তাকে ডেকে আনা হলো ঢাকায়। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে। ১১৮ নম্বর কক্ষ। পতাকা মিছিল হবে। চার 'খলিফা' নেতৃত্ব দেবেন। মিছিলে পতাকা থাকবে। পতাকার ডিজাইন করা দরকার। শিল্পী কে হবেন? সামনেই ছিলেন শিব নারায়ণ দাশ। বলা হলো তাকে। রাত জেগে ডিজাইন করা হলো। সহযোগিতা করেন সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, মার্শাল মনিসহ আরও অনেকে। 'ওরা এগারোজন' খ্যাত অভিনেতা খসরু গেলেন নিউমার্কেটে। রং-তুলি জোগাড় হলো। ডিজাইন করা হলো শাহজাহান সিরাজের রুমে।

পরবর্তীতে নিউমার্কেট এলাকা থেকে আনা হলো কাপড়। শিব নারায়ণ করলেন ডিজাইন। লাল-সবুজের ওপর হলুদ মানচিত্র বসানো পতাকা। এরপর যুদ্ধ শুরু হলে তিনি ছুটে যান। পতাকার নকশার প্রসঙ্গে উঠলে তিনি বলতেন, আমি না থাকলেও তা হতো। বাঙালি জেগে উঠেছে। পতাকা উত্তোলন হতোই। কখনোই এই বিষয়টি নিয়ে প্রচার-প্রসার চাইতেন না। আপাত বিনয়ী মানুষটি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে দুর্বিনীত। আপসহীন। তাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কষ্ট করে চলেছেন। ...মুক্তিযুদ্ধে শিব নারায়ণের অংশগ্রহণের কারণে পাকিস্তানি আর্মিরা নির্মমভাবে হত্যা করলেন সতীশ চন্দ্র দাশকে। শিব নারায়ণ সেই খবর শুনলেন। ঘরে টানাটানি। মনিপুরী পাড়ায় পাঁচতলা বাড়ির ওপর তলায় থাকতেন। বাড়ি ভাড়া দিতে নাভিশ্বাস উঠে যেত। একমাত্র ছেলে অর্ণব আদিত্য। আগে বেসরকারি বিমানের স্টুয়ার্ড ছিলেন। দুর্ঘটনার পর কাজটি আর করতে পারেননি। বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা শিব নারায়ণ দাশের স্ত্রী গীতশ্রী চৌধুরীও বীর মুক্তিযোদ্ধা। গীতশ্রী বর্তমানে বিজ্ঞাপনচিত্র ও নাটকের কাজ করেন। তাতে আয় অঢেল না হলেও চলে যাচ্ছিলেন। তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকেন। শিব নারায়ণ দাশ যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে যান দেরাদুনে। তারপর যুদ্ধ করতে আসেন কুমিল্লায়। মনোহরপুর, বুড়িচং, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কিন্তু কুমিল্লায় যাননি। কারণ পাকিস্তান বাহিনী মাইকে ঘোষণা দিয়েছে, শিব নারায়ণকে কেউ ধরতে পারলে মোটা টাকা দেওয়া হবে পুরস্কার হিসেবে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে যান ভারতে। তার আগে রাজনৈতিক কার্যকলাপ, কার্যক্রমে তিনি ছিলেন সক্রিয়। পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি আর্মিরা তাকে পেলেন না। ধরলেন তার বাবা সতীশ চন্দ্র দাশকে। মুক্তিযুদ্ধে শিব নারায়ণের অংশগ্রহণের কারণে পাকিস্তানি আর্মিরা নির্মমভাবে হত্যা করলেন সতীশ চন্দ্র দাশকে। শিব নারায়ণ সেই খবর শুনলেন। ছিলেন নির্বিকার। স্বভাব বিরুদ্ধ ভূমিকা নিলেন না। কারণ তার কাছে তখন দেশ আগে। তাকে দেখেছি তিনি সবসময় নিজের কাজে ডুবে থাকতেন। গবেষণা আর লেখালেখির মধ্যে থাকতে ভালোবাসতেন। ধর্ম নিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি দেখিনি। খুব যে ধর্মীয় আচার মানতেন তাও না। তাই তিনি শরীর শশ্মানে দাহ করার সুযোগ রাখেননি। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চক্ষু দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর শরীরের বাদবাকি অংশ দান করে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমন নিভৃতচারী মৃত্যুহীন মানুষটি বেঁচে থাকবেন বাঙালির অন্তরে। বেঁচে থাকবেন ইতিহাসের অংশ হয়ে। অরুণ চৌধুরী ।। শিব নারায়ণ দাশের শ্যালক

শিব নারায়ণ সেই খবর শুনলেন। ঘরে টানাটানি। মনিপুরী পাড়ায় পাঁচতলা বাড়ির ওপর তলায় থাকতেন। বাড়ি ভাড়া দিতে নাভিশ্বাস উঠে যেত। একমাত্র ছেলে অর্ণব আদিত্য। আগে বেসরকারি বিমানের স্টুয়ার্ড ছিলেন। দুর্ঘটনার পর কাজটি আর করতে পারেননি। বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা শিব নারায়ণ দাশের স্ত্রী গীতশ্রী চৌধুরীও বীর মুক্তিযোদ্ধা। গীতশ্রী বর্তমানে বিজ্ঞাপনচিত্র ও নাটকের কাজ করেন। তাতে আয় অঢেল না হলেও চলে যাচ্ছিলেন। তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকেন। শিব নারায়ণ দাশ যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে যান দেরাদুনে। তারপর যুদ্ধ করতে আসেন কুমিল্লায়। মনোহরপুর, বুড়িচং, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কিন্তু কুমিল্লায় যাননি। কারণ পাকিস্তান বাহিনী মাইকে ঘোষণা দিয়েছে, শিব নারায়ণকে কেউ ধরতে পারলে মোটা টাকা দেওয়া হবে পুরস্কার হিসেবে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে যান ভারতে। তার আগে রাজনৈতিক কার্যকলাপ, কার্যক্রমে তিনি ছিলেন সক্রিয়। পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি আর্মিরা তাকে পেলেন না। ধরলেন তার বাবা সতীশ চন্দ্র দাশকে। মুক্তিযুদ্ধে শিব নারায়ণের অংশগ্রহণের কারণে পাকিস্তানি আর্মিরা নির্মমভাবে হত্যা করলেন সতীশ চন্দ্র দাশকে

গীতি চলচ্চিত্র 'কাজল রেখা' : সুস্থধারার চলচ্চিত্র বিকাশ ঘটুক

ফাত্তাহ তানভীর রানা

এক সময় বাংলাদেশের ফোক-ফ্যান্টাসি মুভির সমাদর ছিল। মোজাম্মেল হক বকুল পরিচালিত 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বাধীনতাপূর্ব ষাটের দশকে সালাহউদ্দিনের 'রূপবান', দিলীপ সোমের 'সাত ভাই চম্পা', জহির রায়হানের 'বেহুলা', 'রহিম ও রূপবান', খান আতাউর রহমানের 'অরুণ বরুণ কিরণমালা', মহিউদ্দিনের 'গাজী কালু চম্পাবতী', সৈয়দ আউয়ালের 'গুনাই বিবি', রহিম নেওয়াজের 'সুয়োরাণী দুয়োরাণী', ইবনে মিজানের 'পাতাল পুরীর রাজকন্যা' মুভির ব্যবসায়িক সফলতার পরে ফোক-ফ্যান্টাসি মুভি নির্মাণের জোয়ার আসে। এর ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা-উত্তর রূপসনাতন পরিচালিত 'দয়াল মুর্শিদ', ইবনে মিজানের 'আমির হামজা ও ভেলুয়া সুন্দরী', কামাল আহমেদের 'দাতা হাতেম তাঈ', মাসুদ পারভেজের 'নাগপূর্ণিমা', শামসুদ্দিন টগরের 'মহুয়া সুন্দরী', কাজী কামালের 'মৎস্য কুমারী', এফ কবীর চৌধুরীর 'রাজনন্দিনী', ইবনে মিজানের 'লাইলী মজনু', 'পাতাল বিজয়', ইবনে মিজানের 'চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা', এমএ 'মালেকের চাঁদ সওদাগর', তোজাম্মেল হক বকুলের 'গাড়িয়াল ভাই'সহ অনেক মুভি নির্মাণ করা হয়। এই চলচ্চিত্রগুলো কি সবই ব্যবসায়িক সফলতা এনে দিয়েছিল? তা' নয় বরং কিছু সিনেমার ব্যবসা ভালো হয়নি। তবুও সিনেমাগুলো বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়। 'রূপবান', 'অরুন বরুণ কিরণমালা', 'আনারকলি', 'প্রাণ সজনী', 'সুজন সখি'সহ বেশ কয়েকটি মুভি বারবার নির্মিত হয়েছে। এখনো এই সিনেমাগুলোর কথা দর্শকদের মুখে মুখে ফেরে। সিনেমাগুলোতে নীতিকথা ও উপকথার সমন্বয়ে শিক্ষামূলক উপদেশ বাণী থাকতো। দর্শকদের মাঝে আজও ফোক-ফ্যান্টাসি মুভির আবেদন রয়ে গেছে। গিয়াস উদ্দিন সেলিম ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে 'কাজল রেখা' নামের একটা গীতিনাট্যধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। ময়মনসিংহ গীতিকায় যুক্ত হওয়া একমাত্র রূপকথা 'কাজল রেখা' পালা। এই পালার রচয়িতার নাম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলিতে' কাজল রেখা পালার সংক্ষিপ্ত রূপ সংকলিত হয়েছে। ময়মনসিংহ গীতিকা একটি সংকলন গ্রন্থ; যাতে তৎকালীন পূর্ব-ময়মনসিংহ (বর্তমান নেত্রকোনা) অঞ্চলে প্রচলিত দশটি পালাগান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম খ-ের দশটি পালার রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সংগ্রাহক ছিলেন চন্দ্রকুমার দে। এই গানগুলো প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। তবে ১৯২৩-৩২ সালে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এই গানগুলো অন্যদের সহায়তায় সংগ্রহ করেন এবং নিজ সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশ করেন। বিশ্বের ২৩টি ভাষায় ময়মনসিংহ গীতিকা মুদ্রিত হয়। চলচ্চিত্র 'কাজল রেখা' গল্পের শুরুতে জুয়া খেলে হেরে সাধু নিঃস্ব হয়। সোনা-রূপা, হাতি-ঘোড়া, দাস-দাসি সব জুয়াতে চলে যায়। সন্যাসীর দেয়া ধর্মমতি সুখ পাখির কথা মতো আংটি বিক্রি করে ব্যবসা করে ভাগ্য ফিরে। সুখ সাধুর কাছে ধরা দিলেও কাজল রেখার বিয়ে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। সুখ পাখির কথা মতো সাধু মেয়েকে বনবাস দেয়। বনবাসে গিয়ে কাজল রেখা জানতে পারে, এক মৃত প্রায় সুঁচ কুমারের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। সন্যাসী মৃত প্রায় কুমারকে জীবন্ত করার কিছু নিয়ম বলে দেন। সন্যাসীর কথা অমান্য করে কাজল রেখা হাতের কঙ্কন দিয়ে একজন দাসি ক্রয় করেন। কাজল রেখা কঙ্কন দাসিকে মৃত কুমারের ঘুম ভাঙানোর উপায় বলে দিয়ে বিপদে পড়ে। কঙ্কন দাসি সুযোগ বুঝে ঘুমিয়ে থাকা কুমারের চোখের সুঁচ তুলে ফেলে পাতার রস দিলে কুমার সুস্থ হয়ে যায়। প্রতিদান হিসেবে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে কুমার কঙ্কন দাসিকে বিয়ে করেন। কাজল রেখার আগমন ঘটলে, কঙ্কন দাসি কুমারের সাথে কাজল রেখাকে কঙ্কন দাসি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। সন্যাসীর শর্ত মতে, নিজের পরিচয় দিলে কাজল রেখা তার স্বামীকে হারাবে। স্বামীর বাড়িতে দাসি হিসেবে কাজল রেখার কষ্টের দিন শুরু হয়। শত কষ্ট হলেও কাজল রেখা তার পরিচয় দেয় না। কিন্তু রাজকুমার ও মন্ত্রীর সন্দেহ হয়, কাজল রেখা কোন সাধারণ দাসি নয়। কাঞ্চনপুরের জমিদারপুত্রকে দাওয়াত দিয়ে পরীক্ষা নেয়া শুরু হয়। কাজল রেখা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও অপবাদ দিয়ে তাকে গৃহচ্যুত করা হয়। বাণিজ্য শেষে ফিরবার পথে নদী থেকে অসুস্থ কাজল রেখাকে উদ্ধার করে তার ছোট ভাই সাথে নিয়ে বাড়ি ফেরে। কাজল রেখা যখন বনবাসে, যখন তার বাবা ও মা গত হয়েছে। ভাই চিনতে না পেরে বোন কাজল রেখাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কাজল রেখা চুপ থাকে! এক সময় ধর্মমতি সুখ পাখির ভূমিকায় কাজল রেখার ছোট ভাই ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়। এদিকে রাজকুমার খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত কাজল রেখাকে পেয়ে যায়, পেয়ে যায় কাজল রেখার আসল পরিচয়। এভাবে মিলনাত্মক গীতিনাট্যের সমাপ্তি ঘটে। মুভিতে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারজনিত ত্রুটি লক্ষণীয়। কোথাও নেত্রকোনার ভাষা, আবার কোথাও অন্যান্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সংলাপ আরও শাণিত ও কাব্যিক হতে পারতো। হাতি-ঘোড়ার বদলে গরু ব্যবহার বেশি করা হয়েছে। অথচ সেই সময় হাতি ও ঘোড়ার প্রচলন ছিল। মুভিটির বিভিন্ন দৃশ্য আরও গহীন জঙ্গলে শুট করা যেত। রাজার বাড়ি বাঁশের হয়? রাজার আচরণ ও বাস্তবতা বোঝানোর জন্য একটা রাজবাড়ীতেই শুটিং করা উচিৎ ছিল। পরিচালক সেই সময়কে ধরতে পারেননি, যদিও চেষ্টার কার্পণ্যও করেননি। উল্লেখ্য, সত্তর দশকে সফদর আলী ভূঁইয়া পরিচালিত 'কাজল রেখা' নামের আরেকটা চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল; যা ফোক-ফ্যান্টাসি নির্ভর, ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বন করে নির্মিত। এছাড়াও 'কাজল রেখা' লোকজ সংস্কৃতিতে একটা জনপ্রিয় যাত্রাপালার নাম। 'কাজল রেখা' যাত্রাপালার নাম গ্রামবাংলায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। 'কাজল রেখা' কাল্পনিক পালা নাট্যধর্মী চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের খুব কম পরিচালক গীতিপালা নিয়ে প্রকৃত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। গীতিপালা নিয়ে চলচ্চিত্র হলেও তা গীতিপালা থাকেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছে বাণিজ্যিক রূপ। গিয়াস উদ্দিন সেলিম তার কাজল রেখাতে গীতের ব্যবহার করেছেন যথার্থ; বাণিজ্যিক রূপ দেবার চেষ্টার চেয়ে গানের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন; যা মুভিকে অলংকৃত করেছে। 'কাজল রেখা' মুভিতে গল্পের ধারাবাহিকতা রয়েছে; আলোক প্রক্ষেপণ, সেট ডিজাইন, শব্দ ও পোশাক পরিকল্পনা বেশ ভালোমানের। লোকজ সংস্কৃতির বিন্যাসে কলাকুশলীরাও সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। গিয়াউদ্দিন সেলিম দেশীয় গানের যন্ত্র ব্যবহার করেছেন; যা তিনি 'মনপুরা' চলচ্চিত্রে প্রয়োগ ঘটিয়ে অত্যন্ত সফল হন। মনপুরার গান দিয়ে মানুষের মন জয় করলেও কাজল রেখার গান এখনো পর্যবেক্ষণে রয়েছে। কাজল রেখাতে গানের অতি ব্যবহার দর্শকদের বিরক্তির কারণ নয়, বরং ভালোলাগার কারণ। গানগুলো প্রাসঙ্গিক এবং গানের তালে তালে এগিয়ে যায় মুভির গল্প। গানের মাধ্যমে মুভির বিভিন্ন প্লটকে তুলে ধরা হয়েছে। গীতি কাজল রেখার প্রাণ। গীতিপালা আমাদের সংস্কৃতিকে শাণিত করেছে। পরিচালক ফ্যান্টাসি ব্যবহার করেছেন, যা গল্পকে আরও গ্রহণযোগ্য ও বেগবান করেছে। গল্পে ফ্যান্টাসি ব্যবহারে পরিচালক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

সফদর আলী ভূঁইয়া পরিচালিত 'কাজল রেখা' ফোক-ফ্যান্টাসি নির্ভর একটা বাণিজ্যিক মুভি। গিয়াস উদ্দিন সেলিম পরিচালিত 'কাজল রেখা' ময়মনসিংহ গীতিকার প্রকৃত রূপ ফ্যান্টাসির মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান চলচ্চিত্রের দুঃসময়ে 'কাজল রেখা'র চিত্রায়ন সাহসী পদক্ষেপ বটে! এক্ষেত্রে পরিচালক কৃতিত্বের দাবিদার। একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা গিয়াস উদ্দিন সেলিমের কাছ থেকে দর্শকদের যে প্রত্যাশা ছিল, তা পূরণের জন্য চেষ্টায় ঘাটতি রাখা হয়নি। গল্প নির্বাচনে বাঙালিয়ানা ও দেশাত্মবোধের ছাপ লক্ষণীয়। এক সময়ে বাংলাদেশে ফোক ফ্যান্টাসি মুভির জয়-জয়াকার ছিল। 'কাজল রেখা' সিনেমার মাধ্যমে ফোক ফ্যান্টাসি মুভির সুদিন ফিরে আসুক। ফিরে আসুক চলচ্চিত্রের বসন্ত-যৌবন। নন্দিত নির্মাণ ও চিত্রনাট্যের 'কাজল রেখা' দর্শক টানুক সিনেমা হলে; নতুন বাংলা বছরে এই প্রত্যাশা।

[লেখক : ব্যাংকার ও গল্পকার]

এছাড়াও 'কাজল রেখা' লোকজ সংস্কৃতিতে একটা জনপ্রিয় যাত্রাপালার নাম। 'কাজল রেখা' যাত্রাপালার নাম গ্রামবাংলায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। 'কাজল রেখা' কাল্পনিক পালা নাট্যধর্মী চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের খুব কম পরিচালক গীতিপালা নিয়ে প্রকৃত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। গীতিপালা নিয়ে চলচ্চিত্র হলেও তা গীতিপালা থাকেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছে বাণিজ্যিক রূপ। গিয়াস উদ্দিন সেলিম তার কাজল রেখাতে গীতের ব্যবহার করেছেন যথার্থ; বাণিজ্যিক রূপ দেবার চেষ্টার চেয়ে গানের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন; যা মুভিকে অলংকৃত করেছে। 'কাজল রেখা' মুভিতে গল্পের ধারাবাহিকতা রয়েছে; আলোক প্রক্ষেপণ, সেট ডিজাইন, শব্দ ও পোশাক পরিকল্পনা বেশ ভালোমানের। লোকজ সংস্কৃতির বিন্যাসে কলাকুশলীরাও সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন

দাবদাহ রোধে সবুজায়নের বিকল্প কি আছে?

ড. মিহির লাল সাহা

সবুজ পাতার ফাঁকে দোয়েল-শ্যামার মিষ্টি সুরে যেমন মনটা ভরে যায় ঠিক তেমনই তীব্র গরমে ছায়া সুশীতল বাতাসের পরশে শরীরকে শীতল করার কোনো বিকল্প নেই। একদিকে সবুজ বিপ্লব মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা দিয়েছে অন্যদিকে শিল্পবিপ্লব জলবায়ু পরিবর্তন ঘটিয়ে তীব্র গরমে মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তুলেছে। শিল্পবিপ্লব এবং নৃতাত্ত্বিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব ফেলেছে। আর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই প্রতিবছর গ্রীষ্ম মৌসুমে আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে নাভিশ্বাস ওঠা দাবদাহকে। শুধু মানুষই নয় পুরো জীবজগতকেই এক কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই দাবদাহ বা হিট ওয়েভ মোকাবিলার জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদি সবুজ পরিকল্পনা। না করার চেয়ে দেরিতে করাটাও এখন সময়ের দাবি। এই পরিকল্পনায় সরকার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। আমরা সবাই জানি যে, দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থানরত বাংলাদেশের মোট বনভূমি এখন ১০ শতাংশেরও কম বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। একইভাবে ইট-সুরকির শহরে প্রতিনিয়ত কমছে সবুজের অংশ। সভ্যতার রথে চড়ে আমরা যেন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সবুজ আলপনাকে সজ্ঞানে নষ্ট করে চলেছি। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট প্রকৃতিও তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠছে। লেখাটা লেখার সময় স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণী'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' মনে পড়ে গেল। প্রকৃতির প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করতে হবে। হিট ওয়েভে আক্রান্ত বাংলাদেশকে এখনই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ১০ শতাংশ বনভূমিকে সঠিকভাবে বনায়ন এবং পুনরায় বনায়নের মাধ্যমে কমপক্ষে ২০ শতাংশ বনভূমিতে উন্নীত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে কাজ করতে হবে। বনায়ন হলো পতিত ভূমি বা অব্যবহৃত স্থানে একটি বন তৈরি করা। অন্যদিকে পুনঃবনায়ন হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আগুন, ঝড় ইত্যাদির কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া বনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া সামাজিক বনায়ন, উপকূলীয় বনায়ন, কৃষি বনায়ন এবং নাগরিক বনায়নকে প্রণোদনা দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যমান বনভূমিকে সংরক্ষণ এবং পরিচর্যার মাধ্যমে জীবন্ত সবুজ আচ্ছাদনের বনভূমিতে পরিণত করতে হবে। বনায়নের নানা সুবিধা রয়েছে। যেমনড় বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কার্বন সিকোস্ট্রেশন (ঈধৎনড়হ ঝবয়ঁবংঃৎধঃরড়হ)-এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের জন্য বন প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে। ১৯৪০-এর দশকের শুরুতে, গ্রিস, ইসরায়েল, ইতালি, স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকার মাগরিব দেশগুলো অতীতের অপব্যবহারের দ্বারা খালি ঢালে বন পুনরুদ্ধার করার জন্য বিশাল ভূমি পুনরুদ্ধার করেছিল। হিট ওয়েভে আক্রান্ত বাংলাদেশকে এখনই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ১০ শতাংশ বনভূমিকে সঠিকভাবে বনায়ন এবং পুনরায় বনায়নের মাধ্যমে কমপক্ষে ২০ শতাংশ বনভূমিতে উন্নীত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে কাজ করতে হবে.... অর্থনীতির শীর্ষে থাকা চীনে যেখানে বনভূমি একসময় ৩০ শতাংশেরও বেশি জমিতে বিস্তৃত ছিল। নানাবিধ কারণে এটি প্রায় ৭ শতাংশে নেমে এসেছিল। সেই চীনে জলাধার নির্মাণ এবং একটি বিশাল বন রোপণ কর্মসূচিসহ ভূমির সঠিক ব্যবহারের বড় পদক্ষেপের মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে বনভূমির পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত করেছে। আমরাও এই মডেল অনুসরণ করতে পারি। বনায়নের ক্ষেত্রে মাটি, পরিবেশ এবং বনের উপযোগী দ্রুত বর্ধনশীল দেশীয় গাছ নির্বাচনে গুরুত্ব দিতে হবে। দালানকোঠার শহরের ফাঁকা স্থানগুলো গাছের আবরণের প্রভাব অনস্বীকার্য। একটি জরিপে বলা হয়েছে যে, ৩০ শতাংশ গাছের সবুজ আচ্ছাদন প্রায় ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পারদের লেভেল কমিয়ে আনতে পারে। এখনই নগর পরিকল্পনাবিদদের সবুজ অবকাঠামো সৃষ্টিতে ফোকাসসহ নগর পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। ইট-সুরকির শহরগুলো সবুজ করার পাশাপাশি বিদ্যমান গাছগুলো সুস্থ সবল এবং দীর্ঘজীবী করার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। গাছ লাগানোর নির্ধারিত স্থান বনাম একটি প্রাপ্তবয়স্ক গাছের জন্য প্রয়োজনীয় বায়বীয় স্থানটি গাছের প্রজাতি নির্বাচন করার জন্য একটি মৌলিক মানদণ্ড বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন দেবদারু (Polyalthia longifolia) বৃদ্ধির প্রকৃতি হলো স্তম্ভাকার, অন্যদিকে অশ্বত্থ (Ficus religiosa) ছাতার মতো বিস্তৃত কিন্তু ততটা লম্বা নয়। বকুল (Mimusops elengi) একটি সুন্দর গোলাকার আকৃতির কিন্তু খুব একটা বড় হয় না। তাই বকুল চওড়া রাস্তার জন্য ভালো গাছ হবে না। অপরদিকে বহেড়া (এঁবৎসরহধষরধ নবষ-ষরৎরপধ) একটি বড় গাছ, ছোট রাস্তার পাশে মানানসই হবে না। এসব বিবেচনায় শহরে সবুজায়নের ক্ষেত্রে স্থান, ভৌত পরিবেশ এবং জননিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় নিয়ে দেশীয় গাছ নির্বাচন করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে গাছগুলো যেমন শোভাবর্ধন করবে, ফুল-ফল দেবে তেমনি সবুজ আচ্ছাদনের মাধ্যমে শীতল পরিবেশ তৈরি করবে। সেই বিবেচনায় রাস্তার পাশের গাছ হিসেবে নিম (Azadirachta indica), অশোক (Saraca asoca), বকুল (গরসঁংড়ঢ়ং বষবহমর), অশ্বত্থ (Ficus religiosa), সোনালু (ঈধংংরধ ভরংঃঁষধ), ছাতিম (Alstonia scholaris), তেঁতুল (ঞধসধৎরহফঁং রহফরপধ) ইত্যাদি দেশীয় গাছ রোপণের পরিকল্পনা নিতে হবে। এতে দেশীয় জীববৈচিত্র্যও রক্ষা হবে। সবুজ গাছপালা যেমন ছায়া দিয়ে আমাদের স্বস্তি দেয় তেমনই তাদের জৈবিক কাজের অংশ হিসেবে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে শীতল বাতাস দেয়, যাকে ইভাপোট্রান্সপিরেশন (Evapotranspiration) বা বাষ্পীয়-প্রস্বেদন বলা হয়। প্রস্বেদন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে গাছ এবং গাছপালা তাদের শিকড় দ্বারা শোষিত পানি সবুজ পাতার মাধ্যমে জলীয় বাষ্প বাতাসে ছেড়ে দিয়ে পরিবেশকে শীতল রাখে। একই সাথে ছেড়ে দেওয়া জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে পৃথিবীকে শীতল রাখে। তাই সবুজ গাছপালা বৃদ্ধি করে ইভাপোট্রান্সপিরেশনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের তাপ শোষণ করে বাতাসকে ঠান্ডা রাখা। তিন দশকে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি বিশেষ করে এসি বা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার ঘরে এবং যানবাহনে আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যত বেশি গাছ তত বেশি বাষ্পীভবন। ফলশ্রুতিতে শহর এলাকায় বায়ুর তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হবে। বৃক্ষ এবং গাছপালা একটি তাপ প্রশমন কৌশল হিসেবে সবচেয়ে বেশি উপযোগী যখন ভবনের আশেপাশে কৌশলগত স্থানে তা রোপণ করা হয়। পার্কিং স্থানে এবং রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলার পথগুলো ছায়া প্রদানের জন্য গুল্মজাতীয় গাছ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। গাড়িকে ঠান্ডা স্থানে রাখলে গাড়ি যেমন ঠান্ডা থাকবে তেমনই এসির ব্যবহার কম হবে। এর ফলে কিছুটা হলেও গাড়ি থেকে কম তাপ নির্গত হবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, পশ্চিম দিকে চিরহরিৎ জাতীয় গাছ বা লতা জাতীয় গাছ লাগিয়ে ভবনকে ঠান্ডা রাখার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি। বিশেষ করে গাছগুলো জানালা এবং ভবনের ছাদের অংশে ছায়া দিয়ে বাসস্থলকে ঠান্ডা রাখে। শহরাঞ্চলে তাপপ্রবাহের প্রভাব কমাতে বৃক্ষ এবং সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। সেই বিবেচনায় ছায়া প্রদানকারী গাছ নির্বাচন করে দ্রুত সবুজায়ন করা। সড়ক দ্বীপগুলোয় গুল্মজাতীয় গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করা। উন্মুক্ত স্থানগুলোয় কার্পেট ঘাস বা কার্পেট জাতীয় লতানো গাছ দিয়ে মাটিকে ঢেকে দিয়ে মাটিকে উত্তপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা।

তিন দশকে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি বিশেষ করে এসি বা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার ঘরে এবং যানবাহনে আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। সূর্যরশ্মির সাথে পাল্লা দিয়ে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে। যে পরিমাণ এসি লাগানো হয়েছে সেই পরিমাণ গাছ লাগানো হয়নি। তাই ব্যবহৃত এসির সংখ্যার তুলনায় সবুজায়নের সম্পর্ক খুবই ঋণাত্মক। এই কারণে ঘরের অভ্যন্তরে শীততাপ যন্ত্র ব্যবহারের পরিবর্তে ছায়া পছন্দকারী গাছ ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরকে শীতল রাখার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে হবে। ঘরের বাইরে সবুজ ছাদের ব্যবস্থা করা। সবুজ ছাদ হলো এমন ছাদ যা গাছপালা দিয়ে আচ্ছাদিত রেখে ভবনগুলো ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করতে পারে। বৃক্ষ রোপণ এবং সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শহরাঞ্চলকে হিট ওয়েভ বা দাবদাহের হাত থেকে রক্ষা পেতে বাস্তবিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। সবুজ গাছপালার সাথে শহরাঞ্চলে জলাধারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবেশকে ঠান্ডা রাখতে গাছপালার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণ জলাধার বা জলাভূমির গুরুত্ব রয়েছে। ১৯ এপ্রিল ২০২৪ প্রতিদিনের বাংলাদেশ এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, একটি বাসযোগ্য শহরে কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ জলাশয় থাকা দরকার হলেও ঢাকার তা আশঙ্কাজনকভাবে কমছে। রাজধানীর জলাধারগুলো নির্বিচার দখলের শিকার। ড্যাপ (ঢাকা বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা), নগর উন্নয়ন আইন, জলাধার সংরক্ষণ আইন ও পরিবেশসংক্রান্ত আইনকে অমান্য করে পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ার ডিআইটি পুকুর দখলসহ এই নগরীর আরও বিভিন্ন পুকুর-জলাধার দখল ও ভরাট হচ্ছে, যা খুবই উদ্বেগের বলে উল্লেখ করেছেন পরিবেশবাদী ও সংরক্ষণকর্মীরা। দাবদাহের কথা আসলেই জলাধারের বিষয়টি উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। তাই দাবদাহ বা হিট ওয়েভের কথা মাথায় রেখে সার্বিক বিবেচনায় ঢাকা শহরকে একটি বাসযোগ্য শহর করতে হলে দেরি না করে জলাধার সংরক্ষণ এবং দ্রুত সবুজায়নের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের জন্য এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ শীতল দেশ গড়ে তুলি।

ড. মিহির লাল সাহা ।। অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইউক্রেনের জন্য মার্কিন কংগ্রেসে ৬১ বিলিয়ন ডলারের বিল পাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র পার্লামেন্টের প্রতিনিধি পরিষদে শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার আগ্রাসন ঠেকাতে লড়াইরত ইউক্রেনকে নতুন করে সামরিক সহায়তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিল পাস হয়েছে। তবে বিলম্বিত এই পদক্ষেপের বিরোধিতাও হয়েছে কংগ্রেসে। পাশাপাশি ৬১ বিলিয়ন ডলারের এই প্যাকেজটি পেতে একটি ভঙ্গুর দ্বিদলীয় সমঝোতা হয়েছে। এখন সবার নজর হবে, কখন এই সহায়তা পৌঁছবে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এটি কয়েক দিনের মধ্যে শুরু হবে। এ দিকে এর মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বহির্বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের বিষয়ে একটি 'পরিষ্কার বার্তা' দিলেন। বিলটি পাসের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, 'গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বৈশ্বিক গুরুত্ব সব সময়ই থাকবে এবং যুক্তরাষ্ট্র যত দিন এর সুরক্ষায় সহায়তা করবে তত দিন এটি ব্যর্থ হবে না।' তিনি আরো বলেন, এই সহায়তা যুদ্ধের সম্প্রসারণ ঠেকাতে এবং হাজারো জীবন বাঁচাতে সহায়তা করবে। অন্যদিকে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ পাল্টা প্রতিক্রিয়াতে বলেছেন, এই প্যাকেজ 'যুক্তরাষ্ট্রকে আরো ধনী বানাবে, ইউক্রেনকে আরো ধ্বংস করবে এবং ফলাফলস্বরুপ এমনকি আরো বেশী ইউক্রেনীয়র মৃত্যু দেখা যাবে'। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরু করেন। এরপর থেকে উভয় পক্ষের হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যাদের অধিকাংশই সেনা। ইউক্রেনের লাখ লাখ মানুষকে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছে। শনিবার পাস হওয়া ওই বৈদেশিক সহায়তা প্যাকেজ বিলে আরো আছে ইসরায়েলের জন্য ২৬.৪ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা এবং গাজার জন্য ৯.১ বিলিয়ন ডলারের মানবিক সহায়তা। 'কমিউনিস্ট চীনকে জবাব দিতে' তাইওয়ানসহ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সহযোগীদের জন্য ৮.১ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা। এ ছাড়া চীনভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টিকটককে তার একাংশ বিক্রি বা যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করতেও একটি বিল পাস করেছে কংগ্রেস। ৩১১-১১২ ভোটে বিলটি পাসের সময় কংগ্রেস সদস্যরা তুমুল করতালি দিয়ে স্বাগত জানান। কেউ কেউ ইউক্রেনের পতাকা নাড়ান। বিলটি এখন সিনেটে যাবে এবং আশা করা হচ্ছে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সেখানে এটি অনুমোদিত হবে। এরপর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্বাক্ষরের পর এটি আইনে পরিণত হবে। ওদিকে 'ইতিহাসের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য' পার্লামেন্টে উভয় দলের চেষ্টার প্রশংসা করেছেন বাইডেন। একই সঙ্গে তিনি দ্রুত বিলটির অনুমোদন দেওয়ার জন্য সিনেটের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ইরানে ইসরায়েলের হামলা, স্যাটেলাইটে ক্ষয়ক্ষতির ছবি প্রকাশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সম্প্রতি ইরানের হামলার জবাব হিসেবে তেহরানে হামলা চালায় ইসরায়েল। যদিও ইরানের হামলার তুলনায় ইসরায়েলের হামলা খুবই ছোট আকারের ছিল এবং কয়েকটি ড্রোন দিয়ে হামলার চেষ্টা করা হয়েছে। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় প্রকাশিত স্যাটেলাইট চিত্র থেকে দেখা গেছে, শুক্রবার ভোরে ইসরায়েলি হামলার পর ইরানের বিমান ঘাঁটিতে সম্ভাব্য ক্ষতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিবিসি ভেরিফাই দুটি ছবি বিশ্লেষণ করেছে যাতে দেখা যাচ্ছে ইসফাহানের একটি বিমানঘাঁটিতে একটি বিমান-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে, ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। যদিও ইসরায়েলের কোনো কর্মকর্তা ওই হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। এমনকি ইসরায়েলের পক্ষ থেকেও আনুষ্ঠানিকভাবে ওই হামলার দায় স্বীকার করা হয়নি। যদিও ইরান বলছে, কয়েকটি ড্রোন দিয়ে হামলার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এগুলো তারা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে দেশটির এক কর্মকর্তা বলেন, মার্কিন গণমাধ্যমের খবর সত্য নয়। ইরানের চালানো হামলার জবাব দিতে পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। গত শনিবার ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। তেহরানের ওই হামলার জবাব দেওয়া
হবে এমনটা আগেই স্পষ্ট করেছিল তেল আবিব। পুরো সপ্তাহজুড়েই ইসরায়েলের পশ্চিমা মিত্র বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন দেশটির সরকারকে তাগিদ দিয়ে আসছিল যেন ইরানি হামলার জবাবে বড় ধরনের পাল্টা হামলা চালানো না হয়। যদিও ইরানের হামলা রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। কারণ ইসরায়েলের ভূখণ্ডে প্রথমবারের মতো এ ধরনের হামলা চালিয়েছে তেহরান। কিন্তু সেটাও আসলে ছিল একটা প্রতিশোধ। গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। এর আগে শুক্রবার মার্কিন টিভি নেটওয়ার্ক এবিসি নিউজ এক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানায়, ইরানের একটি স্থানে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। ইরানের ফার্স নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, ইরানের ইসফাহান বিমানবন্দরে একটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ইরানের 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর সাইবারস্পেস'-এর পক্ষ থেকে সে সময় ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করা হয়।

ভারত-চীন রেষারেষির মধ্যেই মালদ্বীপে চলছে ভোটগ্রহণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ভারতকে পিঠ দেখিয়ে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জুর নীতির পরীক্ষা নিতে গতকাল রোববার মালদ্বীপের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন দেশটির নাগরিকরা। মালদ্বীপের নির্বাচনি দপ্তরের প্রধান ফুয়াদ তৌফিক দেশটির দুই লাখ ৮৪ হাজার ৬৬৩ জন ভোটারকে দিনের শুরুতেই ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। দ্বীপমালার দেশটিতে সাড়ে নয় ঘণ্টা সময় জুড়ে চলবে ভোটগ্রহণ। প্রথম ভোটার হিসেবে গতকাল রোববার সকালে রাজধানী মালেতে তাজউদ্দিন

স্কুলে ভোট দিয়েছেন ৪৫ বছর বয়সী মুইজ্জু। খবর এএফপির। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ব্যয়বহুল অবকাশ গন্তব্য হিসেবে পরিচিত সাদা বালুর সমুদ্র সৈকত ও রিসোর্টের এই দ্বীপপুঞ্জের দেশটি সাম্প্রতিক সময়ে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক হটস্পট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিষুব রেখা ধরে ৮০০ কিলোমিটার বিস্তৃত এক হাজার ১৯২টি ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপের সারি পূর্ব-পশ্চিম বৈশ্বিক সমুদ্র বাণিজ্যের অন্যতম পথ হিসেবে নিজের অবস্থানকে আরও শাণিত করছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোহামেদ মুইজ্জু বিজয়ী হওয়ার পর গত সপ্তাহে চীনপন্থি সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ ইয়ামিন কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন। দুর্নীতির দায়ে তার ১১ বছরের জেল হয়েছিল। এ মাসের পুরোটা জুড়ে চলে পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা। এ সময়টাতেই বিশাল কয়েকটি অবকাঠামো প্রকল্পের ঠিকাদারি কাজ দেওয়া হয় চীনা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিকে। এ ছাড়া মুইজ্জু সরকার দেশটি থেকে ৮৯ সদস্যের ভারতীয় সেনাবহর প্রত্যাহারেও কাজ করে যাচ্ছে। নয়াদিল্লির দেওয়া বিমানের মাধ্যমে মালদ্বীপের বিশাল সমুদ্রসীমায় টহল দেওয়ার জন্য তারা কাজ করছিল। বর্তমান পার্লামেন্টে মুইজ্জুর সদ্য পূর্বসুরী হওয়া ভারতপন্থি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহর নেতৃত্বাধীন মালদ্বীপ ডেমোক্রেটিক পার্টি (এমডিপি) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ছিল। মুইজ্জু ক্ষমতায় আসার পর তার দল পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস (পিএনসি) পার্লামেন্টে বেশ বিরোধীতারই মুখে পড়েছে।

ভারতের মণিপুরে সহিংসতায় ১১ কেন্দ্রে ভোট বাতিল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের লোকসভা নির্বাচনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মনিপুরের ১১ ভোটকেন্দ্রে সহিংসতা ও ভোটিং মেশিন ভাঙচুরের কারণে ভোট বাতিল করা হয়েছে। আজ সোমবার আবারও এই কেন্দ্রগুলোতে ভোট নেওয়া হবে। খবর রয়টার্সের। মনিপুরের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা শনিবার দিনের শেষে এক বিবৃতিতে জানান, নির্বাচন কতৃপক্ষ ১১ ভোটকেন্দ্রের ভোট বাতিল করেছেন এবং নতুন করে ভোটগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তার দল বিজেপি আবারও নির্বাচনে জিতে টানা তিনবারের মতো ভারতের শাসনভার গ্রহণ করবেন-এমনটাই পূর্বাভাষ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস পার্টি অনিয়মের অভিযোগ তুলে মনিপুরের ৪৭টি কেন্দ্রে ভোট বাতিল ও আবারও ভোট গ্রহণের দাবি করেছে। কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, এসব কেন্দ্রে ভোটিং বুথ দখল করে কারচুপি করা হয়েছে। সহিংসতার ঝুঁকি থাকলেও মনিপুরের অসংখ্য মানুষ শুক্রবার ভোট দিতে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হন। গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ভারতের সাধারণ নির্বাচন। ১ জুন পর্যন্ত এই নির্বাচন চলবে। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মনিপুরে জাতিগত সংঘর্ষে অন্তত ২২০ জন বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াজুড়ে তীব্র দাবদাহ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াজুড়ে প্রচণ্ড গরম পড়তে শুরু করেছে এ মাসের শুরু থেকেই। জলবায়ু-সম্পর্কিত অসুস্থতার ঝুঁকি বেড়ে গেছে। ৪ এপ্রিল মালয়েশিয়ায় হিটস্ট্রোকে তিন বছর বয়সী এক শিশু মারা যায়। ওই সপ্তাহে ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চলে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা দেখা দিতে শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ফিলিপাইনে একই সময় তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার হয়ে যায়। এতে শত শত স্কুল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এপ্রিলের শুরু থেকেই এখানে প্রচণ্ড দাবদাহ দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলছেন, শিগগিরই এ থেকে পরিত্রাণ নেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশ হচ্ছে ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, পূর্ব তিমুর, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। এ দেশগুলোতে সাড়ে ৬৭ কোটি মানুষের বসবাস। জলবায়ুবিশেষজ্ঞ ম্যাক্সিমিলিয়ানো হেরেরা সিএনএনকে বলেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাপমাত্রা অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা উঠেছে থাইল্যান্ডে। দেশটিতে গত ১৩ মাস ধরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির রেকর্ড ভাঙছে। এখানকার তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেড়েই চলেছে। হেরেরা বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম গত বছর তাপমাত্রা ছিল অসহনীয়। কিন্তু এ বছর সে রেকর্ডও ভেঙে গেছে। ব্যাংককের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামেই না। এপ্রিলজুড়ে রাতের তাপমাত্রাও এর চেয়ে কমে নামবে না। এই জলবায়ুবিশেষজ্ঞ সতর্ক করে বলেন, তাপমাত্রা বৃদ্ধির যে প্রবণতা তা অনিবার্য। এই অঞ্চলকে এপ্রিলের বাকি সময় ও মে মাসজুড়ে তীব্র গরম সহ্য করার প্রস্তুতি রাখতে হবে।

গাজার খান ইউনিসে গণকবর শনাক্ত, মিলল ৫০ লাশ

আন্তর্জাতিক ডেস্কম : এবার গাজার খান ইউনিসের নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সে মিলল গণকবর। সেখান থেকে ৫০টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খান ইউনিসের নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সে ৫০ টি মৃতদেহ-সম্বলিত একটি গণকবর উন্মোচন করেছে ফিলিস্তিনি জরুরি পরিষেবা। পরিষেবাটি বলেছে, 'আমাদের দলগুলো আগামী দিনে অবশিষ্ট শহীদদের খোঁজে তাদের অনুসন্ধান এবং পুনরুদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখবে। কারণ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এখনও (গণকবরে) রয়েছে।'

মধ্য আফ্রিকায় নৌকাডুবি, কমপক্ষে ৫৮ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মধ্য আফ্রিকার বাঙ্গুইয়ে একটি নৌকাডুবিতে কমপক্ষে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধারনক্ষমতার চেয়েও বেশি লোক ওঠায় মকো নদীতে শুক্রবার নৌকাটি ডুবে যায়। নৌকায় প্রায় তিনশ' লোক ছিল, তারা সেখানকার একজন গ্রামপ্রধানের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিল। খবর চীনা বার্তা সংস্থা জিনহুয়া'র।

তিনশ'রও বেশি মানুষ ওঠাতে নৌকাটিতে আর জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। অনেকে বসারও সুযোগ পায়নি, অধিকাংশই দাঁড়িয়ে ছিল। একজন গ্রামপ্রধানের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাচ্ছিল তারা। নৌকাটি যাত্রা শুরু করার সামান্য সময় পরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং ডুবে যায়। দুর্ঘটনার প্রায় ৪০ মিনিট পরে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। বাঙ্গুইয়ের সিভিল প্রটেকশনের প্রধান থমাস ডিমাসি রেডিও গুইরাকে জানান, তারা ৫৮ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন। তবে সবমিলিয়ে কতজন ডুবে মারা গেছেন, তা তারা বলতে পারেননি। প্রত্যক্ষদর্শী ও সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন ভিডিও থেকে দেখা যায়, প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে জানান, উদ্ধারকাজ মূলত পরিচালিত হয় ডুবে যাওয়া মানুষদের আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে। বার্তাসংস্থা এএফপির একজন সাংবাদিক জানান, শনিবারেও তিনি সেখানে সিভিল প্রটেকশন দলের কোনো লোককে দেখতে পাননি।

বিনোদন

দুর্ঘটনায় হাড় ভেঙে গেছে অভিনেত্রীর

বিনোদন: দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন ভারতীয় হিন্দি টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠি। দুর্ঘটনায় অভিনেত্রীর হাতের দুটো হাড় ভেঙে গেছে। বর্তমানে মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। তবে এখন একটু ভালো আছেন তিনি। জানা গেছে, গত ১৮ এপ্রিল বিকেলে উঁচু স্থান থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পান দিব্যাঙ্কা। এতে তার বাঁ হাতের দুটো হাড় ভেঙে গেছে। তবে কোথা থেকে কীভাবে পড়েছিলেন, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। ইতোমধ্যে শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে নেটমাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন দিব্যাঙ্কা। রোববার সেই ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন তার স্বামী অভিনেতা বিবেক দাহিয়া। এতে দিব্যাঙ্কা বলেন, আমার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে এবং আমাকে হাসপাতাল থেকেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়েছে। আমার শারীরিক উন্নতি দেখে চিকিৎসকরাও দারুণ আনন্দিত। ভিডিওতে অভিনেত্রী আরও বলেন, আমি আপনাদের অনেক মেসেজ পেয়েছি। কিন্তু জবাব দিতে পারি-নি। কারণ ওই সময়ে আমার প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। আমি ট্রমাটিক সময় পার করেছি।

দর্শকের জন্য বড় সংবাদ মেহজাবীনের

বিনোদন ডেস্ক : জন্মদিনের দিনই সিনেমা হলের সিনেমার ঘোষণা! তাও আবার প্রথমবারের মতো প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে সিনেমাটি। মেহজাবীন চৌধুরীর জন্য এ যেনো স্বপ্নের দিনের মতো। সেই সাথে তার দর্শকের জন্যও বড় সংবাদ। শঙ্খ দাশগুপ্তের পরিচালনায় এবার বড় পর্দায় 'প্রিয় মালতী' হয়ে হাজির হবেন মেহজাবীন চৌধুরী। ফ্রেম পার সেকেন্ড ও চরকির যৌথ প্রযোজনায় সিনেমাটি এ বছরের কোনো একটা সময় মুক্তি দেয়া হবে সিনেমা হলে। ১৯ এপ্রিল বিকেলে অর্থাৎ মেহজাবীনের জন্মদিনেই ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে জমকালো এক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে সিনেমার ঘোষণা দেয়া হয়। প্রথমেই মঞ্চে আসেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও নুসরাত ইমরোজ তিশা। মেহজাবীনকে নিয়ে দেন মজার কিছু তথ্য। তিশা বলেন, 'মেহজাবীন তার জেনারেশনের সবচেয়ে পাওয়ারফুল অভিনেত্রী। সে নিজেকে দুর্দান্ত ভাবে প্রস্তুত করেছেন সিনেমার জন্য।' এরপর মঞ্চে আসেন আশফাক নিপুন ও এলিটা করিম। তারাও জানান মেহজাবীনকে নিয়ে মজার কিছু তথ্য। আশফাক নিপুন বলেন, 'মেহজাবীন অভিনয়ে নিজেকে যেভাবে গড়েছেন সেটা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।' ফ্রেম পার সেকেন্ড-এর প্রযোজক আদনান আল রাজীব বলেন, 'প্রডিউসিং কাজটা আমার জন্য একটু ভিন্ন। প্রথমত, পুরো বিশ্বে প্রডিউসিং মানে শুধু টাকা বিনিয়োগ না। এটা আসলে ক্রিয়েটিভ-এর সাথে থাকা, টিজি কারা হবে, গল্পটা কেমন হবে, সিনেমা মুক্তি নিয়ে কাজ করা। এটা পুরো একটা প্রক্রিয়া। আমি এই প্রক্রিয়াটার সাথেই থাকতে চেয়েছি। আর দ্বিতীয়ত, প্রিয় মালতী-এর গল্পটা একদম ইউনিক। এই গল্পটা শঙ্খ (পরিচালক) যখন আমাদের সাথে শেয়ার করে তখনই সবাই পছন্দ করি।

আতিফের সাথে ছবি পোস্ট সাদিয়া আয়মানের

বিনোদন ডেস্ক : সম্প্রতি পাকিস্তানের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আতিফ আসলাম বাংলাদেশে এসেছিলেন। গান গেয়ে মাতিয়েছেন মঞ্চ। ১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এই কনসার্টে অংশ নিয়েছিলেন অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগীরা। উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন নামি তারকারাও। তাদের মধ্যে ছিলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেছেন 'কাজলরেখা' খ্যাত অভিনেত্রী। সাদিয়ার পোস্টে করা ছবিতে দেখা যায়, আতিফের সাথে সেলফি তুলছেন তিনি। এ বিষয়ে গণমাধ্যমে সাদিয়া আয়মান বলেন, অনেকদিন ধরেই ইচ্ছে ছিল আতিফ আসলামের কনসার্টে যাওয়ার। আর এ কারণেই গিয়েছিলাম। সেখানে খুব অল্প সময়ের জন্য তার (আতিফ আসলাম) সাথে কথা বলা ও ছবি তোলার সুযোগ হয় আমার। আসলে আমাদের কয়েকজনের গ্রিনরুমে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

তবে সেভাবে কথা হয়নি। শুধু তাকে বলেছিলাম, আপনার গান আমার খুব ভালো লাগে। আমি কি একটা সেলফি তুলতে পারি? এরপর ছবি তোলা হয়। সাদিয়া আরও বলেন, আতিফ আসলাম খুবই বিনয়ী মানুষ। সবমিলিয়ে বলতে গেলে আমার দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে।

১২ বছর পর আসছে দলছুটের অ্যালবাম

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় ব্যান্ড 'দলছুট' গড়ে তুলেছিলেন সঞ্জীব চৌধুরী। প্রখ্যাত এই গায়ক-সাংবাদিক প্রয়াত হন ২০০৭ সালের ১৯ নভেম্বর। এরপর ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় ব্যান্ডটির সর্বশেষ অ্যালবাম 'আয় নিমন্ত্রণ'। দীর্ঘ ১২ বছর পর আবার নতুন অ্যালবাম নিয়ে আসছে 'দলছুট'। এবারের অ্যালবামের নাম রাখা হয়েছে প্রয়াত সঞ্জীবের নামেই 'সঞ্জীব'। উৎসর্গও করা হয়েছে তাঁকে। অ্যালবামের গানগুলোতে ফুটে উঠেছে সঞ্জীবের প্রতিচ্ছবি। দলটির প্রধান ও ভোকালিস্ট বাপ্পা মজুমদার বলেন, 'সঞ্জীব চৌধুরীকে নিয়ে সব সময় আমাদের একটা ভালোবাসার জায়গা আছে। তাঁর প্রতি সেই ভালোবাসা উদযাপন করতেই আমাদের এই অ্যালবাম। তাঁকে নিয়ে আমাদের ভাবনাগুলো ফুটে উঠবে গানে। সঞ্জীব দাদাকে আমরা ভালোবাসি, মিস করি এখনো। তাই তাঁকেই ট্রিবিউট করেছি অ্যালবামটি।' জানা গেছে, অ্যালবামটি দীর্ঘ আট বছর ধরে সাজানো হয়েছে। গত শনিবার স্বাধীন মিউজিকের অ্যাপে মুক্তি পেয়েছে পুরো অ্যালবাম। কিছুদিনের মধ্যে অনলাইন ও অন্যান্য প্ল্যাটফরমে গানগুলো প্রকাশ করা হবে। অ্যালবামটিতে গান লিখেছেন কবির বকুল, জুলফিকার রাসেল, শেখ রানা, রাসেল ও'নীল [প্রয়াত], ইন্দ্রনীল, মাস মাসুম, শাহান কবন্ধ ও দীপন। গানগুলোর শিরোনাম 'সঞ্জীব', 'তুমি যাও', 'গানের শুরুটা', 'তুমি আছ নাকি', 'মন কারিগর', 'শূন্য লাগে', 'দুটো মানুষ', 'মেঘ জমেছে', 'তার ছায়ায়', 'প্রবঞ্চনা' ও 'মন দাবাড়ু'। বাপ্পা বলেন, 'গানগুলো সব মেলোডিনির্ভর। তবে রক ও ফোক ধাঁচের গানও আছে। সেই সঙ্গে শ্রোতারা পাবেন দলছুটের নিজস্ব ধারাও।' 'দলছুট' ব্যান্ডের বর্তমান লাইনআপ-ভোকাল ও গিটার বাপ্পা মজুমদার, গিটারে মাসুম ওয়াহিদুর, বেইস গিটারে জন শার্টন, ড্রামসে ডানো শেখ, কি-বোর্ডে সোহেল আজিজ, ম্যানেজার শাহান কবন্ধ।

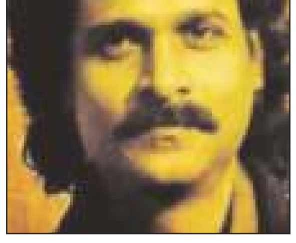

তুফান সিনেমায় চঞ্চল চৌধুরী?

বিনোদন ডেস্ক : নাটক, ওয়েব সিরিজ, সিনেমা যেকোনো মাধ্যমে অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী মানেই দর্শকদের কাছে বাড়তি উন্মাদনা। তাছাড়া প্রতিটি কাজে ভিন্ন ভিন্ন চঞ্চলের উপস্থিতি আর অভিনয় মুগ্ধ করে সবাইকে। গুণী এই অভিনেতা বর্তমানে দুই বাংলায় সমানতালে নিজের মুন্সিয়ানা দেখিয়ে যাচ্ছেন। এর ভেতর দেশের গণমাধ্যমগুলোতে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে, 'পরাণ' খ্যাত পরিচালক রায়হান রাফি ঈদুল আজহা উপলক্ষে নির্মাণ করছেন আলোচিত সিনেমা তুফান। যেখানে অভিনয় করছেন চঞ্চল চৌধুরী। শুধু তাই নয়, বরাবরের মতো এই সিনেমাতেও নিজেকে ভাঙছেন তিনি। তুফানে ভিলেন রূপে হাজির হবেন এই অভিনেতা। এরইমধ্যে নাকি চঞ্চলের সঙ্গে এ বিষয়ে সকল আলাপ-আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। যদিও এ প্রসঙ্গে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি 'তুফান' সিনেমার সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে। অন্যদিকে চঞ্চল বর্তমানে অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সুচিত্রা সেন চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে সেখানে গেছেন তিনি। তাই বিষয়টি নিয়ে তার সঙ্গেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, তুফান সিনেমাটি নিয়ে ঈদুল আজহায় পর্দায় আসবেন সুপারস্টার শাকিব খান। বর্তমানে তিনি সিনেমাটির শুটিংয়ে ভারতে অবস্থান করছেন। জানা গেছে, একজন গ্যাংস্টারের গল্পে তৈরি হচ্ছে তুফান সিনেমা। যেখানে উঠে আসবে নব্বই দশকের চিত্র। সে সময়ের এক নামকরা গ্যাংস্টারের কাহিনি নিয়েই এগিয়ে যাবে তুফানের গল্প। সিনেমাটিতে তার বিপরীতে অভিনয় করছেন কলকাতার মিমি চক্রবর্তী ও বাংলাদেশের মাসুমা রহমান নাবিলা। খলনায়ক হিসেবে শোনা গিয়েছিল কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তের নামও। কিন্তু নির্মাতা ও প্রযোজক সকলেই শুরু থেকে বিষয়গুলো আড়ালে রাখতে চাইছেন। সেই জায়গা থেকে চঞ্চলের অভিনয়ের খবর আদৌ শতভাগ সত্য, নাকি গুঞ্জনে বন্দি থাকবে সেটা হয়তো শিগগিরই জানা যাবে।

সৌদি আরবে ৬৬ সিনেমা হলে আয় ৩.৭ বিলিয়ন

বিনোদন ডেস্ক : দি আরবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সিনেমা হল এবং সিনেমা প্রদর্শনীর স্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে সৌদি আরবে ফের চালু করার পর সম্প্রতি ৬ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে সৌদি আরব। গালফ নিউজের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সৌদিতে সিনেমা হল রয়েছে ৬৬টি। যা আরব বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। এসব হলে রয়েছে ৬১৮টি পর্দা। ২২টি শহরজুড়ে থাকা এসব সিনেমা হলে ৬৩ হাজার ৩০০ আসন রয়েছে। গত ছয় বছরে সৌদিতে প্রায় ১ হাজার ৯০০ সিনেমা প্রদর্শিত হয়েছে। যার মধ্যে ৪৫টি সৌদির নিজস্ব। এসব সিনেমা প্রদর্শনীর মাধ্যমে আয় হয়েছে ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন রিয়াল। শুধুমাত্র গত বছর দেশটিতে ১৬ হাজার ৬০০ মিলিয়ন টিকেট বিক্রি হয়েছে। সিনেমা প্রদর্শনীর পাশাপাশি সিনেমা বিষয়ক বিভিন্ন উৎসবও আয়োজন করছে সৌদি। গত সপ্তাহে দেশটিতে গালফ সিনেফা উৎসব হয়। আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সৌদি। গত মাসে সৌদি ফিল্ম কমিশন চীনের বোনা ফিল্ম গ্রুপের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এরমাধ্যমে সৌদির ছবি চীনের বাজারে প্রবেশের সুযোগ পায়। এ ছাড়া এই চুক্তির মাধ্যমে এই দুই দেশ প্রশিক্ষণ।

উপজেলা নির্বাচনকে সামনে রেখে গণসংযোগ

দাকোপ, খুলনা প্রতিনিধি : আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দাকোপে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে সাম্ভব্য প্রার্থী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শেখ আবুল হোসেন তিনি উপজেলার পানখালী ও বাজুয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী গনসংযোগ, কর্মী সভা শেষে চুনকুড়ি ডাঙ্গাপাড়া অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় আসন্ন নির্বাচনে সকলের সমর্থন দোয়া ও আশিবাদ প্রার্থনা করেছেন। আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে সাম্ভব্য প্রার্থী আলহাজ্ব শেখ আবুল হোসেন তিনি গতকাল শনিবার দিন ব্যাপী ১নং পানখালী ও ৪নং বাজুয়া ইউনিয়নের পানখালী, মৌখালী,কাটাবুনিয়া, কাটাবুনিয়া বাজার, মমতাজ বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রাম ও বাজার, ইয়াসিন স্কুল সংলগ্ন পাড়া খোনা এলাকায় নির্বাচনী গনসংযোগ করেন। পরে চুনকুড়ি ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় অনুষ্ঠিত এক কর্মী সভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। রাতে খোনা গ্রামে তিনি সনাতন ধর্মীয় এক জারিগান অনুষ্ঠানে সাথে কুশল বিনিময় করে সকলের নিকট আশির্বাদ প্রার্থনা করেন। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ রায়, উপজেলা আ.লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ আবদুল কাদের, চালনা পৌর মেয়র সনত কুমার বিশ্বাস, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ গাইন, পানখালী ইউপি আ.লীগ সভাপতি স্বপন কুমার সরকার, বাজুয়া ইউপি আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মীর্জা সাইফুল ইসলাম টুটুল, আজগর হোসেন ছাব্বির, জ্যোতিশংকর রায়, শেখ জাহান আলী, ইউপি সদস্য মোঃ খোরশেদ আলম শেখ, ইউপি সদস্য রাশেদুজ্জামান বাবু, উপি সদস্য মোঃ নূর ইসলাম শেখ, উপজেলা যুবলীগনেতা রতন কুমার মন্ডল, সুরঞ্জন মন্ডল, ফিরোজ সরদার, হাসান আল জাবিদ,ব্রজ সরকার, আলমগীর হোসেন,বাবলু শেখ,বকুল সরদার, অনুপম আদিত্য সরকারসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি/সম্পাদক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন প্রমুখ।

বালুভর্তি ট্রাকে ভারতীয় চিনি চালানসহ আটক এক

কলমাকান্দা; নেত্রকোনা প্রতিনিধি : ভারত থেকে অভিনব পন্'ায় অবৈধ পথে আনা চিনির চালান ১২০ বস্তা জব্দ করেছে নেত্রকোনার কলমাকান্দা থানা পুলিশ। এ সময় মো. মহর আলী (৫২) নামে একজনকে আটক করা হয়। শনিবার বিকেলে আটককৃত ব্যক্তিকে দায়েরকৃত মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে নেত্রকোনা জেলা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। আটককৃত ব্যক্তি জেলার পাশ্ববর্তী দুর্গাপুর উপজেলার চন্ডিগড় ইউনিয়নের মুনসুরপুর গ্রামের মৃত তাজুল ইসলামের ছেলে মো. মহর আলী। এর আগে শনিবার সকালে উপজেলার নাজিরপুর পশ্চিম বাজার মোড় নামক এলাকায় থেকে একটি বালুর ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ১২০ বস্তা ভারতীয় চিনিসহ একজনকে আটক করা হয়।পুলিশ ও স্'ানীয় সুত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে একটি বালুর ট্রাকে তল্লাশি করতে গিয়ে চিনির বস্তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এরপর ওই ট্রাকে থাকা চিনি জব্দসহ একজনকে আটক করা হয়। ট্রাকটি থানায় নিয়ে বালু সরিয়ে দেখা যায়, থরে থরে সাজানো ৫০ কেজি ওজনের ১২০ বস্তা ভারতীয় চিনি অভিনব কৌশলে পাচার করছিল। এ ঘটনায় মো. মহুর আলী (৫২) নামে একজনকে আটক করা হলেও অজ্ঞাতনামা ট্রাকচালকসহ চোরাচালানের সঙ্গে সম্পৃক্ত উপজেলার ইমাম হোসেন ওরফে ইঞ্জিল হক (৪২) ও কাউছার মিয়া (৪০) তিনজন ঘটনাস্'ল থেকে দ্রুত পালিয়ে যান। জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃত মো. মহর আলী পুলিশ দলকে চোরাচালানের সঙ্গে সম্পৃক্তদের নামসহ জানান, কলমাকান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তিনিসহ সঙ্গে থাকা সবাই ভারতীয় চিনির চালানটি ঢাকায় নিয়ে যা"ছিলেন। এ বিষয়ে কলমাকান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ লুৎফুল হক সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আটক ব্যক্তি ও পলাতকদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের হরেছে। পলাতক চোরাকারবারিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।

একজন আসসালাতুর জন্য অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

মোল্লাহাট, বাগেরহাট প্রতিনিধি : আসসালাতু কাজী নামের মাদকাসক্ত এক যুবকের জন্য এলাকাবাসী অতিষ্ঠ। এনিয়ে অনেকেই বিভিন্ন সময়ে থানা সহ বিভিন্ন স্থানে অভিযোগ করেও মিলেনি কোন সুরাহা। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার কুলিয়া ইউনিয়নের নরসিংহপুর গ্রামের একাধিক পরিবারের পক্ষ থেকে ওই গ্রামের আচ্ছালাতু কাজী (৩০) এর বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ হলো, আসসালাতু কাজী দিনে ঘুমালেও রাতে ঘুমানোর সুযোগ পান না।

কৃষক মুজিবর শেখ ১০ শতাংশ জমিতে ৩ হাজার টাকা খরচ করে উচ্ছে চাষ করেছেন। বিক্রির জন্য এখন খেত থেকে সেই উচ্ছে তুলছেন। দেবীনগর এলাকা, রামনগর, নগরকান্দা, ফরিদপুর।

গম চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন সালথার কৃষক

ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুরের সালথা উপজেলার কৃষকদের একসময় গম চাষে আগ্রহ থাকলেও দিনদিন গম চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন এ উপজেলার চাষিরা। তুলনামূলক কম দাম পাওয়ায় আর বেশি লাভবান হওয়ার আশায় কৃষকরা গম চাষ থেকে ঝুঁকছেন পেঁয়াজ আবাদে। তবে উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য বলছে, লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এ বছরে সালথা উপজেলায় গম চাষ বেশি হয়েছে। তাদের দেওয়া তথ্যমতে দেখা যায়, উপজেলাটিতে গম চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল- ৮৫০ হেক্টর। তবে, আবাদ হয়েছে ৮৮০ হেক্টর জমিতে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩০ হেক্টর জমিতে বেশি চাষ করা হয়েছে গম। স্থানীয় কয়েকজন গম চাষি জানান, কয়েক বছর আগে মাঠে মাঠে দেখা যেত গম আর গম। কম খরচে বেশি লাভবান হওয়ায় গম চাষে আগ্রহ থাকতো কৃষকের। তবে, সম্প্রতি বছরগুলোতে বেশি লাভের আশায় পেঁয়াজ চাষে ঝুঁকছেন কৃষক। তাইতো, গম চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন এ উপজেলার কৃষক। এ ছাড়া উপজেলাটিতে গম চাষে সরকারি তেমন প্রণোদনা না থাকায় ও উৎসাহের অভাবে কৃষক গম চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। ফলে কয়েক বছরে ধীরে ধীরে এ উপজেলায় কমেছে গম চাষ। গম লাভজনক ফসল হলেও কৃষকেরা বলছেন- 'আগ্রহ হারানোর পেছনে অন্যতম কারণ

উৎপাদন খরচের তুলনায় মুনাফা না পাওয়া। এদিকে কৃষি অধিদপ্তর মনে করছে- অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে পেঁয়াজ আবাদে অধিক ফলন ও মুনাফা হওয়ায় গম চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন কৃষক। ' সালথা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুদর্শন শিকদার বাংলানিউজকে বলেন, 'অধিক লাভের আশায় উপজেলাটির কৃষকরা পেঁয়াজ চাষে বেশি ঝুঁকছেন। তবে উপজেলাটিতে এ বছরে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি গমের আবাদ হয়েছে। আমরা প্রণোদনাও দিয়ে আসছি। তবে গম চাষে কৃষকদের মাঝে আরও বেশি প্রণোদনা দিয়ে ধীরে ধীরে এ আবাদে আরও বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করা হবে। '

তেঁতুলিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের যুব সমাজের সঙ্গে মতবিনিময়

তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় প্রতিনিধি : তেঁতুলিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং আসন্ন নির্বাচনে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী কাজী মাহমুদুর রহমান (ডাবলু) এলাকার যুব সমাজের সংগে মতবিনিময় করেছেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের খুনিয়াভিটা (কাজীপাড়া) বাসার উঠানে কাজী শাহাবুদ্দিন স্কুল এণ্ড কলেজ এর অধ্যক্ষ এমদাদুল হকের সভাপতিত্বে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহাকির শিক্ষক হুমায়ুনের সঞ্চালনায় আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী কাজী মাহমুদুর রহমান (ডাবলু) উপস্থিত যুব সমাজের মাঝে বিগত পাঁচ বছর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান থাকাকালে নানামুখী উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং যুব সমাজকে উম্মুক্ত আলোচনার সুযোগ দেন।

দেবীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রতিদিন ভোরে বসে বাঙ্গির হাট। আশপাশের গ্রামের চাষিরা এখানে বাঙ্গি বিক্রি করতে আসেন। পাইকাররা বাঙ্গি কিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যান। হাটে আকারভেদে ১০০টি বাঙ্গি ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দেবীনগর এলাকা, রামনগর, নগরকান্দা, ফরিদপুর।

অনুমতি ছাড়াই বন কর্মকর্তার নির্দেশে সড়কের গাছ কর্তন!

পাইকগাছা, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার পাইকগাছায় বন উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটির অনুমোদন ছাড়াই উপজেলা বন কর্মকর্তা প্রেমানন্দ রায়ের নির্দেশ সরকারি রাস্তার গাছ কর্তনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে জানানো হয়, উপজেলার চাঁদখালী ইউনিয়নের দেবদুয়ার মালোপাড়া এলাকায় সেখানকার জনৈক ইন্দ্রজিৎ ও ভবতোষের নের্তৃত্বে কয়েক লক্ষ টাকার মূল্যের ৬টি বড় সাইজের সিরিষ গাছ (রেন্টি) কর্তন করে তা চেরাইয়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ফুলতলা বাজারে একটি স'মিলে রাখা হয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত শুক্রবার সরেজমিনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে এর সত্যতা পাওয়া যায়। এদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গাছ কর্তনের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক উপজেলা বন কর্মকর্তাকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে কর্তনকৃত গাছগুলি জব্দ করেছে। স্থানীয়রা জানান, উপজেলার চাঁদখালীর দেবদুয়ার মালোপাড়া সংলগ্ন সড়কের গাছগুলি সেখানকার রাস্তা ভাঙ্গনরোধে ব্যাপকভাবে কার্যকরি ছিল। তারা জানান, গত ২০ মার্চ গাছগুলি কর্তনে উপজেলা বন কর্মকর্তা প্রেমানন্দ রায়ের স্বাক্ষরিত একটি অনুমতি পত্রের প্রেক্ষিতে গত কয়েক দিন ধরে স্থানীয় ইন্দ্রজিৎ ও ভবতোষের নের্তৃত্বে গাছ গুলো কাটা হয়। এরপর গত ১৯ এপ্রিল সকালে গাছগুলো ইঞ্জিনচালিত নছিমনযোগে ফুলতলা বাজার সংলগ্ন একটি স'মিলে চেরাই'র উদ্দেশ্যে রাখা হয়। এদিকে সরকারি রাস্তার পাশের গাছ কর্তনের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় নানা আলোচনা-সমালোচনা। বিষয়টি ঐদিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানালে তার নির্দেশে উপজেলা বন কর্মকর্তা প্রেমানন্দ রায় তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌছে কর্তনকৃত গাছের অংশগুলো ফুলতলার ঐ স'মিল থেকে জব্দ করেন। এ বিষয়ে অভিযুক্ত ইন্দ্রজিৎ বলেন, গাছগুলো তাদের লাগানো। এমনকি উপজেলা বন কর্মকর্তার প্রেমানন্দ রায়ের অনুমতিতে তারা গাছগুলি কর্তন করেন বলেও দাবি তার। অপর অভিযুক্ত ভবতোষ'র প্রতিক্রিয়া জানতে তার ব্যবহৃত মুঠোফোনে তার সাথে যোগাযোগ করা হলে সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে তিনি ফোনটি কেটে দেন। উপজেলা বন কর্মকর্তা প্রেমানন্দ রায় বলেন, গাছ গুলো ওদের লাগানো তাই তাদের গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছেন তিনি।

রামগতিতে অগ্নিকাণ্ডে ১০টি দোকান পুড়ে ছাই। কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি

রামগতি, লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি : লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (দোকান) মালামালসহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্তরা দাবি করেন। শনিবার দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার রামদয়াল বাজারের উত্তর পাশে জিরো পয়েন্ট এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ সময় পল্লী বিদ্যুতের ৮ টি মিটার পুড়ে যায়। বিদ্যুতের শটসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় বলে স্থানীয়রা ধারণা করছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর রামগতি-কমলনগরের।

কিশোরগঞ্জে বিদ্যুতের লোডশেডিং মাত্রাতিরিক্ত

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, কুলিয়ারচর, নিকলী, ভৈরব, কটিয়াদী, অষ্টগ্রাম, ইটনা, মিঠামইনসহ আশেপাশের সব কয়টি উপজেলায় বিদ্যুতের লোডশেডিং এ পরেছেন কয়েক লাখ বিদ্যু গ্রাহক। আর.ই.বি প্রায় লক্ষাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক দিনে রাতে মিলে ৫ থেকে ৬ ঘন্টা বিদ্যুৎ পাচ্ছেন এবং ১৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ লোডশেডিং এ পরেছে বেশ কয়েকদিন ধরে। এ ছাড়া ভি.পি.ডি.পি এর আওতায় ৮ থেকে ১০ ঘন্টা বিদ্যুৎ লোডশেডিং এর মধ্যে আছে সাধারণ গ্রাহক। প্রায় ১৪ ঘন্টা বিদ্যুৎহীন গ্রাহকরা। এই বিদ্যুৎ না থাকার কারণে অতিরিক্ত গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছে শিশু ও বৃদ্ধ। লেখাপড়া শিক্ষার্থীরা বিদ্যুৎ না থাকার কারণে পাঠাব্যাস বিঘ্নিত হয়ে পড়ছে। হাসপাতাল গুলোতে সিটে রোগী ঠাই না পেয়ে ফ্লোরের মধ্যে চিকিৎসকগণ রোগীদেরকে জায়গা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এসব কারণে বয়স্ক রোগীরা টাইফয়েড, আমাশয়, পানিবাহিত রোগ, হার্ট দুর্বলসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। কখন বিদ্যুৎ যায় ও কখন বিদ্যুৎ আসে এই দুইটির বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যেন জমিদারি প্রথায় রয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রাহকরা বিদ্যুৎ না পেয়েও মাসের পর মাস ভুতুরে বিদ্যুৎ বিল দিচ্ছে ঠিকই। তারপরও এই দুটি বিভাগের কর্মকর্তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। একটু বৃষ্টি হলেই কয়েকঘন্টার জন্য বিদ্যুৎ চলে গেলে আসার বালাই নেই। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অভিযোগ কিছু কিছু বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীরা আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যাচ্ছে। গ্রাহকরা হচ্ছে দিন দিন তাদের হাতের পুতুল। বাণিজ্যিক গ্রাহকরা বিদ্যুৎ না পাওয়ার কারণে তাদের ব্যবসা লাঠে উঠার উপক্রম হচ্ছে। গত কিছুদিন আগে বিদ্যুতের দাম বাড়ালে ও বিদ্যুৎ পাচ্ছে না গ্রাহকরা। অন্যদিকে এই অতিষ্ঠ গরমে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে শিশু এবং বৃদ্ধ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হচ্ছে। এর ফলে এই বৃদ্ধ এবং শিশুরাও হাসপাতালে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে বেডের মধ্যে রোগী থেকে আরও বেশি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সাধারণ গ্রাহকদের একটি মাত্র দাবি বিদ্যুৎ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই বিষয়টির ভেবে দেখবেন কি।

দাবদাহে পুড়ছে দেশ। এর মধ্যেও কাজে বের হচ্ছেন খেটে খাওয়া মানুষ। জীবিকার তাগিদে প্রচণ্ড রোদ-গরম উপেক্ষা করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ দিচ্ছেন গোয়ালা। কাচারিপাড়া, পাবনা।

বাজিতপুরে অল্ট্রানেটিভ পল্লী চিকিৎসক দের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা হল মিলনায়তনে অল্টারনেটিভ মেডিকেল এইচ.এম.এ ট্রেনিং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৫ দিন ব্যাপি ১৩৫ জন শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন হাজী ডা. মো: মনিরুল আলম। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাজিতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: শামীম হুসাইন। প্রধান অতিথি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো: রকিবুল হাসান শিবলী বলেন দেশের এমবিবিএস ডাক্তারের পাশাপাশি পল্লী চিকিৎসকরাও রোগীদের সেবাদানের জন্য অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারেন। আজ যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তারাই ভবিষ্যতে অজ পাড়া গায়ের লোকদের অসুস্থ হলে সেবাদানের মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। অল্টারনেটিভ" হেল্থ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডা: হাজী মো: মনিরুল আলম বলেন ডাক্তার, হেল্থ অফিসারদেরকে ১০ লক্ষ টাকার চিকিৎসার সরঞ্জামাদী, দুই বছরের আত্ম কর্মসংস্থান করার চাকুরী বিধান, জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমাসহ সরকারের দেওয়া সার্ব জনীন পেনশন।

৩ দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা সৃষ্টিশীল কৃষকরা হলো বৃহত্তর চালিকা শক্তি

পাইকগাছা, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনা-৬ আসনের সংসদ সদস্য মো. রশীদুজ্জামান বলেছেন, কৃষি নির্ভর এ দেশের সৃষ্টিশীল কৃষকরা হলো বৃহত্তর চালিকা শক্তি ও বড় গবেষক। তিনি রোববার সকালে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত ৩ দিন ব্যাপী ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথ্বির বক্তব্যে এ কথা বলেন। তিনি আরোও বলেন, একসময় দেশের কৃষি ও কৃষকরা সব থেকে অবহেলিত ছিল। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃষিবান্ধব সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সার-বীজ ও কীটনাশকে ভূতর্কি দিয়ে কৃষকদের উৎসাহিত করছেন। সংসদ সদস্য শীত মৌসুমে আমন ধান কাটার পর মধ্যবর্তী অলস সময়ে উপকূলীয় এলাকায় মিষ্টি পানিতে পতিত বা পড়ে থাকা জমিতে খুবই লাভজনক তরমুজ চাষ ও বহুমুখী ফসল উৎপাদনের চিত্র তুলে ধরে সকলের দৃষ্টি কাঁড়েন। তিনি কৃষিবিদদের নতুন-নতুন গবেষণালব্দ লবন সহিষ্ণু ধান বা ফসলের জাত আবিষ্কার করতে অনুরোধ করেন। একই সাথে তিনি কৃষকের উৎপাদিত ফসল বিক্রয়ে মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন এর সভাপতিত্বে এ মেলার উদ্বোধনী সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার ও কৃষিবিদ অসীম কুমার দাশ। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা শেখ তোফায়েল আহমেদ তুহিনের সঞ্চালনায় সভায় প্রকল্প উপস্থাপন করেন শেখ ফজলুল হক মনি। বিশেষ অতিথ্বির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আনোয়ার ইকবাল মন্টু, সহাকারী কমিশনার (ভূমি) ইফতেখার ইসলাম শামিম, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লিপিকা ঢালী, ওসি মো. ওবায়দুর রহমান ও কৃষক তৌহিদুর ইসলাম প্রমূখ। এ সময় সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তারা সহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সরাইলের বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ বিষয়ক সভা

সরাইল, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ার সরাইলে জেলা পলিসি ফোরামের (ডিপিএফ) উদ্যোগে দেওড়া মিতালী সমাজ কল্যাণ সমিতির আয়োজনে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে মিতালীর কার্যালয়ে ডিপিএফ-এর সভাপতি মো. আরজু মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মেজবা উল আলম ভূঁইয়া। ডিপিএফ্থর সদস্য ও মিতালীর সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুব খানের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিপিএফ্থর সম্পাদক মো. শরীফ উদ্দিন। বক্তব্য রাখেন- সরাইল থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ এমরানুল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. পারভেজ আলম, ডিপিএফ্থর সহসভাপতি এসি তাপসী রায়, সদস্য নারায়ণ চক্রবর্তী, মেহেদী হাসান রজত, মিতালীর উপদেষ্টা ও শাহজাদাপুর ইউনিয়নের দুইবারের সাবেক চেয়ারম্যান মো. রফিকুল ইসলাম খোকন, উপদেষ্টা মো. জুনায়েদ উদ্দিন আহমেদ, মো. আক্তার হোসেন মন্টু, মো. মুখলেছুর রহমান, মহিলা ইউপি সদস্য শারমীন বেগম, শিক্ষক সুশীল চৌধুরী, ম্যাপ সদস্য মোছা. ফিরোজা বেগম প্রমূখ। শতাধিক নারী পুরুষের অংশগ্রহণে ওই সভায় অতিথিরা বলেন, বাল্যবিয়ে বর্তমানে একটি সামাজিক ব্যধি। পরিবার সমাজ ও দেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাল্যবিয়ের কারণেই গৃহবধুর আত্মহত্যা, পারিবারিক কলহ, প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ সন্তন, বিবাহ বিচ্ছেদসহ নানা ধরণের জটিল সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এ বিষয়ে সকলকে বিশেষ করে মা বাবা সহ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে আরো সচেতন হতে হবে। বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সকলকে দায়িত্ব নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে। এ ছাড়া নিজের সন্তানদের মাদক থেকে দূরে রাখতে আরো সচেষ্ট হতে হবে। কারণ একটি পরিবারকে ধ্বংস করতে একজন মাদকাসক্ত সন্তানই যথেষ্ট। আপনারা মা ও বোনেরা এই ম্যাসেজ গুলো সমাজের সর্বত্রই ছড়িয়ে দিবেন।

কাপাসিয়ায় প্রাণিসম্পদ ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : প্রাণিসম্পদে ভরবো দেশচ গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশচ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ প্রদর্শনী উপলক্ষে স্কুল ফিডিং ও বিনামূল্যে কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বঙ্গতাজ কন্যা সিমিন হোসেন রিমি এমপি। শনিবার সকালে কাপাসিয়া উপজেলার দরদরিয়া গ্রামে বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমদ এর বাড়ির সংলগ্ন মাঠে একশত শিক্ষার্থীর মাঝে দুধ, ডিম ও প্রায় দুইশো জন খামারির মাঝে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

বিরল ইউনিয়নে পর্নোগ্রাফীর মামলায় অভিযুক্ত ছেলেকে বাল্যবিবাহের অভিযোগ

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : কাজির গরু কিতাবে আছে, গোয়ালে নাই- প্রবাদ বাক্যের মত বিরলে পর্নোগ্রাফী মামলার আসামীর পিতা এবং নাবালক সন্তানের অবৈধ বিবাহদাতা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সাধারণ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ায় নানান মুখরোচক আলোচনা টপ অফ দ্যা টাউনে পরিণত হয়েছে। ৫ নং বিরল ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য পদপ্রার্থী মোঃ মেহেদুল ইসলাম এর ছেলে ব্যাপক আলোচিত পর্নোগ্রাফী মামলার আসামি ও নাবালক সন্তানের অবৈধ বিবাহদাতা হিসেবে চায়ের দোকান থেকে শুরু করে হাটে-বাজারের সর্বত্র একই আলোচনা-সমালোচনা চলমান আছে। অনেকে বলছে যে নিজের ঘরেই আইনের শাষন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, সে জনপ্রতিনিধি হয়ে এলাকায় কতটুকু আইনের শাষন প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন? এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিরল থানার গত ৭ মার্চ ২০২৪ তারিখের ৯ নং মামলায় এজাহারকারী জানান, ফেইসবুক আইডি ব্যবহার করে আমার মেয়ের সাথে অনৈতিক ও অবৈধ কাজ করার জন্য ভরতপুর গ্রামের মোঃ মেহেদুল ইসলাম এর ছেলে রিহাদুল ইসলাম @ রিফাত (১৬) তাহার মনোনীত স্থানে ডাকে। কিন্তু আমার মেয়ে দেখা করিতে অস্বীকার করিলে আমার মেয়ের ওই ভিডিও ফেইসবুক-এ ভাইরাল করিয়া দিবে বলে হুমকী প্রদান করে। একপর্যায়ে ইং ০৭ মার্চ/২০২৪ তারিখ সকাল অনুমান ০৮.৪৫ ঘটিকায় আমি আমার বাড়ীতে অবস্থান করাকালে আমার মেয়ের নামীয় ফেইসবুক ম্যাসেঞ্জার-এ রিহাদুল ইসলাম @ রিফাত তাহার ব্যবহৃত ফেইসবুক আইডি হইতে অশ্লীল ভিডিও প্রেরণ করিয়া সাথে সাথে ম্যাসেজ প্রেরণ করে যে, আমার মেয়ে তাহার কথামতো দেখা না করিলে আমার মেয়ের অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল করিয়া দিবে মর্মে হুমকি প্রদান করে। আমার নাবালিকা মেয়ের অশ্লীল ভিডিও নাকি অনেকে দেখেছে এবং শুনেছে। ওই বিষয়ে স্বাক্ষীদ্বয়সহ এলাকার আরোও অনেক লোকজন জানে ও শুনেছে। এজাহারটি বিরল থানায় রুজু হলে থানা পুলিশ রিহাদুল ইসলাম @ রিফাতকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করে। এরপর ছেলেকে জামিনে মুক্ত করে নিজের নাবালক ছেলেকে অবৈধভাবে বিবাহের মাধ্যমে ছেলের বউ বাড়ীতে তুলে ঈদ উদযাপন করলে বিষয়টি ব্যাপক সমালোচনার খোড়াক যোগায়।

চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি : পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের (পিসিএনপি) খাগড়াছড়ি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্মেলনে মো. লোকমান হোসেন সভাপতি ও এস এম মাসুম রানা সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মোক্তাদির হোসেন। শনিবার খাগড়াছড়ি অফিসার ক্লাবে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন সূত্র জানায়, সভাপতি পদে ২ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ২ জন ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সম্মেলনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৩০ জন। সভাপতি পদে মো. লোকমান হোসেন মোবাইল প্রতীক নিয়ে ৭১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আবদুল মজিদ টেলিভিশন প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৫৯ ভোট। বাঘ প্রতীক নিয়ে ৮৬ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক খাগড়াছড়ি পৌরসভার কাউন্সিলার এস এম মাসুম রানা। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রবিউল হোসেন হাতি প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৪৪ ভোট। মাছ প্রতীক নিয়ে ৬৩ ভোট পেয়ে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মোক্তাদির হোসেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মো. জালাল মিয়া গোলাপ ফুল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৪৬ ভোট ও মো. জসিম মজুমদার পেয়েছেন ২১ ভোট। পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের সম্মেলনকে সামনে রেখে শনিবার সকালে খাগড়াছড়ি শহরের শাপলা চত্তবর এলাকা থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে অফিসার্স ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়।

মোল্লাহাটে এলাকায় খাল দখল ও ঘর নির্মাণ

মোল্লাহাট, বাগেরহাট প্রতিনিধি : জমি কিনেছেন মোল্লাহাটের ব্যস্ততম এলাকায় পাকা সড়কের পশ্চিম পাশে। ওই জমির লপ্ত দাবিতে সড়কের পূর্ব পাশের মরা নালুয়া নদীর খাল দখল ও ঘর নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করেছেন প্রকাশ্য দিবালোকে। উপজেলার চরকুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও লায়লা আজাদ মহাবিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যস্ততম সড়কের পাশে এ অবৈধ জবর দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে চরকুলিয়া গ্রামের জনৈক দিন ইসলাম শিকদারের বিরুদ্ধে। স্থানীয় একাধিক সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুসন্ধানে শনিবার দুপুরে সরেজমিনে গেলে দিন ইসলাম শিকদার বলেন, আমার কেনা জমি, আমার লপ্ত, সবাই ঘর তুলছে তাই আমিও তুলবো। এ সময় তিনি ওই জমি সংলগ্ন লায়লা আজাদ মহাবিদ্যালয়ের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা আক্কাস আলীকে মুঠোফোনে সংযুক্ত করে তার পক্ষে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলতে বলেন, তখন ওই ফোনে সভাপতি আক্কাস আলী জানান, নদী বা খালের জমি দখল করা যাবে না। এরপর গণমাধ্যম কর্মীদের অর্থের বিনিময়ে প্রভাবিত করার প্রস্তাব দেন দিন ইসলাম শিকদার। অবশ্য স্থানীয় সূত্র জানায়, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা আক্কাস আলী কলেজের সভাপতি হওয়ার পর থেকে তৎসংলগ্ন খাল দখলের মাত্রা বেড়েই চলেছে। ব্যস্ততম এলাকায় প্রকাশ্যে দখলের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এখনই পদক্ষেপ না নিলে অচিরেই গুরুত্বপূর্ণ এ খাল অবৈধ দখলদারদের কারণে বন্ধ বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

এবিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শোভন সরকার বলেন, অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে, অবৈধ স্থাপনা ভেঙে ফেলা হবে।

লিগের শীর্ষে ফিরল আর্সেনাল

স্পোর্টস ডেস্ক : অ্যাস্টন ভিলার কাছে নিজ মাঠে হেরে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছিল আর্সেনাল। এরপর বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকেও বিদায়ঘণ্টা বেজে যায় গানারদের। ওই শোক কাটিয়ে উঠে জয়ের ধারায় ফিরেছে মিকেল আর্তেতার দল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে উলভারহাম্পটনের মাঠ থেকে ২-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে আর্সেনাল। গানারদের হয়ে গোল দুটি করেছেন লিয়ানদ্রো ট্রোসার্ড এবং মার্টিন ওদেগার্দ। উলভসকে হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইয়েও ফিরল আর্সেনাল। ম্যানচেস্টার সিটিকে পেছনে ফেলে লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তো এখন গানাররাই। ৩৩ ম্যাচে আর্সেনালের অর্জন ৭৪ পয়েন্ট। তাদের চেয়ে মাত্র ১ পয়েন্ট পেছনেই বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। সিটিজেনরা ম্যাচও খেলেছে গানারদের চেয়ে একটি কম। তাদের সমান ৩২ ম্যাচ থেকে ৭১ পয়েন্ট অর্জন করে তৃতীয় স্থানে আছে লিভারপুল। তিন ম্যাচ পর প্রথম জয়। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ফেরা। সব মিলিয়ে উলভসের বিপক্ষে জিতে খুশি আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা, ‘খুব ভালো সাড়া দিয়েছে খেলোয়াড়রা। ওদের নিয়ে আমি গর্বিত। আমরা সঠিক পথে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। আরেকটি ক্লিন শিট নিয়ে মাঠ ছাড়লাম।’ উলভসের মাঠে মাঝবিরতির বাঁশি বাজার আগে আগে লিয়ানদ্রো ট্রোসার্ডের গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধেও দাপট ধরে রেখে খেলতে থাকে সফরকারীরা। ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগও পেয়েছিল তারা। কিন্তু প্রাপ্ত সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারছিল না। অবশেষে দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে আবার গোল পায় গানাররা। এবারের গোলদাতা মার্টিন ওদেগার্দ। ইএসপিএন

বাংলাদেশ দলের অ্যানালিস্ট মহসিন শেখ

স্পোর্টস ডেস্ক : গত বছর নিউ জিল্যান্ড সফরে সাময়িক চুক্তিতে কাজ করার পর এবার পূর্ণাঙ্গ মেয়াদে বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স অ্যানালিস্টের দায়িত্ব পেলেন মহসিন শেখ। আগামী দুই বছর তিনি কাজ করবেন নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজদের সঙ্গে। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান জালাল ইউনুস রোববার মহসিনকে নিয়োগ দেওয়ার খবর নিশ্চিত করেন। “আমরা আবার মহসিন শেখকে জাতীয় দলের অ্যানালিস্ট হিসেবে নিচ্ছি। এর আগেও আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে সে। এবার তার সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করা হয়েছে। আগামী মাসের জিম্বাবুয়ে সিরিজ থেকে মহসিন কাজ শুরু করবে।” চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরি স্টেডিয়ামে আগামী ৩ মে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজ। আগামী রোববার বাংলাদেশে আসবে জিম্বাবুয়ে দল। সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচ চট্টগ্রামে। শেষ দুটি হবে মিরপুরে। জানা গেছে, আগামী ১ মে ২০২৪ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত মহসিনের সঙ্গে চুক্তি। এর আগে গত বছর নিউ জিল্যান্ড সফরের তিন ওয়ানডে ও তিন টি-টোয়েন্টিতে শান্তদের অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করেন তিনি। ওই সফরে নিউ জিল্যান্ডে প্রথমবার একটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি জেতে বাংলাদেশ। সেবার দায়িত্ব দেওয়ার আগেই জালাল ইউনুস আভাস দিয়েছিলেন, পূর্ণাঙ্গ মেয়াদে রেখে দেওয়া হতে পারে মহসিনকে। গত বছরের বিশ্বকাপের পর থেকে স্থায়ী কোনো অ্যানালিস্ট ছিল না বাংলাদেশের। ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে অ্যানালিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার নাসির আহমেদ। পরে টিম ম্যানেজমেন্টের চাওয়ায় নিউ জিল্যান্ড সফরে দায়িত্ব দেওয়া হয় মহসিনকে। এরপর বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের হয়ে কাজ করেছেন মহসিন। পরে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পূর্ণাঙ্গ সিরিজে তাকে দায়িত্ব দেয়নি বিসিবি। ওই সিরিজে কাজ করেন বিসিবির অ্যানালিস্ট শাওন জাহান। প্রায় ৪ মাস পর এবার পূর্ণাঙ্গ মেয়াদের বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করলেন মহসিন। অ্যানালিস্ট হিসেবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তার। ২০০৩-০৪ মৌসুমে পাকিস্তানের ন্যাশনাল হাই পারফরম্যান্স সেন্টারে বয়সভিত্তিক দল দিয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান তিনি।

ব্রাদার্সের জালে মোহামেডানের ৮ গোল, দিয়াবাতের ৫

স্পোর্টর্স সেস্ক : সারাদেশের মতো ময়মনসিংহে আজও গরম কম নয়। পাশাপাশি রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া স্টেডিয়ামেও গরমের আঁচটা যেন বেশি পড়েছে। এরই তেজে ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান তো প্রায় একপেশে ম্যাচ খেলে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ধসিয়ে দিয়েছে। প্রিমিয়ার লিগের ফিরতি পর্বে

সুলেমানে দিয়াবাতের হ্যাটট্রিকে সাদা-কালোরা ৮-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে গোপিবাগের ক্লাবটিকে। দিয়াবাতে একাই ৫ গোল করেন। শনিবার ময়মনসিংহের রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে মোহামেডানের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়লেও ব্রাদার্সের অসহায় আত্মসমর্পণ করতে সময় লাগেনি। ম্যাচ ঘড়ির ৪ মিনিটে ব্রাদার্সের মিরাজুল ইসলাম দারুণ সুযোগ পেয়েছিলেন। বাঁ প্রান্ত দিয়ে বক্সে ঢুকে একক প্রচেষ্টায় বল নিয়ন্ত্রণে রাখেন, তারপর তার ডান পায়ের নিচু জোরালো শট সাইড বারের নিচে লেগে প্রতিহত হয়। ৩৩ মিনিটে মোহামেডান এগিয়ে যায়। মুজাফফরভের লং পাসে বক্সের ভিতরে শাহরিয়ার ইমন ফাঁকায় নিচু শটে গোলকিপার পরাস্ত করেন। ৪৩ মিনিটে মোহামেডান ব্যবধান দ্বিগুণ করে। ইমানুয়েল সানডের ক্রসে দিয়াবাতে দারুণ এক প্লেসিংয়ে জাল কাঁপান। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে বক্সের বাইর থেকে তিন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে দিয়াবাতে ভেতরে ঢুকে শেষ বাধা আগুয়ান গোলকিপারকে ডজ দিয়ে সোজা বল জড়িয়ে দেন জালে। বিরতির পর মোহামেডানের একচেটিয়া প্রাধান্য। ৬৮ মিনিটে দিয়াবাতে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। জাফর ইকবাল করেন অ্যাসিস্টে। ৭২ মিনিটে দিয়াবাতে স্কোরলাইন ৫-০ করেন। এরপর ৭৫ মিনিটে জুয়েল মিয়া স্কোরলাইন ৬-০ করেন। শেষের দিকে আরও দুই গোল হয়। ৮৭ মিনিটে ইমানুয়েল টনি সপ্তম গোল করেন। ৮৯ মিনিটে দিয়াবাতে ৮-০ করে ব্রাদার্সকে বড় লজ্জায় ফেলেন। দিয়াবাতে এ নিয়ে লিগে ১৩ গোল করে শীর্ষে চলে এলেন।

আজম খানের নিউ জিল্যান্ড সিরিজ শেষ

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তানের হয়ে আজম খানের মাঠে ফেরার অপেক্ষা বেড়েছে আরও। নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন এই কিপার-ব্যাটসম্যান। পায়ের পেশির চোটে ভুগছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার মইন খানের ছেলে আজম। রেডিওলজি রিপোর্টে তার ডান পায়ের পেশিতে ‘গ্রেড ওয়ান টিয়ার’ ধরা পড়েছে। ২৫ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানকে ১০ দিনের বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পিসিবির শনিবার দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কিউইদের সঙ্গে চলমান পাঁচ ম্যাচ সিরিজ শুরুর আগের দিন অনুশীলনে আজমের পায়ের সমস্যা সামনে আসে। প্রথম ম্যাচটি স্রেফ দুই বল হওয়ার পর বৃষ্টিতে ভেসে যায়। পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় দল ছেড়ে এখন লাহোরে ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিকে যাবেন আজম। আগ্রাসী ব্যাটসম্যান হিসেবে পাকিস্তান দলে সুযোগ পাওয়া আজম এখন পর্যন্ত খেলেছেন কেবল ৮টি টি-টোয়েন্টি। যেখানে রান করেছেন স্রেফ ২৯, সর্বোচ্চ ১০। দেশের হয়ে সবশেষ ম্যাচ খেলেছেন তিনি নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষেই গত জানুয়ারিতে।

এফএ কাপের ফাইনালে ম্যানসিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপার আশা শেষ ম্যানচেস্টার সিটির। বাকি রইলো প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপ। এই দুই আসরের একটি জয়ের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল পেপ গার্দিওলার দল। এফএ কাপের সেমিফাইনালে চেলসিকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ম্যানসিটি। ম্যাচজয়ী গোলটি করেন বার্নার্দো সিলভা। এই ম্যাচে গোল মাত্র একটি হলেও দুই দলের মধ্যে চেলসি বেশ ভালো সুযোগ পেয়েছিল প্রথমার্ধে। সিটির নিষ্প্রভ এই সময়ে ৩টি ভালো সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি স্টামফোর্ড ব্রিজের দলটি। ম্যাচে প্রথমার্ধের ১৪ মিনিটে ভালো সুযোগ পেয়েছিল সিটি।

তবে সেটি কাজে লাগাতে পারেননি ফিল ফোডেন। এরপর চেলসি ম্যাচে প্রথম ভালো সুযোগটি পায় ২৯তম মিনিটে। নিকোলাস জ্যাকসন সিটি গোলকিপার স্টেফান ওর্তেগাকে একা পেলেও শট নিতে দেরি করে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। সিটির আক্রমণ গতি পায় দ্বিতীয়ার্ধে জ্যাক গ্রিলিশকে উঠিয়ে জেরেমি ডকুকে নামানোর পর। তাতে ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে ৮৪তম মিনিটে। কেভিন ডি ব্রুইন চেলসির বক্সের ভেতর থেকে ক্রস বাড়ালে সেটি গোলকিপার পেত্রোভিচ প্রথমে পা দিয়ে রুখে দেন কিন্তু বিপদমুক্ত করতে পারেননি। বাকি কাজটা অনায়াসে সারেন সিলভা। এ নিয়ে এফএ কাপের শেষ তিন আসরে তৃতীয়বারের মতো পরপর দুই আসরেই ফাইনালে উঠল সিটি। আগের দুটি ছিল ১৯৩৩-৩৪ ও ১৯৫৫-৫৬ মৌসুমে। ফাইনালে সিটির প্রতিপক্ষ হবে সেটা এখনো নির্ধারিত হয়নি। এদের মধ্যে জয়ী দল হবে ম্যানসিটির প্রতিপক্ষ।

বিশ্বকাপে দুবে ভারতের ‘ডার্ক হর্স’: গিলক্রিস্ট

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি আইপিএলে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ছন্দে আছেন শিভাম দুবে। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকভাবে আলো ছড়াচ্ছেন তিনি, ভাসছেন স্তুতির জোয়ারে। তাকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে রাখার আলোচনাও শুরু হয়েছে জোরেশোরে। সেই স্রোতে শামিল অস্ট্রেলিয়ার সাবেক কিপার-ব্যাটসম্যান অ্যাডাম গিলক্রিস্ট তো আরও এক ধাপ এগিয়ে; দুবেকে ভারতের ডার্ক হর্স হিসেবে দেখছেন তিনি। এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত চেন্নাই সুপার কিংসের সবকটি ম্যাচে খেলেছেন দুবে। অলরাউন্ডার হলেও তাকে স্রেফ ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ব্যাট হাতে নিজের দায়িত্ব বেশ ভালোভাবে পালন করছেন তিনি। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দলকে নিয়মিত এনে দিচ্ছেন দ্রুত রান। আসরে এখন অবধি ৭ ইনিংসে ব্যাটিং করে দুই ফিফটিতে ২৪৫ রান করেছেন।

এফএ কাপের সূচি নিয়ে গার্দিওলার ক্ষোভ

স্পোর্টস ডেস্ক: চেলসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে এফএ কাপের ফাইনালে পৌঁছালেও ম্যাচের পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন পেপ গার্দিওলা। ম্যানচেস্টার সিটি কোচের ক্ষোভের কারণ চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলার দুই দিনের মধ্যেই মাঠে নামতে হওয়ায়! গত বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে শুটআউটে হেরেই বিদায় নিতে হয়েছে তাদের। যেখানে ১২০ মিনিটের লড়াইয়েও স্কোরলাইন ছিল ৪-৪! দুই দিনের বিরতি দিয়ে আবার খেলতে নামায় গার্দিওলা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘আজকে খেলতে নামাটা পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের কথা ভাবলে এটা অসম্ভব ব্যাপার। মোটেও স্বাভাবিক নয়।’ টানা খেলায় ক্লান্তিজনিত অবসাদে আর্লিং হাল্যান্ডকেও এফএ কাপে খেলায়নি সিটি। খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করে সিটি কোচ বলেছেন, ‘আমি জানি এফএ কাপের জন্য এই দেশটার অবস্থান আলাদা। কিন্তু খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের কথাতো ভাবতে হবে। জানি না কিভাবে আমরা আজ সামলে নিয়েছি।’ যেহেতু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও কভেন্ট্রি সিটিকে মাঝের সপ্তাহে খেলতে হয়নি। তাই তাদের অপর সেমিফাইনালের ম্যাচটি শনিবার কেন রাখা

হয়নি- এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি, ‘আমরা কেন রবিবারে খেললাম না? চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কভেন্ট্রিকে কিন্তু মাঝের সপ্তাহে খেলতে হয়নি।’

লাইফস্টাইল

শরীরে জিংকের ঘাটতি পূরণে করণীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : খাদ্যের একটি খনিজ উপাদান হলো জিংক। এটি শরীরের জন্য খুব প্রয়োজনীয় এক উপাদান, যা প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা বা ইমিউনিটিকে জোরদার করে। এ কারণে দেখা গেছে, যাদের জিংকের ঘাটতি রয়েছে তারা সহজেই নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়। জিংকের কাজ কী? এটি ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে। শৈশবকালীন শারীরিক বৃদ্ধিতে জিংকের ভূমিকা রয়েছে। এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে শরীরের জন্য ক্ষতিকর মুক্ত মৌলের বিরুদ্ধে লড়াই করে। শরীরের প্রায় ৩০০ ধরনের উৎসচক বা এনজাইমের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান জিংক। এসব উৎসচক শরীরের বিপাক, হজম, স্নায়বিক কার্যক্রমসহ অসংখ্য কাজ সম্পাদন করে। আমাদের স্বাদ ও ঘ্রাণের অনুভূতি দেয় জিংক। এটি হাড় গঠনে অংশ নেয়। এর অভাবে হাড়ক্ষয়ও হয়ে থাকে। জিংকের অভাবে স্নায়ুবৈকল্য হতে পারে। জিংক উপাদানটি শরীরে উৎপন্ন হয় না, শরীরে সঞ্চিতও থাকে না। প্রতিদিনের খাদ্যে এটির সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। জিংকের ঘাটতি থাকার লক্ষণ জিংকের অভাবে শরীরে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। এগুলো হলো- * স্বাদ ও ঘ্রাণের অনুভব হ্রাস * ক্ষুধামন্দা বা অরুচি * হতাশা ভাব * ক্ষত শুকাতে দেরি হওয়া * ডায়রিয়া * চুল ঝরে পড়া ইত্যাদি। অতিরিক্ত গ্রহণের বিপদ তবে অতিরিক্ত জিংক গ্রহণ করলে শরীরে বিপদ নেমে আসতে পারে। জিংকের আধিক্য কপার শোষণে বাধা দেয়। এর ফলে অ্যানিমিয়া হতে পারে। এর পাশাপাশি দেখা দিতে পারে- * বমি ভাব, বমি * অরুচি * পেটে ব্যথা * মাথা ব্যথা * পাতলা পায়খানা কাদের শরীরে ঘটতি বেশি? খাদ্যে পর্যাপ্ত উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও জিংকের ঘাটতি দেখা দিতে পারে কিছু মানুষের। জিংকের ঘটতি দেখা দেওয়ার ঝুঁকিতে আছেন যাঁরা- * যাদের অন্ত্রনালির রোগ যেমন- ক্রোনস নামক রোগ রয়েছে * নিরামিষভোজী * গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়ী মা * শুধু বুকের দুধের ওপর নির্ভরশীল ছয় মাসের অধিক বয়সী শিশু * ক্রনিক কিডনি কিংবা লিভারের রোগী * সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগী * অ্যালকোহলসেবী * অপুষ্টি আক্রান্ত ব্যক্তি জিংকের উৎস জিংকের অন্যতম প্রধান উৎস হলো সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য খাবার। যেমন কাঁকড়া, ঝিনুক, চিংড়ি, মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাবার, ডিম, বাদাম, শিম, মাশরুম ইত্যাদি। শাক-সবজিতে বিদ্যমান জিংক শরীর সহজে হজম করতে পারে না, সে জন্য নিরামিষভোজীদের অতিরিক্ত জিংক গ্রহণ করা দরকার। একজন পুরুষ ও নারীর দৈনিক যথাক্রমে ১১ ও ৮ মিলিগ্রাম জিংক প্রয়োজন। গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়ী মায়েদের চাহিদা আরো বেশি। খাদ্যে প্রাপ্ত জিংকের পাশাপাশি কখনো প্রয়োজন পড়ে অতিরিক্ত সরবরাহের। সে ক্ষেত্রে দেহের চাহিদা পূরণের জন্য জিংক ট্যাবলেট, সিরাপ অথবা লজেন্স দেওয়া যেতে পারে। পরামর্শ দিয়েছেন লে. কর্নেল ডা. নাসির উদ্দিন আহমদ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট সিএমএইচ, বরিশাল।

শ্যাম্পু ব্যবহারে যে ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : চুল ভালো রাখার জন্য মাথার ত্বক নিয়মিত পরিষ্কারের ব্যাপারটি সবার আগে আসবে। মাথার ত্বক পরিষ্কার থাকলে চুল ভালো থাকবে। মাথার ত্বক পরিষ্কারের জন্য আমরা বিভিন্ন শ্যাম্পু ব্যবহার করে থাকি। তবে অনেকেই আছি শ্যাম্পু ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানি না। এ জন্য চুল পড়াসহ আরো নানা সমস্যা তৈরি হয়। চুলে শ্যাম্পু করার সময় নিচের কিছু বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন। ১. চুল অল্প ভিজিয়েই আমরা অনেকে শ্যাম্পু লাগানো শুরু করি। এটি না করে প্রথমে চুল ভালো করে ভিজিয়ে এরপর অতিরিক্ত পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর শ্যাম্পু পরিমাণমতো নিয়ে স্কাল্পে লাগিয়ে ধীরে ধীরে ম্যাসাজ করুন। এতে শ্যাম্পুও কম খরচ হবে। ২. শ্যাম্পুতে থাকা কিছু উপাদান স্কাল্পের অতিরিক্ত সেবাম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য শ্যাম্পু করার সময় তাড়াহুড়া করা ঠিক না। এতে কাজটি ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন হয় না। তাই শ্যাম্পু লাগিয়ে তিন-চার মিনিট অপেক্ষা করে এরপর চুল ধুয়ে নিন। ৩. অনেকেই আছেন যারা শ্যাম্পু মাথার সামনে একটু লাগিয়েই ধুয়ে ফেলেন। এতে মাথার ত্বক ঠিকঠাক পরিষ্কার হয় না। তাই সময় নিয়ে মাথার সামনে-পেছনে সমানভাবে শ্যাম্পু লাগিয়ে ম্যাসাজ করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

এই গরমে স্বস্তি মিলবে যেমন পোশাকে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : গ্রীষ্মের দাবদাহ ও হিট অ্যালার্টে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু যাদের প্রয়োজনে বাইরে যেতেই হয়, তাদের থাকতে হবে সচেতন। অতিরিক্ত গরম ও ঘাম থেকে বাঁচতে এ সময় পোশাক নির্বাচন করতে হবে বুঝেশুনে।

হিউস্টনের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ও আমেরিকান একাডেমি অব ডার্মাটোলজির মুখপাত্র ডা. রজনী কট্টা জানান, তীব্র গরমে ভুল পোশাক নির্বাচন করলে ত্বকের নানা জটিলতার ঝুঁকি বাড়ে। ত্বক জ্বালা করা বা ফুসকুড়ি দেখা দেওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত তাপ আপনাকে ক্লান্তও করে দেবে দ্রুত।

অত্যধিক ঘামের মাধ্যমে শরীর অতিরিক্ত পানি বা লবণ হারায়, তখন তাপ নিঃসরণ ঘটে। চিকিতসা না করা হলে এটি হিট স্ট্রোকের কারণ হতে পারে। ঘামকে বাষ্পীভূত হতে দিন তাই। মানুষের ত্বক থেকে সরাসরি তাপ বিকিরণ করে এবং ঘামের মাধ্যমে শরীর তাপমাত্রা নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। যখন শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়, তখন মস্তিষ্ক ত্বকের ঘাম গ্রন্থিগুলোকে খুলতে এবং ব্যস্ত হতে বলে। কিন্তু ঘাম আমাদের শীতল করে না, এটি আমাদের ত্বক থেকে সেই আর্দ্রতার বাষ্পীভবন করে যা শরীরকে ঠান্ডা করে।

এই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে না চাইলে এমন পোশাক পরতে হবে যা ঢিলেঢালা এবং শরীর থেকে ঘামের বাষ্পীভবন এবং ত্বক থেকে তাপ নিঃসরণ করতে পারে। এ সময়ে সুতির নরম কাপড়ের পোশাকের কোনো বিকল্প নেই। এ ধরনের কাপড় খুব দ্রুতই ঘাম শুষে নেয়। পোশাকের রঙ বাছাই করাও গুরুত্বপূর্ণ। হালকা রঙ বেছে নিন তীব্র গরমের সময়। গাঢ় রঙের তাপশোষণ ক্ষমতা বেশি। ফলে গাঢ় রঙের পোশাকে গরম বেশি লাগে। সাদা রঙের তাপশোষণ ক্ষমতা কম। তাই গরমে এই রঙের পোশাকই পরা ভালো। সাদার পাশাপাশি যেকোনো হালকা রঙের পোশাকও গরমে স্বস্তি দেবে। জমকালো কারুকাজ করা পোশাক এই গরমে এড়িয়ে গেলেই ভালো করবেন।

ঘুমানোর সময় ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরুন। লিনেনের পোশাকও পরতে পারেন।

তথ্যসূত্র: সিএনএন

শুষ্ক দিনে যেভাবে সুস্থ থাকবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বায়ুদূষণের সঙ্গে ডাস্ট অ্যালার্জির সম্পর্ক আছে। অতিরিক্ত ধুলাবালি, ফুলের রেণু, ডাস্ট মাইট অথবা ফাঙ্গাস নাক-মুখ দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করার ফলে সৃষ্টি হয় অ্যালার্জি এবং প্রদাহ, যাকে বলা হয়ে থাকে ‘ডাস্ট অ্যালার্জি’। ডাস্ট অ্যালার্জির লক্ষণ হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, জ্বর, বুকে চাপ লাগা, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত ঘাম, চোখ দিয়ে পানি পড়া, নাক বন্ধ থাকা, চুলকানি, শারীরিক দুর্বলতা, মাত্রাতিরিক্ত ধুলার মধ্যে দীর্ঘদিন থাকলে নিউমোনিয়াও হতে পারে। সব বয়সের মানুষেরই এ সমস্যাগুলো হতে পারে। সুস্থ থাকতে অতিরিক্ত ধুলাবালিযুক্ত পরিবেশ এড়িয়ে চলতে হবে। যাদের অন্যান্য অ্যালার্জির সমস্যা আছে তাদের নিতে হবে বাড়তি সতর্কতা। করণীয় ? দৈনন্দিন কাজের সময় মাস্ক পরা যেতে পারে। মাস্ক ব্যবহার করলে বায়ুবাহিত রোগ যেমন-অ্যালার্জি, অ্যাজমা, হাঁচি, কাশি, কফ, ব্রংকাইটিস, সিওপিডি (ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ) ও শ্বাসকষ্ট থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া যায়। ধুলার সঙ্গে বায়ুতে ফুলের রেণু, জীবাণু, ছত্রাক, ধোঁয়া, কার্বন কণা ইত্যাদি ভেসে বেড়ায়। এসব থেকেও বাঁচাবে মাস্ক। ঘরের কার্পেটে প্রচুর ধুলা ও অণুজীব বাস করে। ঘরে কার্পেট থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে, ভারী পর্দা ব্যবহার করা যাবে না। তাই কার্পেট ও বিছানাপত্র পরিষ্কার করার সময়ও মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক। এসির ফিল্টারে খুব দ্রুত ধুলা জমে যায়। এসির ফিল্টার নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। অফিস ও বাসায় এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে। কাজের ক্ষেত্র, গাড়ি ও অন্যান্য স্থান রাখতে হবে পরিষ্কার ও শুষ্ক। অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। শ্বাসকষ্ট অতিরিক্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শে ইনহেলার ব্যবহার করা যেতে পারে। ধূমপান করা যাবে না।

গরমে স্ট্রবেরি লেমোনেড রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : গরমে আমাদের শরীরে অনেক বেশি পানির ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য বেশি বেশি পানি পান করা প্রয়োজন। শুধু পানি খেতে কারই বা ভালো লাগে? তাই বিকল্প হিসেবে কিছু পানীয় রাখতে পারেন যা সুস্বাদু ও পানির ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে। চলুন আজ এই সিজনের ফল স্ট্রবেরি দিয়ে তৈরি পানীয় স্ট্রবেরি লেমোনেড বানানোর রেসিপি জেনে নিই।

যা যা প্রয়োজন : চিনির সিরাপ দুই চা চামচ বা পরিমাণমতো ঠাণ্ডা পানি এক গ্লাস বরফ কিউব ২-৩টি লেবুর রস এক চা চামচ স্ট্রবেরি একটি কুঁচি করা পুদিনা পাতা ১০-১২টি যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে একটি গ্লাস নিন। এতে চিনির সিরাপ স্বাদমতো দিয়ে এরপর লেবুর রস, পুদিনা পাতা ও স্ট্রবেরি কুঁচি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর পানি ঢেলে আরেকবার মিশিয়ে নিয়ে উপরে বরফ কিউব দিয়ে পরিবেশন করুন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা স্ট্রবেরি লেমোনেড। সূত্র : ফিফটিন